কেদার রায়

বা

বঙ্গের শেষ বীর।

ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত নাটক।

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি

শ্রীঅনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত

ঢাকা,
আরমানীটোলা, আদর্শ প্রেসে
শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১২ সন

All rights reserved.

[মূল্য ০ আনা মাত্র।

24 MAY 10

উৎসর্গ পত্র।

পরম পূজনীয়

শ্রীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

খুল্লতাত মহাশয়

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু।

ছোট কাকা আমি আপনার বড় স্নেহের ও আদরের, তাই আজ আপনার শ্রীচরণে বহুপ্রয়াস-লব্ধ পুষ্পটি ভক্তির সহিত অর্পণ করিলাম, আশা করি উপেক্ষা করিবেন না ইতি

সেবকাধম

শ্রীঅনাথ

মুখবন্ধ।

ভারতবর্ষ রত্নপ্রসূ। এই ভারতে যে কত রত্ন কত ভাবে নিহিত আছে, তাহা বলা যায় না। ভারতবর্ষের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। ইতিহাসের অংশচ্যুতাই ভারতের রত্ন লুপ্তির কারণ। তারপর যাহাও কিছু পাওয়া যায় তাহাও জেতা কর্ত্তৃক বিজিতের আলেখ্য অঙ্কন। এই চিত্রাঙ্কনে ইতিহাসের মর্য্যাদা কতদূর রক্ষিত হইয়াছে তাহা অনায়াসে বোদ্ধব্য। বীর্য্যবত্তা, সত্যপ্রিয়তা, পরার্থপরতা, দয়াদাক্ষিণ্য ও সতীত্বাদির জন্য "ভারত" চিরবিখ্যাত। রাজস্থান ভারতের শৌর্য্য ও আদিস্থান। ইহা বীরত্বের অভিনয়ে অগ্রগণ্য। এই অভিনয় নৈপুণ্যে বঙ্গদেশ চিরকালই পশ্চাৎপদ। কিন্তু বাবু নিখিলনাথ রায়, বাবু আনন্দমোহন রায় ও বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি বঙ্গের কতিপয় কৃতবিদ্য, বিদ্যোৎসাহী কৃতী মহোদয়গণের গভীর গবেষণা ও অধ্যবসায় বলে আজ বঙ্গের কয়েকটী লুপ্ত রত্ন উদ্ধৃত হইয়া লোকসমাজে কিরণচ্ছটা বিকিরণ করিতেছে। উদ্ধৃত রত্নাবলীর মধ্যে ভূষণার রাজা সীতারাম রায়, যশোহরের রাজা প্রতাপ আদিত্য ও বিক্রমপুরের রাজা কেদার রায়—এই তিনটীই উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় "বঙ্গের শেষ বীর" নামে, প্রতাপ আদিত্য রায়কে অভিহিত করিয়া একখানি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয়ও সেই পথই অনুসরণ করিয়াছেন ও একখানা নাটকও "প্রতাপ আদিত্য বা বঙ্গের শেষ বীর" নামে প্রণয়ন

পূর্ব্বক রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন কে বঙ্গের শেষ বীর? প্রতাপ আদিত্য না কেদার রায়? বাবু আনন্দমোহন রায় ও বাবু নিখিলনাথ রায় যাহা সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, কেদার রায়ই বঙ্গের শেষ বীর আখ্যা পাওয়ার উপযুক্ত। বঙ্গের বিদ্রোহ দমনের জন্য মানসিংহ, দিল্লী হইতে রওনা হইয়া আসেন এরূপ অবস্থায়, প্রতাপ আদিত্যের সহিতই প্রথম সংঘর্ষ হওয়া সম্ভবপর। বিশেষতঃ সেই সময় প্রতাপই বঙ্গের নেতা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া সুরসমাজে পরিগণিত ছিলেন। অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রতাপের সঙ্গেই প্রথম মোগল সংঘর্ষ ঘটে ও পরে সেই সংঘর্ষ বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশে বিস্তৃত হয়। এরূপ অবস্থায় প্রতাপ আদিত্যকে 'শেষ বীর' আখ্যা না দিয়া কেদার রায়কেই "শেষবীর" আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে কি?

আমি যখন "প্রতাপ আদিত্য বা বঙ্গের শেষ বীর" নাটকখানা পড়ি তখনই আমার মনে প্রশ্ন হয় যে, কে শেষ বীর? প্রতাপ না কেদার? এই প্রশ্ন উদিত হওয়ায় আমি নব্যভারতের বারভূঞা শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পড়িতে আরম্ভ করি। তাহাতে এই বুঝিয়াছি যে, কেদার রায়ই বঙ্গের শেষ বীর। অন্য সমরাঙ্গনে কেদার যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়জনক। দাম্ভিক মানসিংহ যে একখানা চিঠি দিলেন তাহা ও তাহার উত্তর হইতে বুঝা যায় যে কেদার রায় শুধু বীর ছিলেন এমন নয়, তিনি একজন কৃতবিদ্য পুরুষ ছিলেন। (মূল পুস্তকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক দেখুন)

প্রতাপ সমস্ত বঙ্গ বিহার, উড়িষ্যার সমস্ত শক্তিপুঞ্জকে সম-

সেক্ত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ও অবশেষে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। কিন্তু কেদার শুধু স্বীয় বলের উপরই নির্ভর করেন ও মানসিংহকে নয় দিবস পর্য্যন্ত এক অবস্থায় রাখিয়া দেন, শ্রীপুরের (বিক্রমপুরের রাজধানী) ত্রিসীমায়ও আসিতে দেন না। মানসিংহ অবশেষে ব্রাহ্মণ কুলপাংশু কেদার রায়ের দ্বিতীয় অমাত্য শ্রীমন্ত খাঁর সহায়ে দশমহাবিদ্যার মন্দিরে আততায়ী ঘাতক দ্বারা তাঁহাকে নিহত করেন। কেদার রায়ের হত্যার পর, কেদার মহিষী মানসিংহের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সেই যুদ্ধেও মানসিংহ অকৃতকার্য্য হন। এই সমস্ত ঘটনাবলি পর্য্যালোচনা করিয়া আমি এই পুস্তকের নাম "কেদার রায় বা বঙ্গের শেষ [illegible] রাখিলাম।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, যে কেদার মহিষী মানসিংহের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন সেই গরীয়সী মহিলার নাম ইতিহাসে উল্লেখ নাই। উক্ত মহিলার নাম অনেক অনুসন্ধান করিয়াও দুর্ভাগ্য বশতঃ পাইলাম না। এই পুস্তকে কেদার মহিষীর নাম ও সহচরীর অবতারণা কল্পিত।

ঢাকাবাসী স্বভাবতঃই সঙ্গীতপ্রিয়। এই জন্য পুস্তকের [illegible] কোন স্থানে অযথারূপে কতকগুলি সঙ্গীত সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পাঠকগণ ও সমালোচকগণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা অসুবিধা বোধ করিলে গানগুলি পরিত্যাগপূর্ব্বক পুস্তক খানা পাঠ করিবেন ও অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে অপযশের দায় হইতে মুক্তি দিবেন। ইতি—

নিবেদক
শ্রীগ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

গোসাঁইজি ভট্টাচার্য্য		চাঁদ রায় কেদার রায়ের গুরু।
চাঁদরায়	...	বিক্রমপুরান্তর্গত শ্রীপুরের রাজা।
কেদার রায়	...	ঐ রাজভ্রাতা, পরে রাজা
রঘুনন্দন		ঐ প্রধান মন্ত্রী।
শ্রীমন্ত খাঁ	...	ঐ দ্বিতীয় মন্ত্রী
কমলাশরণ	...	ঐ সেনাপতি।
রাজারাম	...	ঐ অন্যতম সেনাপতি।
কালুসেখ	...	ঐ সরদার।
মানসিংহ	...	বাদসাহের সেনাপতি, বঙ্গের সুবেদার
ঈশা খাঁ	..	স্বর্ণগ্রামের নবাব।
চাঁদগাজী	..	ভাওয়ালের নবাব।
গঞ্জালীস	...	পর্ত্তুগীজ দস্যু সরদার (গবর্ণর)।
ফ্রান্সীস	.	ঐ সহকারী, পরে কেদার রায়ের গোলন্দাজ সেনাপতি।
আরাকান পতি		আরাকানের রাজা।

পূজারি ব্রাহ্মণ, প্রহরিগণ, দূতগণ, সৈন্যগণ, প্রজাগণ, বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

বঙ্গেশ্বরী, মহামায়া।

কমলা (রাণী)	...	...	কেদার রায়ের স্ত্রী।
শ্রীমতী	...	..	শ্রীমন্ত খাঁর স্ত্রী।
কেদার মা	...	..	কেদার রায়ের ধাই মা।

সহচরীগণ ইত্যাদি

প্রস্তাবনা।

বঙ্গ-শ্মশান।

বঙ্গমাতা আসীনা—বঙ্গমাতার সখীগণ দণ্ডায়মানা,
চারিদিকে মৃতদেহ বিক্ষিপ্ত

গান

সখীগণ।—

গলিত বেশা   স্খলিত কেশা
দীনহীনা বিষাদিনী,
বঙ্গমাত, ধারা বহে দু'নয়নে
গ্রাসিবারে স্বাধীনতা রবি ব্যাদিত বদনে,
উদিত মোগল বিমল উজল বঙ্গ-গগনে,
সুখ শান্তি যত ছিল, সকলি ফুরা'য়ে গেল,
করাল কুটিল বিধানে।
রবি সম যত   সবে অস্তমিত
বঙ্গের সন্তানগণে,
কেহ নাহি আর   উদ্ধারিতে তার
এবে কেদার বিহনে,
সেও বুঝি যায়   হায়! হায়! হায়!
ভীষণ শ্মশানে

কেদার রায়

বা

বঙ্গের প্রকৃত শেষ বীর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শ্রীপুর রাজকক্ষ।

কেদার রায়, নবাব ঈশা খাঁ, শ্রীমন্ত খাঁ, রঘুনন্দন, রাজারাম
ও নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি —

নর্ত্তকীগণ।— গান

দরিয়ার বড়িয়া হাওয়া চলা
বাঙ্গালা তামাম ছায়ী ডালা
হিন্দু মুসলমান সবহি একোজান
সবি হাম দেল খোলা
আয়হে মেহেমান লাগাও ধুমধাম
হো কর্ মিল্ মিলা সবহি হো কর্ মিল্ মিলা।
আজু ফুর্ত্তিসে দেলকো হাসাও,
ঠুমকি ঠুমকি নাচকে জিয়া লোভাও,
দেখো চাঁদকি সনে চাঁদ মিলা

ঈশাখাঁ —বা-বা ক্যা মজা! বহুত আচ্ছা বহুত আচ্ছা।

কেদার —তোমরা সকলে নবাব সাহেবকে খুসী কর।

নর্ত্তকীগণ — গান

মিলি সব সখী ঠমকি ঠমকি
আও আও আও চলি আও
হেলকে দুলকে ঝমকে ঝমকে
ঝনা ঝং পায়েলা বাজাও॥
হাওয়ামে খেলাও ওড়না ওড়াও
রঙ্গ চালাও, হরদম রঙ্গ চালাও (প্রস্থান।

চাঁদরায়ের প্রবেশ ও সকলের উত্থান।

ঈশাখাঁ —আসুন, আসুন মহারাজ

চাঁদ —নবাব সাহেব! আপনার আগমনে যার পর নাই প্রীত হয়েছি। সকলেই যদি আপনার মত হ'ত তা' হ'লে আর চিন্তা ছিল কি? তা' হ'লে আজ বাঙ্গালা মোগলের পদভরে কম্পিত হ'ত না এক প্রতাপের সঙ্গে সকলেই প্রতাপ হীন হয়েছে

ঈশাখাঁ —সত্য, মহারাজ! আমরা এখনও সকলকে সমভাবে দেখতে শিখিনি এখনও আমাদের দেশে অস্পৃশ্যতা, পরশ্রীকাতরতা ও ভ্রাতৃ রিপুগুলি পূর্ণ বিক্রমে বিরাজমান। যে পর্য্যন্ত রিপু জয় করতে না পারব সে পর্য্যন্ত কোনই আশা নাই কিন্তু, এটা নিশ্চয় জানবেন যে, যে বীজ রোপিত হয়েছে তাহা কালে অঙ্কুরিত হ'য়ে শাখা প্রশাখা বিস্তারে বিশাল মহীরূহে পরিণত হবে

চঁাদ —না, খাঁ সাহেব, তা হচ্ছেনা। মোগল দরবারে একদল কুলাঙ্গার জুটেছে, যাবৎ তাদের নিপাত না হবে তাবৎ সকল আশাই বৃথা।

ঈশাখাঁ —আপনি নিরাশ হচ্ছেন কেন?

চাঁদ না খাঁসাহেব! নিরাশ হইনি, নিরাশ হব কেন? যাবৎ শ্বাস, তাবৎ আশ তবে—

ঈশাখাঁ —তবে কি মহারাজ?—

চাঁদ:—তবে কি? তবে শুনুন্। আত্মদ্রোহী, প্রভুদ্রোহী, পরপদলেহী দুরাচার কুলাঙ্গারদের ভয়—নইলে আর কা'কেও ভয় করিনা। ভবানন্দ—ওঃ ভাবতেও প্রাণ শিহরে। যার প্রতাপের অন্নে জীবন সেই শত্রুকে গৃহছিদ্র দেখিয়ে দিলে। খুড়তত ভাই, এক রক্তমাংস—শত্রু পক্ষে যোগ দিলে শত্রুকে আহার্য্যদানে সাহায্য করলে?—কি ভয়ঙ্কর!—কি ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতা!—এরা যে ঘরের ঢেঁকি কুমীর

ঈশাখাঁ —মহারাজ! বোধ হচ্ছে যে আপনি ও আপনার স্বগণ মধ্যে কাহাকেও সন্দেহ কচ্ছেন। আপনার দরবারেও ঢেঁকি ঢুকেছে!

চাঁদ —না খাঁ সাহেব, তা বলছিনা। তবে কিনা—দুনিয়ায় বিশ্বাস করি কাকে?—বিশেষতঃ এই পোড়া বঙ্গদেশে?—

ঈশাখাঁ —কেন? এরূপ হবার কারণ?

চাঁদ।—কারণ আর কি?—কারণ—এই বঙ্গদেশের আবহাওয়া। এই পোড়া বঙ্গদেশের আবহাওয়ায় যে কি এক নিদারুণ বিষমিশ্রিত রয়েছে তা বলতে পাচ্ছিনে এই দূষিত

আবহাওয়ায় 'বিলাস'কে জঞ্জালের মত বঙ্গদেশ হ'তে একেবারে দূর করে দিয়েছে।

শ্রীমন্ত —ঠিক বলেছেন মহারাজ! ভবানন্দের কথা —

রাজ —মহারাজ আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, হিন্দু শাস্ত্রও কিছু কিছু অবগত আছি,—শুধু শস্ত্র চর্চ্চায় এ জীবন অতিবাহিত হয় নাই। হিন্দু শাস্ত্র মতে 'রাজা' প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহার দর্শনে পুণ্য সঞ্চয় হয়। আজ আমি সেই প্রত্যক্ষ দেবতা মহারাজ চাঁদরায়ের সাক্ষাতে, ধর্ম্ম সাক্ষী করে এই প্রতিজ্ঞা কচ্চি যে, মহারাজের জন্য, এই বঙ্গদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করব—কিছুতেই বিশ্বাস নষ্ট করবো না। যদি করি, আমার সপ্তম পুরুষ যেন নিরয়গামী হয়।

রঘু —ব্রাহ্মণ!—এই গুণেই তোমরা সমস্ত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছ। যে পর্য্যন্ত তোমরা সত্যনিষ্ঠ ও পরহিত ব্রতে ব্রতী ছিলে, সমস্ত প্রলোভন, ও বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করে, এক মুষ্টি ভিক্ষামাত্র সার করে, বনভূমিকে আবাস ভূমি করে, সচ্চিদানন্দ ভগবানের পদে আত্মসমর্পণ করে, দেশের কল্যাণ চিন্তায় রত ছিলে, সে পর্য্যন্ত ভারতের অধঃপতন হয়নি; কিন্তু, যে দিন হতে ব্রাহ্মণ আচারভ্রষ্ট হয়েছে, পরার্থ চিন্তা ভুলে, স্বার্থ চিন্তাই জীবনের মূল মন্ত্র জ্ঞান করেছে, সেদিন হতেই ভারতের অধঃপতন আরম্ভ হয়েছে। ব্রাহ্মণ! তোমার শত সহস্র প্রণাম —তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম। মহারাজ! শুনুন, আমারও এই প্রতিজ্ঞা—প্রাণ দিব, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস জলাঞ্জলি দেব না।

শ্রীমন্ত ব্যতীত সকলে।—মহারাজ! আমাদেরও এই প্রতিজ্ঞা—প্রাণ দেব, বিশ্বাস দেব না।

শ্রীমন্ত —(স্বগতঃ) আমি কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা করতে পারবো না। আমার প্রতিজ্ঞা উৎসন্ন—সব উৎসন্ন দেব। (প্রকাশ্যে) আমিও দেব না।

চাঁদ —তোমাদের প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হ'লেম। বুঝলেম তোমরা যতদিন আছ শ্রীপুরের গৌরব—বিক্রমপুরের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে। এখন আর মোগলকে ভয় করি না। মানসিংহ —শত মানসিংহ এলেও আর চাঁদরায় কেদার রায়কে এঁটে উঠতে পারবে না। আজ হ'তে আমি নিশ্চিন্ত তোমরা খাঁ সাহেবকে সন্তুষ্ট কর। খাঁ সাহেব! তবে এখন আসি, কোন ত্রুটী গ্রহণ করবেন না, এ সবই আপনার, আপন মনে করে সব মার্জ্জনা করবেন।

ঈশাখাঁ —ত্রুটী গ্রহণ! সে কি, আমার আপনার ঘরে ত্রুটি!—মহারাজ! আপনি আমার জন্য চিন্তা করবেন না।

চাঁদ —তবে সেলাম খাঁ সাহেব।

ঈশাখাঁ।—সেলাম ভাই, সেলাম (চাঁদ প্রস্থান)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান সংলগ্ন পথ (শ্রীমন্ত প্রবেশ)।

শ্রীমন্ত।—অব্যর্থ প্রতিজ্ঞা—এ রাজ্যের বিনাশ সাধন। একটা চাল কলার পূজারি ব্রাহ্মণকে আমার সমকক্ষ করে, গোষ্টি-পতিত্ব প্রদান! এর প্রতিশোধ নিব, তবে ছাড়ব। শ্রীমন্ত

খাঁ।—ব্রাহ্মণ হয়ে বিধর্ম্মীর উপাধি ধারণ করেছি, অক্ষরে অক্ষরে তার সার্থকতা দেখাব, তখন বুঝবে কেমন শ্রীমন্ত খাঁ। —আমার অজ্ঞাতে, আমার পুত্রের সঙ্গে পুরন্দরীর মেয়ের বিবাহ দেওয়া—আমায় অপমান করা—প্রতিশোধ—অপমান প্রতিশোধ—এ ভীষণ প্রতিশোধে—সমস্ত বিক্রমপুর ছারখার হবে—শ্রীপুর ধ্বংস হবে—রাজবংশ নির্ব্বংশ হবে বৃদ্ধ রাজাই আমার কার্য্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায়। তাঁকে দেখলেই কেমন একটা মমতা জন্মে। না-ইবা হবে কেন?—তাঁর অন্ন জলেই এদেহ—কিন্তু, তা'হ'লে কি হবে?—যে আমার পৈত্রিক সম্মানে আঘাত করবে, হ'ক না সে শত উপকারী, তার প্রতিশোধ নিতেই হবে। শুধু তাও নয়—এ প্রতিশোধে আবার লাভ আছে,—কে জানে, এই সঙ্গে শ্রীপুরের রাজমুকুটটা শ্রীমন্তের মাথায় গড়িয়ে পড়বে না।

জনৈক ভিখারিণীর প্রবেশ

ভিখা।—বাবা! কিছু ভিক্ষা দাও না?

শ্রীমন্ত।—মর মাগী, এখানে ভিক্ষা?—য—যা—য, -ভিক্ষে শিক্ষে এখানে কিছু হবে না।

ভিখা।—বাবা! আজ তিন দিন অনাহারী বাবা।

শ্রীমন্ত।—আরে মল; এ মাগী ত' বড় জোগালে ভারে খেতে যদি চাস্ ত' এরাজ্য ছেড়ে অন্য রাজার রাজ্যে যা।

ভিখা।—সেকি কথা, বাবা! বাস্তুভিটে ছেড়ে কোথা যাব?

শ্রীমন্ত।—তবে যা—বাস্তুভিটের বসে মাটি খেয়ে মরগে' যা।

ভিখা।—হা-ঈশ্বর! আমাদের হবে কি?

শ্রীমন্ত।—হবে আবার কি?—হবে মরণ—আর হবে কি?

ভিখা —বাবা! তা' কই হয়?—তা'হ'লে ত' বাঁচতুম

(দুইদিক হইতে দুইদল ভিখারীর প্রবেশ)।

সকলে —মশায়! আমাদের কিছু ভিক্ষা দিন্।

শ্রীমন্ত।—তোরা কি জাত?

১ম।—আমরা মুসলমান

শ্রীমন্ত।—ব্যাটা মুসলমান হয়ে আমার কাছে ভিক্ষা চা'স্? জানিস্ আমি হিন্দু—আর এ হিন্দুর রাজ্য?

১ম —মশায়! রাজাত আমাদের তেমন নয়

শ্রীমন্ত —কি বলিস্ ব্যাটা—রাজা তেমন নয়?—তবে তোদের এ অবস্থা কেন?—রাজার কি হুকুম হয়েছে জানিস্?

২য়।—কি হুকুম হয়েছে, মশায়?

শ্রীমন্ত —হুকুম হয়েছে যে মুসলমানদের দেশ হতে তাড়িয়ে দাও, হিন্দু প্রজা বৃদ্ধি কর; মুসলমানের বাড়ী ঘর, জায়গা, জমি সব হিন্দুদের দান কর। হিন্দুর রাজ্যে হিন্দু প্রজা, মুসলমান কেন?

কালুসেখ —মশায়! মসকরা কচ্চেন ক্যান? আমাদের রাজাকে আপনি জানেন ত? সে দিন নিজে রাজা, আমাদের গায় মসজিদ তৈয়ারী করে দিয়েছেন। সে খবর মশায় জানেন না? হয় ত আমাদের দুঃখের কথা রাজার কাণেই যায় নাই।

৩য়।—ওরে থাম থাম। মশায়েরত দেখছি মুসলমানের প্রতি বড় দয়া, মশায়! না হয় দয়া করে আমাদের কিছু দিন।

শ্রীমন্ত।—(স্বগতঃ) এ ব্যাটাদের বিশ্বাস না ভাঙ্গতে পারলেত'

আমার কার্য্য সিদ্ধি হবে না। এ ব্যাটাদের বিশ্বাস ভাঙতেই হবে। রাজা অকাতরে দান করতে হুকুম দিয়েছেন তা' কথা হবে না, অথচ রাজাকে জানা'তে হবে অকাতরে দান কচ্চি। কিছু কিছু দান করব; হিন্দু মুসলমানে ইতর বিশেষ করব; আর—টাকা নিজের ঘরে বস্তাবন্দী করব।

৩য়—মশায়! কি ভাবছেন, দয়া করে কিছু দিন না!

শ্রীমন্ত—হাঁ। আমি তোদের ভিক্ষে দিই, আর আমার মাথাটা কাঁধ হতে নেবে পড়ুক

১ম—মশায়! দিন না—খোদা আপনাকে রক্ষা করবে।

শ্রীমন্ত।—সে হিন্দু হলে বে বা যেত

২য় দল।—মশায়! আমরা হিন্দু, আমাদের কিছু দিন।

শ্রীমন্ত।—আরে মল' এ আবার কি উৎপাত। তোরা আবার কোথা হ'তে এলি! যা-যা-যা—কেউ ভিক্ষে পাবি না।

সকলে।—দিন্ না মশায়! দিন না—

শ্রীমন্ত।—ওরে থাম্ থাম্, গোল করিস্ না। আচ্ছা তোরা আমার সঙ্গে আয়, দেখি তোদের কিছু দিতে পারি কিনা!

সকলে।—আপনার জয় হ'ক্—আপনার মঙ্গল হ'ক—

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিক্রমপুর রাজধানী—(দরবার)।

কেদার রায়, রঘুনন্দন, শ্রীমন্ত খাঁ, রাজারাম ইত্যাদি।

কেদার।—মন্ত্রি! রাজ্যভার অতি দুরূহ ব্যাপার
আগে নাহি জানিতাম পর-পীড়া-ক্লিষ্ট
শোকক্লিষ্ট অনিষ্ট যত প্রজাগণ
সদা আছে চাহি মোর পানে, থাকে যথা
সচন্দ্র কমল চাহি সূর্য্যমুখ পানে
একদৃষ্টে। প্রতিকার হীন আমি, তবু
পুনঃ পুনঃ কেন সবে আসে মোর পাশে?

শ্রীমন্ত।—যথার্থই মহারাজ! মূর্খ প্রজাকুল!

রঘু।—চপল বালক যায় পুনঃ পুনঃ, সদা
মাতার তাড়ণ উপেক্ষিয়া মাতৃক্রোড়ে
আশ্রয় পাইতে। কেন যায়, মহারাজ!
মাতার কোমল ক্রোড় আশ্রয় তাদের।

কেদার।—মন্ত্রিবর, মাতৃক্রোড়ে যায় শিশু, জানি
আশ্রয় পাইবে তথা; কিন্তু লালায়িত
এরা আশ্রয়ের তরে, শক্তি কোথা মোর
আশ্রয় দানিতে। ঘরে দুরন্ত মোগল,
বাহিরে দুরন্ত দস্যু ফিরিঙ্গি পামর
বল দেখি ভেবে, মোরা কেমনে রক্ষিব
দুঃস্থ প্রজাগণে? ছি! ছি! বঙ্গ জননীর

অযোগ্য সন্তান আমি, ধিক্ মোরে
অক্ষম রক্ষিতে যেবা গৃহ আপনার
রাজা।—ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রপাত, উল্কাপাত সদা
শত শত হইতেছে ভূধর শেখরে,
ভূধর কি বিকম্পিত তাহে কভু? তবে
মহারাজ! কেন তুমি আপনা আপনি
করিছ ধিক্কার?—প্রভো! প্রসাদে তোমার
নাডরে কাহারে কভু সম্মুখ সমরে
শর্ম্মা রাজারাম; কার সাধ্য ভীম গতি
রোধিতে তাহার?—শোন মহারাজ! জন্ম
ব্রহ্মবংশে; ব্রহ্মতেজ যা কিছু লভেছি
করেছি উৎসর্গ পরব্রহ্ম আদ্যাশক্তি
নারায়ণী পদে যুদ্ধে তাণ্ডব নর্ত্তনে
নাচিবার তরে—শত্রু উত্তপ্ত শোণিতে
পরা'তে অলক্ত ঐই অভয়া চরণে।
দশ মহাবিদ্যা সদা বিরাজিত যাঁর
ঘরে, তাঁর রণে বনে দুর্গমে কি ভয়?
করালিনী কপালিনী আমাদের পাছে
আছে সদা, জেন' মহারাজ নাহি ভয়।
জয় বঙ্গেশ্বরী—জয় বঙ্গেশ্বরী বলি
যবে সবে একপ্রাণে একটানে হবে
আগুয়ান—কোন শক্তি রোধিবে সে ভীম
গতি?—তুচ্ছ-অতি তুচ্ছ তৃণপ্রায় সব
দিবে ভাসাইয়া অতি দূর দূরান্তরে

খরস্রোতা স্রোতস্বিনী আবর্তে আবর্তে
পড়ি, তৃণদল ভেসে যায় যথা—কিম্বা
প্রবল বন্যায় অতি প্রবল প্লাবনে।

শ্রীমন্ত —(স্বগতঃ) উঃ। ব্যাটার আস্ফালন দেখ, ব্যাটা যেন কলিযুগের পরশুরাম।

কেদার —মহারাজ! তব সম, আর দুইজন
সহকারী হ'ত যদি, তুচ্ছ গণিতাম
এসব বিপদ জলে স্থলে সমভাবে
বেষ্টিত শ্রীপুর, কোন দিক মহারাজ,
করিবে রক্ষণ? চিন্তা—ঘোর চিন্তাজ্বরে
জীর্ণ শীর্ণ দিশাহারা উন্মত্তের প্রায়

শ্রীমন্ত —মহারাজ! বৃথা চিন্তা কেন কর তুমি
বুঝিতে না পারি দাও উন্মোচন করি
ধনাগার, মুক্ত হস্তে কর দান, সুস্থ
হ'ক দুঃস্থ প্রজাগণ বাদশাহ সনে
কর সন্ধি।

কেদার — সন্ধি?—বদ্ধ হ'য়ে অধীনতা
পাশে?—মৃত্যু—মৃত্যু শ্রেয়ঃ; তারচেয়ে
ধ্বংশ হ'ক চিরতরে শ্রীপুর নগর

শ্রীমন্ত —(স্বগতঃ) শ্রীপুর ধ্বংশ হবেনা। হ'তে যায় বংশটাই ধ্বংশ হবে থাকতে থাকবে শ্রীমন্ত খাঁ। বাবা! তেজ দেখ, তেজ ক'দিন?—

রঘু —শ্রীমন্ত! তুমি বল সন্ধির কথা!—ছি ছি বড় লজ্জা।

রাজা —সন্ধি!—হ'তে পারে, দস্যু ভূঞ ধরি যদি
চাহে ক্ষমা, তবে—নহে, রণ—ভীষণ—
রুধিরে রাঙিবে হবে শোণিত তর্পণ;—
ভীম-রণ যজ্ঞানলে শত্রুর শোণিতে
শত্রু-ছিন্নমুণ্ডে করে ভীষণ আহুতি
শবাসনা—মহাশক্তি মহামায়া পদে।
শোন, হে শ্রীমন্ত বঙ্গবংশে কুলাঙ্গার
তুমি, পাপ চিন্তা অহরহঃ হৃদে জাগে
তব মহারাজ দৃষ্টিহীন, তেঁই আজ'
প্রতিষ্ঠিত অমাত্যের পদে সন্ধি, ছি ছি!—

শ্রীমন্ত।—রাজারাম! সাবধান নাহি জান মোরে?—

কেদার —ছি, শ্রীমন্ত! একি কর, তুমি? শান্ত হও!
রাজারাম! এসময়ে আপনা আপনি
বিবাদ কি সমীচীন কভু?—ঐ দিবারে
স্বাধীনতা রবি হের শত্রুরূপী রাহু
দাঁড়াইয়া গৃহদ্বারে ব্যাদিত বদনে
হেনকালে আত্মদ্রোহ?—শান্ত হও সবে
দাও বুদ্ধি উপদেশ এঘোর বিপদে—
কিরূপে উদ্ধারি দেশ কহ এ মন্ত্রণা।

শ্রীমন্ত —(স্বগতঃ) আমি শ্রীমন্ত খাঁ আমায় চেননি রাজারাম! কি করব, রাজা সম্মুখে নইলে এখনই তোমায় দেখিয়ে দিতেম আমার সঙ্গে?—সবুর—বাবা—সবুর! সুদ চুকোয়ে দেব, তবে আমার নাম। রা—জা—রা—ম;—বাবা তোমার রাজাই যে কোথায় উড়ে যাবে টের পাচ্ছ না,

আবার রাজারাম—থাক বাবা থাক, এর প্রতিশোধ নিব তবে ছাড়্‌বো। (প্রস্থান)।

রাজা —মহারাজ!—

নিরখিলে মনোভাব অমাত্যের তব?—
হৃদয়-কৌটিল্য যত ক্রোধের আবেগে—
প্রকাশিত হৃদি ভেদি নয়ন বহিয়া;
যে র প্রতারণাময় হৃদয় গহ্বর
সুন্দর কুসুম ছন্ন ভুজগের মত।
সাবধান মহারাজ! রহস্য মন্ত্রণা—
কোন মতে ব্যক্ত যেন নাহি হয় ওর
কাছে ইচ্ছা,—এই দণ্ডে খণ্ড খণ্ড করি
ওর পৈশাচিক দেহ বিলাইয়া দেই
শৃগাল কুক্কুরে কিন্তু, কি করিব হায়—
নিষেধ তোমার —

কেদার — রাজারাম! জানি সব,
বুঝি সব, কি করিব? শ্রীমন্ত ত' নহে
সাধারণ, এ রাজ্যের মন্ত্রী গুপ্ত মন্ত্র
গুপ্ত পথ ঘাট সন্ধি অভিসন্ধি আদি
সমস্তই ভালরূপে আছে অবগত।
করহ বিবাদ যদি এবে তার সনে
যত চেষ্টা যত শ্রম সব পণ্ড হবে

রঘু —রাজারাম! আত্মদ্রোহ এ ঘোর সময়ে
সমূহ অনিষ্টকর; বাদ বিসংবাদ
নহে ভাল অতিক্রমী ধীরতার সীমা

কি ফল লভিবে বল? অতি ধীরভাবে
কৌশল আশ্রয়ে কর কার্য্য, হবে জয়ী
প্রতি কার্য্যে, প্রতি পদ-ক্ষেপে, প্রতিশ্বাসে,
শ্বাসে, রাখ দৃষ্টি খরতর সুচতুর
গুপ্তচর কর নিয়ে জন ভেঁদ পারে
গুপ্ত তত্ত্ব সাবধান;—শ্রীমন্ত দুর্দার। (ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য।—মহারাজ!—আরাকান রাজের দূত, আপনার দর্শন প্রার্থী, দ্বারে দণ্ডায়মান, বিশেষ প্রয়োজন

কেদার।—মন্ত্রগৃহে নিয়ে যাও তারে। (ভৃত্যের প্রস্থান)
যাও, সমাদর অভ্যর্থনা কর রাজদূতে (মন্ত্রী প্রস্থান)।
আরাকান রাজদূত, কিবা প্রয়োজন?—
(সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

কাল্লুসেখ ও প্রজাগণ প্রবেশ।

কাল্লু।—হা অদৃষ্ট মুসলমান হয়ে আজ এই দুর্দ্দশা, দস্যুতে সব কেড়ে নিয়েছে, সর্ব্বশান্ত হয়েছি মুসলমান—রাজাও ফিরে চায় না হিন্দুরা কত টাকা কত খাবার পেলে, আর আমাদের ভাগ্যে দু'পয়সা চার পয়সা।

২য়।—ওরে ভাই চল এদেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে যাই।

৩য়।—কোথায় যাব ভাই?

২য়।—যে দেশে হিন্দু রাজা নাই, হিন্দু রাজকর্ম্মচারী নাই

৩য়।—তা'তে আর কি হবে?—বরং এদেশে এক সুবিধা আছে জোর জুলুম নেই কিন্তু, অন্য দেশে বেজায় জবরদস্তী ধন, প্রাণ জেনান একবার নজর পড়লেই বস্

২য়।—তবু ভাই সেখানে দস্যুর অত্যাচার নাই, জোগাভোগ নাই। পেটেত খেতে পাব। এখানে যে শুকিয়েই মরতে হবে।

৩য়।—তবে এক কাজ কর; আর, সকলে রাজার কাছে যাই।—

কালু।—কাছে আর যেতে হবে না, সব খে ট্রা পাহারাওয়ালা, ওসব দে বে চোরের পাল্লায় পড়লেই শরকির খোঁচায় পেট ফুড়ে দিবে তারচেয়ে চল সকলেই পালাই

২য়।—তাই ভাল, দেখি, রাজা কাকে নিয়ে রাজ্য করে

৩য়।—ত যাবি ত, রাহা খরচ পাবি কোথা? খালি হাতেত আর পথ চলা যায় না

২য়। আরে ত র জন্য চিন্তা নাই শালা কাফেরদের মেরে খরচা যে গাড় করব।

৩য়।—হাঁ—ভাই বেশ কথা বলেছিস। তাতে দু'কাজই হবে, আহারও হবে পুণ্যও হবে

২য়।—হুঁ—কাফের মারলে পুণ্যি হয় নই কি?

কালু।—ছি, ওদের মেরে কি হবে? ওঁদের অপরাধ কি? তাদেরও যেমন মুস্কিল আমাদেরও তেমনি মুস্কিল। তারা ত আমাদের দিতে রাজাকে নিষেধ করে দেয় নি? আমাদের নসিবের লেখা, ভোগ ভুগতেই হবে।

৩য়।—ওরে কথায় বলে "রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট"

২য়।—ওরে ভাই চুপ্ চুপ্ ঐ দেখ কে আসছে।

৩য়।—আসুন না কেন, ভয় কি? এসে আমাদের কি করবেন।

বড় জোর না হয় জানটা নেবেন — জানের ভয় আর রাখ্‌ছিনে। আল্লা! তোমার মরজি! (রাজারামের প্রবেশ)।

রাজা —এ কি! কি হ'চ্চে, এখানে এত লোক জড় হয়েছে কেন? এত গোরগোল চেঁচাচেঁচি কেন?—

কালু —কেন, মশায়, গোরগোল করবনা কেন?—ক্ষিদে তেষ্টায় যাদের পেট শুকিয়ে যাচ্চে, ঘর দুয়ার অভাবে যারা স্ত্রীপুত্র নিয়ে গাছতলা সার করতে চলেছে, তারা চেঁচাবে নয়ত কি করবে?—

রাজা।—সে কি, তোমরা খেতে পাও না?—

২য় —হুজুর, দেখতে পাচ্চেন না?—খেয়ে খেয়ে পেট শুকিয়ে উঠেছে, নারিকেলের খোলা হয়ে দাঁড়িয়েছে, শরীর শুকিয়ে অস্থি চর্ম্ম সার হয়েছে, চোক্ দু'টো কোটরে ঢুকে পড়েছে

রাজা —তোমাদের কথার অর্থত কিছুই বুঝতে পারলেম না। হঠাৎ তোমাদের এ দশা হ'ল কেন বলতে পার?—

৩য় —মশায়! আপনাকে বল্লে কি হবে?—আপনি হিন্দু, আপনি কি প্রাণ ধরে আমাদের উপকার করতে পারবেন?—

রাজা।—সে কি! এরূপ কথা কেন বলছ ভাই?—এখন আর আমরা হিন্দুও নই মুসলমান ও নই; বঙ্গদেশ আমাদের জননী; আমরা সকলেই বঙ্গমাতার আদরের সন্তান আমাদের আবার হিন্দু মুসলমান দ্বৈধ ভাব কেন?— আমাদের রাজা গ্রামে গ্রামে হিন্দুর জন্য মঠ প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের জন্য মসজিদ তৈরি ক'চ্চেন — এমন রাজার রাজ্যে বাস করেও মনের দ্বৈধভাব গেল না, এ বড় আশ্চর্য্য!

১ম।—আঁ্যা—তবে কি এসব মন্ত্রী ব্যাটার চালাকি!—

রাজা —মন্ত্রী!—কি হয়েছে?—

৩প্র —কি হয়েছে?—শুহুন্, রাজা নাকি প্রজাদের খাবার ও ধন দেবার হুকুম করেছেন; তাই সকলে আশার আশায় এখানে উপস্থিত। মন্ত্রী সকলকেই যথেষ্ট আহার্য্য ও অর্থ দান করলেন কিন্তু মুসলমান বলে আমাদের একমুষ্ঠি চাল ও দুটী পয়সা মাত্র দিলে।

রাজা —প্রতিবাদ করলে না কেন?—

২প্র !—করেছিলুম, বল্লে, তোরা মুসলমান, আর কিছুই পাবিনে। তাই দুঃখে সকলে কঁদতে ছিলুম, হায় খোদা! হিন্দুও মানুষ আমরাও মানুষ তবে আমাদের এত দুর্দ্দশা কেন?—

রাজা —আর কিছু বল্লে?—

৩প্র।—হু বলেছে।—

২প্র —এই (নিষেধ ইঙ্গিতে)

৩প্র —কেন কিসের ভয়? কা'কে ভয়? প্রাণ খোয়াতেই ত বসেছি, আর ভয় কেন? শুহুন, মশায়! আমরা মন্ত্রীকে আবার কাকুতি মিনতি করে বল্লুম, মশায়! আর কিছু কিছু দিন, নইলে একেবারে মারা যাব তাতে ব্যাট বল্লে কি না, সুখেই যদি থাকবি, খেতেই যদি পাবি ত মুসলমান রাজ্য যাবে কেন? যা-যা ব্যাটারা কিছুই পাবিনা হিন্দুর রাজ্যে হিন্দুর আদর। যদি ভাল চা'স ঘর দোর ভেঙ্গে মুসলমান রাজ্যে গিয়ে বাস কর, সুখে থাকবি। এই বলে সে ব্যাটা চলে গেল, এখন বলুন দেখি মশায়! আমাদের অপরাধ কি?

রাজা।—না,—কোন অপরাধ নাই। আচ্ছা, আমি তোমাদের একমাসের খোরাক আর নগদ দশ টাকা দিচ্ছি, তোমরা

সকলে আমার বাড়ী যাও' গিয়ে, কোন ভয় নাই আমি পরে যাচ্ছি।

সকলে —জয় রাজা ঠাকুরের জয়—জয় মহারাজের জয় (প্রস্থান)।

রাজা।—সর্ব্বনাশ! এসময়ে না এলেত' সবদিকেই মঙ্গল হয়েছিল আর কি?—মন্ত্রি! এত নীচ তুমি? এত নীচ আশা হৃদয়ে পোষণ কর তা' জানতেম না। বিশ্বাসঘাতক! এই তোমার কাজ?—ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করে হেন নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছ? এই কি মনুষ্যত্ব?—এই কি মহত্ত্ব?—ছি-ছি ছি! প্রজাদিগকে বিদ্রোহে মাতাতে চেষ্টা ক'চ্চ?—না তা' পারবে না—কখনই পারবে না। ভগবান আছেন ঈশ্বর আছেন দয়াবান! নিশ্চয় জেন' তোমার আশা কখনই পূর্ণ হবে না। (প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান

কমলা ও সহচরিগণ।

সহচরিগণ — গান।

দেখ সহচরী, মোহন মাধুরী, তরুতলে।
হাসছে কেমন মধুর হাসি,
ফুলের হাসে লাজ দিলে
উজল কান্তি বিজলি বরণ
নাচিছে আঁখি খঞ্জন যেমন ॥

বসন ভূষণ নয়ন রঞ্জন
নাসায় মুকতা মরি কি দোলে — প্রস্থান

(কেদাররায়ের প্রবেশ)

কেদার —আজ, আয় চিত্ত বল, পেয়েছি কমল!
মহামায়া আশীর্ব্বাদে। যে কার্য্য সাধন
একাকী করিতে হ'ত, মায়ের প্রসাদে
সুযোগ ঘটিল তাহে আরাকান পতি
দ সবারে জলদস্যু ফিরিঙ্গির দল
চাহে আনুকুল্য মোর কি মহাসুযোগ!—

কমলা।—মহারাজ! কেন এত বিষাদিত আজ?—
গভীর চিন্তার রেখা কেন হে অঙ্কিত
বদন মণ্ডলে নাথ? হায়! যে বদনে
খেলিত সতত স্নিগ্ধ কৌমুদী-সুষমা
কেন নিদারুণ চিন্তা রাহুর গরাসে
আজি, কবলিত তাহা? শৌর্য্য বীর্য্য সব
বিসর্জ্জন দিয়ে ঘোর অশান্তি সাগরে
ভাসিতেছ কর্ণহীন তরণীর প্রায়—
বল, নাথ! কিবা হেতু?—

কেদার — — — দস্যু অত্যাচারে,
ততোধিক ক্ষুধার তাড়নে, উৎক্রান্ত
প্রজাগণ চিন্তা যার নিত্য সহচর,
নহে অসম্ভব তার বিষণ্ণ বদন

কমলা।—নাথ! দুঃস্থ প্রজাগণে, সুস্থ করিবারে
করেছ উপায়?—

কেদার — প্রিয়ে! প্রতিকার হীন
আমি।

কমলা — প্রতিকার হীন!—কেন প্রতিকার
হীন?—নাহি কি রাজকোষে?—যদি হয়,
লও মম অলঙ্কার অকাতরে দীন
প্রজাগণে কর দান, তুষ্ট হ'ক সবে।
আহা অনাহারে কত কষ্ট পাইতেছে,
তারা, পুত্র পরিবার ল'য়ে নিশিদিন।
বিলম্ব কর না, যাও, যাও হে সত্বর

কেদার।—সামান্য এ অলঙ্কারে কি হবে আমার?—
মিটিতে সকল বাসী তৃপ্তি কি সম্ভবে
কভু। হবে হাহাকার প্রতি ঘরে ঘরে।

কমলা —শ্রীপুর ঈশ্বর-পাশে সামান্য সম্ভব
কিন্তু, জেন' মহারাজ! বিনিময়ে মম
অলঙ্কার লক্ষ মুদ্রা নহে অসম্ভব
সম্ভব সামান্যা নিজে, সামান্যা ধরণী
নহি কিন্তু মহারাজা তব দত্ত, আর
বিবাহ-যৌতুক আদি যত অলঙ্কার
আছে, সব দিব আমি প্রজার কল্যাণে।
মিনতি চরণে, অবহেলা ক'রও না
প্রার্থনা আমার

কেদার — — সত্য, নহে অসম্ভব
নিরাভরণা তোমায় হ'তে হবে কিন্তু

কমলা।—ক্ষতি কিবা তাহে? যদি যায় অলঙ্কার

হবে পুনঃ; কিন্তু অনাহারে প্রজাগণ
হয়ায় জীবন যদি, পুনঃ ফিরে তাহা
পাবে কি স্বামিন্. কেবা প্রজা—কেবা পুত্র?

প্রজা-পুত্র। মাতা হ'য়ে, তুচ্ছ অলঙ্কার
লোভে, প্রাণ ধরে, দেখিব অনাহারে
পুত্রের নিধন?—কভু নাহি হবে তাহা
লও অলঙ্কার কর নিবারণ যত
অভাব প্রজার। মোর জন্য নাহি চিন্তা,
রক্ত সূত্র বাঁধি হাতে এয়োতি রক্ষিব (অলঙ্কার উন্মোচন)

কেদার।—প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও তব অলঙ্কার নাহি
প্রয়োজন থাকিতে শ্রীপুরলক্ষ্মী ঘরে
মরিবে সন্তান তার ক্ষুধার পীড়নে?
অসম্ভব, নাহি ভয়; রাজকোষ
মুক্ত আজি; রাজারাম দুঃস্থ প্রজাগণে
অকাতরে বিলাইছে শ্রীপুর ভাণ্ডার,
নিত্য অফুরন্ত যাহা কমলা কৃপায়।
(চিবুক ধরিয়া সহাস্যে)
ধন্য আমি, যার ঘরে কমলা অচলা। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কালী মন্দির প্রাঙ্গণ।

কেদার মা ও পূজারীর প্রবেশ

পূজা।—হাঁ দেখ, তুমি বল্লেই হবে। যদি এ কাজ কর্‌তে পার, তোমার অনেক পুণ্য হবে

কে-মা —করতে পারে কি। নিশ্চয়ই করুক সে কাকে জলদান করবে, আদর না করবে, তবে ত রাজা; নইলে কিসের রাজা? আর কেদার আমার তেমন নয়। তাকে যা বলব, সে তাই করবে। আর নাই বা করবে কেন?—কেমন লোকের শিক্ষা?—কেদার মার শিক্ষা।

(গান করিতে করিতে কতকগুলি বালকের প্রবেশ)

বালকগণ — গান

শিখেছি নূতন খেলা মা-মা-মা বলা।
নেচে নেচে কুতূহলে ধরে সবে সবার গলা।
মুখ ভরা ঐ 'মা' নামটী, মায়ের নামে বসি উঠি।
ভুলিস্ নিরে ও ভোলা মন, মা মা-মা মা বলা।
মায়ের জগত মায়ের সংসার
মা বিনে তাই কিছু নাই আর,
মা'র নামটী সুধা ভরা, কর পান ঘুচবে জ্বালা।

১বা।—ঠাকুর মশায়। প্রাতঃপ্রণাম।

পুরো।—ব্যাটা দিনের বেলা প্রাতঃপ্রণাম? ঠাট্টা, আমার সঙ্গে ঠাট্টা? র' ব্যাটারা, তোদের মজা দেখাচ্ছি।

২বা।—ঠাকুর মশায়! চটেন কেন? ঘাট হয়ে থাকে, বলে দাও না।

পুরো।—তুই আবার কেরে ব্যাটা?

৩বা।—আজ্ঞে, ওটাই দলের জ্যাঠা।

পুরো।—আর তুই ব্যাটা বুঝি পাঁঠা?

৪বা।—ঠাকুর দাদা। কাঁঠ লের আঁঠা।

পুরো।—মর্ শালার ব্যাটা শালারা, আমায় কি পাকা কলা পেলি?

সকলে —ঠাকুর মামা। পাকা কলা—ঠাকুর মামা। পাকা কলা।

কে-মা।—তবে রে বিট্‌লেরা, বামুনের সঙ্গে ঠাট্টা? বের—বের, নইলে এখনি ঝেঁটিয়ে দিব। বের-বের শিগ্‌গীর।

১বা —ওরে, এ আবার কেরে?

পুত্র এখন পালাই বাবা, আমায় ছেড়ে কেশার মাকে ধরেছে। (প্রস্থান)।

২বা —ওরে এযে রাজবাড়ীর ধাই মা—কেশার মা

৩বা।—কি বুড়ী, মার্‌ব নাকি?

৪বা —বুড়ী চারটি মুড়ি

কে-মা।—দেখেছ, একটু একটু ছেলেগুলির জেঁকোমো দেখেছ? র'স্ মজা দেখাচ্ছি (লাঠি নিয়ে তাড় ও বালকগণের ইতস্ততঃ ধাবন ও হাত তালি দিতেদিতে)

বালকগণ —কেশার মালো, কেশার মা

তোর কেশা, ত' বাঁচবে না।

লাফ পাড়বে চিবুকে চল্

কেশ বাঁচবে চিরকাল

১বা —ওরে, ওরে অই দেখ রাজা আসছে, পালা—পালা।

(বেগে প্রস্থান ও সকলের তৎপশ্চাৎ প্রস্থান)

(কেদার রাং মন্ত্রী ও রাজারামের প্রবেশ)

কেদার —ধাই মা। এখানে কি কচ্চিস্?

কে মা।—এই ছোঁড়াগুলিকে শাসন কচ্চিলুম। ছোঁড়াগুলি যখন তখন ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে লাগে, তাই ওদের শাসন কচ্চিলেম যে, আর এমন কাজ না করে।

কেদার।—ওদের মেরেছিস্ নাকি?

কে-মা।—মারতে হবে কেন? কেদার মা'র চ'খ দেখলেই সকলে ভিরমি যায় তা' থাক্‌,বাবা! আমার একটি কথা রাখতে হবে

কেদার —কি কথা, ধাই মা?

কে মা —ঠাকুর মশা'দের গ্রামে ভাল পুকুর নাই, জলের বড় কষ্ট সেই গ্রামে যদি একটা ভাল পুকুর কাটিয়ে দাও।

কেদার।—মন্ত্রি! ধাই মা'র আশা পূর্ণ কর। ধাই মা'র নামে পুকুরের নামাকরণ করে, ধাই মা'র দ্বারা উৎসর্গ করাও ধাই মা! কত বড় পুকুর?

কে মা।—আমি নাগে'মে যতদূর হেঁটে যেতে পারব।

কেদার —আচ্ছা, তাই হবে, এখন যাও (কে-মার প্রস্থান) ওকি! দিনের বেলা প্রজ্বলিত মশাল হস্তে ও কারা আসে? —রাজারাম, দেখত বিষয় কি?—(রাজ-প্রস্থান)।

নেপথ্যে —জয় মহারাজের জয়! জয় মহারাজের জয়!

কেদার।—মন্ত্রি! ব্যাপার ত' কিছুই বুঝতে পারছিনা।

(রাজারাম ও প্রজ্বলিত মশাল হস্তে প্রজাগণের প্রবেশ)

রাজারাম! বিষয় কি?—

রাজা।—মহারাজ!—এরা সব উৎপীড়িত প্রজাগণ, আপনার নিকট কি নিবেদন কত্তে এসেছে

কেদার।—বটে, তোমাদের যা' বলবার আছে অনায়াসে বলতে পার কিন্তু দিনের বেলা মশাল জ্বালাবার রকম ত' কিছুই বুঝতে পারলেম না

কালু।—মহারাজ!—অত্যাচারের মাত্রা এত বৃদ্ধি হয়েছে যে, দিনের বেলায় প্রখর সূর্য্যের আলোতেও আমরা চ'খে দেখতে পাই না তাই প্রজ্বলিত মশাল হস্তে আপনার

নিকট উপস্থিত হয়েছি। হয় প্রতিকার করুন নয় আপনার সৈন্যদের হুকুম করুন, গুলি করে যন্ত্রণার শেষ ক'রে দিক্।

সকলে —দোহাই মহারাজ!—প্রতিকার করুন, প্রতিকার করুন; খেতে দিন্—খেতে দিন্

কেদার।—তোমরা রাজ সরকার হ'তে কোন দান পাওনি?—শ্রীমন্ত খাঁ তোমাদের যত্ন করেনি?—

কালু —শ্রীমন্ত খাঁ?—শ্রীমন্ত খাঁ?—দোহাই মহারাজ, সে ব্যাটার নাম করবেন না, সে ব্যাটার নামে আমাদের রক্ত গরম হ'য়ে উঠে। ব্যাটার কাছে ভিক্ষা চাইনুম্, মুসলমান ব'লে তাড়িয়ে দিলে। সে ব্যাটা-চামার,—হারাম—সে কখনও বামুণ নয়। সে ব্যাটা বলে কি না—রাজার হুকুম, সব মুসলমান দেশ হ'তে তাড়িয়ে দাও, হিন্দুর দেশে মুসলমান কেন?—হাঁ, মানুষ বলি এই বাবা ঠাকুরকে;—খেতে দিয়ে আমাদের জান বাঁচিয়েছে। আপনার দেখা পাবার কৌশল বলে দিয়েছে সেলাম বাবাঠাকুর! তোমায় শত শত সেলাম।

কেদার।—রাজারাম!—

রাজা —মহারাজ!—

কেদার —কি, বিষয় কি?—

রাজা —মহারাজ! সবইত শুনলেন, আর জিজ্ঞাসা কেন?—

কেদার।—মন্ত্রি! শ্রীমন্তের তত্ত্ব কর।

রঘু।—ওরে কে আছিস্, খাঁ সাহেবকে তলপ দে। (স্বগতঃ) শ্রীমন্ত তোমার এই কাজ!—তুমি ব্রাহ্মণ কুলে কুলাঙ্গার কখনও ব্রহ্মপদবাচ্য হবার উপযুক্ত নও ধিক্ ধিক্, তোমায় শত ধিক্।

কালু।—মহারাজ! হুকুম করুন, সে চামারকে দণ্ডির আগে ক'রে এনে হাজির করি।

কেদার।—সকলে শোন, তোমাদের রাজা হিন্দু এবং তোমরা ভুলে যাও হিন্দু মুসলমান নাম সকলের মন হ'তে দূর করে দাও। আমাদের বঙ্গদেশে জন্ম, বঙ্গভূমি আমাদের জননী সেই সূত্রে আমরা সকলেই এক জাতি বাঙ্গালী—জাতি ভাই—তবে আমাদের আবার হিন্দু মুসলমান কি? —আমরা সমস্তেই এক। তোমরা কখনও মনে কোরোনা যে, হিন্দু আমার আদরের মুসলমান নয়। আমার উভয়ই সমান। জাতি নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুসারে রাজকার্য্যে সকলেরই তুল্য অধিকার থাকবে।—সমস্ত রাজ্যময় ঘোষণা করে দাও, যে, যাহার যে কোন অভিযোগ নিজে এসে আমাকে জানা'বে। দৌবারিকদের বলে দাও, দরবারে আসতে প্রজাদের বাধা না দেয়। তুমি এদের সঙ্গে করে নিয়ে যাও, রাজকোষ হ'তে ধন নিয়ে যার যে অভাব মোচন কর। ধাই মা'র নামে দিঘী খনন কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ কর, অনেক লোকের অন্ন হবে। উপস্থিত প্রজাগণ মধ্যে যদি কেহ খনন কার্য্যে ব্রতী হতে চায়, নিযুক্ত কর, কিম্বা যদি কেহ রাজ সরকারে কার্য্য প্রার্থনা করে, যোগ্যতা বোধে নিযুক্ত কর। গ্রামে গ্রামে তত্ত্ব নাও অভাব মোচন কর। সাবধান, প্রজাগণ যেন কোন অসুবিধা ভোগ না করে।

সকলে।—জয় মহারাজের জয়, জয় মহারাজের জয়।

কেদার।—তোমার নাম কি?—

কালু।—আমার নাম শ্রীকালু সেখ।

কেদার।—তুমি কি কাজ জান?

রাজ।—মহারাজ! তলোয়ার খেলায় ও বড় ওস্তাদ

২য়।—আজ্ঞে ও আমাদের গ্রামের সর্দার

কেদার।—বটে, রাজারাম একে তোমার সঙ্গে নাও, সৈন্য বিভাগে কাজ দাও। যাও, তোমরা সকলে মন্ত্রীর সঙ্গে যাও।

(প্রস্থান)। (সকলের জয়ধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান)।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্র কক্ষ।

শ্রীমন্ত খাঁর প্রবেশ।

শ্রীমন্ত।—আমার আবার তলপ কেন?—কিছুই ত বুঝতে পারছি না। কোন সন্দেহ করেছে কি?—না—তা কেমন করে হবে?—যে ভাবে কাজ ক'চ্চি কা'র সাধ্য বোঝে? প্রজাদের এক রকম বিদ্রোহী করেছি, হিন্দু মুসলমানে ভেদ বুদ্ধি জন্মে দিয়েছি অতি শীঘ্রই তার ফল ফলবে। নবাব ঈশা খাঁ মোগল বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করেছে। আমিও সেই পক্ষ কিন্তু অতি গোপনে। প্রকাশ্যে কেদার রায়ের নিতান্ত অনুগত, অতি বিশ্বাসী। রাজকোষ শূন্য করতে হবে, নৈলে কাজ হবে না। অর্থ বল বড় বল "অর্থস্য সর্বে বশাঃ" অর্থই ত আবার অর্থই যত অনর্থের মূল। অর্থের জন্যই বাছাকে আঁধার দেখতে হবে। মানসিংহকে ত' হাত করেছি; পর্তুগীজ গঞ্জাসাহেবকে হাত করতে হবে—নৈলে কার্য্য সিদ্ধি হবে না। (রাজারামের প্রবেশ)

রাজা —খাঁ সাহেব!—

শ্রীমন্ত —কেন? রুদ্র মূর্ত্তি যে?—

রাজা —রুদ্র মূর্ত্তি কেন? তোমার বধের জন্য রুদ্র মূর্ত্তির কারণ খুঁজে পাও না!—কৃতঘ্ন—বিশ্বাসঘাতক!—

শ্রীমন্ত —সাবধান রাজারাম—সাবধান।

রাজা —আমায় সাবধান?—ভেবেছ কুক্কুর!—দেখি কে তোকে রক্ষা করে (অসি নিষ্কোষিত করিয়া কাটিতে উদ্যত)

শ্রীমন্ত।—(একটু সরিয়া) রাজারাম! থাম, শোন

রাজা —কি শুনব, পামর তোর কোন কথা শুনতে চাই না।

শ্রীমন্ত —রাজারাম! নিরস্ত্র জনে অস্ত্র ঘাত করা বীরের ধর্ম্ম নয়

রাজা —ধর্ম্ম!—ধর্ম্ম কথা উচ্চারণ করিতে লজ্জা হয় না? যে কৃতঘ্ন হীন, প্রবঞ্চক বিশ্বাসঘাতক তার মুখে আবার ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি?—ধর্ম্ম বীরের কাপুরুষে বীরধর্ম্মের কি জানে?—জিজ্ঞাসা করি, গোপনে বিদ্রোহ করা বীরের ধর্ম্ম?—বিশ্বাসঘাতকতা বীরের ধর্ম্ম?—প্রতিপালকের অনিষ্ট চেষ্টা, রাজদ্রোহিতা, প্রভু-দ্রোহিতা বীরের ধর্ম্ম?— কৃতঘ্ন ধর্ম্মের নাম উচ্চারণ করে তার পবিত্রতা নষ্ট করো না। হোঃ-হোঃ-হোঃ—ধর্ম্ম! পিশাচের আবার ধর্ম্ম! নিরস্ত্র জনে অস্ত্রাঘাত করা ক্ষত্রিয়ের নিষিদ্ধ আমি ক্ষত্রিয় নই—আমি সে ধর্ম্ম মানি না।

শ্রীমন্ত —আমি ব্রাহ্মণ—

রাজা —হোঃ-হোঃ-হোঃ—ব্রাহ্মণ কে ব্রাহ্মণ—তুই! ছি ছি! ধিক্ ধিক্-শত ধিক্ তোরে ব্রাহ্মণ—পরিচয় দিতে লজ্জা হয় না। এই কি ব্রাহ্মণের পরিচয়?—বিধর্ম্মীর আশ্রয়

লাভ করে যে "গৌরবে" আত্মহারা, তার অনুরূপ কার্য্যই করেছ। ছি! ছি! কি ঘৃণা! তোর মত নারকীর জিহ্বায় ব্রাহ্মণ নাম উচ্চারিত হ'লে সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতির উপর কলঙ্ক স্পর্শ হয় ও পবিত্র নাম আর উচ্চারণ করোনা নারকী,—স্বজন,—বিশ্বাসঘাতকের সহিত আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কি?—পদাঘাতে কুক্কুরের ন্যায় তোকে হত্যা করব। (মারিতে উদ্যত ও রঘুনন্দনের প্রবেশ)।

রঘু—কি কর—কি কর রাজারাম! ব্রহ্মহত্যা করোনা—ব্রহ্মহত্যা করোনা

রাজা—কে ব্রাহ্মণ?—ঐ নরপিশাচ যদি ব্রাহ্মণ—তবে চণ্ডাল কে?—ও চণ্ডাল হ'তেও অধম ওকে বধ করায় কোন পাপ নাই (শ্রীমন্তের পলায়ন ও পশ্চাৎ২ রাজারামের প্রস্থান)।

রঘু—হায়, বঙ্গের কি দুর্দ্দশা। কোথায় সকলে একত্র হয়ে, এক প্রাণ হয়ে দেশ উদ্ধারের চেষ্টা করবে;—না, নিজেরা নিজেরাই আত্মদ্রোহে মত্ত আত্মাভিমানে দিশাহারা হ'য়ে একে অন্যের অনিষ্ট করতে অবসর খুঁজছে হায়! যা'রা পরমুখাপেক্ষী, পরপদদলিত, পরাধীন জাতি যা'দের একটি উঁচু কথা বলবার শক্তি নাই, তা'দের আবার অভিমান কেন?—তা'দের আবার হিন্দু মুসলমান দ্বৈধ ভাব কেন? উচ্চ ও নীচ এ ভাব কেন? উচ্চ নীচ কি?—সকলেই হিন্দু সকলেই মুসলমান, সকলেই উচ্চ সকলেই নীচ হায়! এই সাম্যভাব কা'রও অন্তরে স্থান পায় না বঙ্গদেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, বঙ্গমাতার নিতান্ত দুরদৃষ্ট তাই বঙ্গসন্তানের দ্বৈধ ভাব, বিদ্বেষ ভাব বোধ হয় বঙ্গমাতার অদৃষ্টে

চির নিগড় বিধির বিধান তাই গৃহ শত্রুর আবির্ভাব হায়! বঙ্গেশ্বরি আর কত সহ্য করবে? (কেদার রায়ের প্রবেশ)

কেদার—মা! কি করলি! বড় সাধে বাঁধ সাধলি। মা! তোর অভয় চরণ ভিন্ন আমি যে আর কিছুই জানি না। মা!—মা হয়ে পুত্রের হৃদয়ে শেলাঘাত করলি? সমস্ত আশা ভরসা নিঃশেষ করে দিলি? মা! আমি যে তোরই মোহন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, তোর লোলজিহ্বা সমন্বিতা বরাভয়াসিকরা, আলুলায়িতকেশা রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করে, সমস্ত হিন্দু মুসলমানকে একসূত্রে, এক জাতীয় জীবনে অনুপ্রাণিত করে, বঙ্গে চির স্বাধীনতার দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে অগ্রসর হয়েছিলেম,—তার কি এই প্রতিদান দিলি? মা, ইচ্ছাময়ি! মুসলমানকে যে, আমার প্রাণ হ'তেও বেশী দেখতেম, বেশী আদর করতেম তার জন্যই কি হৃদয় ভেঙ্গে দিলি?—আজ হিন্দু যদি এ কাজ করত—বিশ্বাস-ঘাতকতা করত'—তবে এত ব্যথিত হতেম না যে করত' শুধু তাকে দূর করে দিলেই হ'ত, কিন্তু, মা! আজ যে আমি সমগ্র মুসলমান জাতির বিশ্বাস হারা'তে বসেছি, মুসলমানকে বিশ্বাস করতে যে, আর প্রাণ চায় না।—মা—মা! কি করলি?—আমার দুটী বাহুর একটি বাহু ভেঙ্গে দিলি? মা! এই কি মা'র মত কাজ করলি?—মা! ইচ্ছাময়ি! হিন্দু মুসলমান পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ হয়ে হিংসা দ্বেষ বিসর্জ্জন দিয়ে, একসূত্রে গ্রথিত হ'য়ে এক প্রাণে, এক জাতীয় জীবনে অনুপ্রাণিত হ'য়ে, এক শুভ মন্ত্রে দিক্ষিত হ'ক,—একি তোর ইচ্ছা নয়, মা! যদি তোর ইচ্ছাই

না হয়,—তবে আমায় আমার মোহনে প্রণোদিত করলি কেন? না—না-মা —তোরত সে ইচ্ছা নয় তোর সে ইচ্ছা হ'লে একই হস্তের পাঁচটী অঙ্গুলি পাঁচ রকমের হবে কেন? না তোর সে ভাব নয় তোর সে ভাব হ'লে, আজ এ ষড়চক্র ভেদ হ'ত না—আমার চক্ষু ফুটত' না এক ঈশা খাঁ গেছে, শত শত ঈশা খাঁ আমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আর কা'কে ভয়। মা-মা! আমার মনের ময়লা দূর করে দে, আমার পূর্বভাব আমায় ফিরিয়ে দে, আমার কামনা সিদ্ধি হ'ক

রঘু—একি মহারাজের এ ভাব কেন?—মহারাজ!—

কেদার—কেও মন্ত্রী মন্ত্রী,—সর্বনাশ হয়েছে —আমার দুটী বাহুর একটি বাহু ছিন্ন হ'য়ে গেছে

রঘু—সে কি মহারাজ—

কেদার—নবাব ঈশা খাঁ আমাদের ত্যাগ করেছে

রঘু—আঁা নবাব সাহেবকে যে, অতি সরল বিশ্বাসী বলে জানতেম

কেদার।—আর জানতেম।—মন্ত্রি! শুধু এক ঈশা খাঁর জন্য চিন্তা করিনে; আমার যে আজ সমস্ত জাতির প্রতি সন্দেহ হ'চ্চে কি জানি—যদি তারা নবাবের পথ অনুসরণ করে?—তবে যে, কি হবে বলতে পারি না। যদি তা'রা বিচলিত না হয় তবে এক ঈশা খাঁ কি?—শত শত ঈশা খাঁকেও ভয় করি না হায়, নবাব! অবশেষে বন্ধুতার এই পরিচয় দিলে?—

রঘু—মহারাজ! চিন্তা করবেন না একের জন্য সকলের

বিশ্বাস হারাবেননা পৃথিবীতে সব সমান নয় এই পৃথি-বীতে আলোও আছে আঁধারও আছে, রৌদ্রও আছে মেঘও অ ছে, বিষও আছে অমৃত ও আছে, যা' চা'বেন তা'ই পাবেন তবে আমাদের সামঞ্জস্য করে গুছিয়ে নেওয়া চাই।

(শ্রীমন্তকে বন্ধন করিয়া লইয়া রাজারাম প্রভৃতির প্রবেশ)।

কেদার।—একি!—রাজারাম! এ সব কি?—

রাজা —মহারাজ! এই পাপিষ্ঠ ব্রহ্মণ কুলাঙ্গার গোপনে মানসিংহের সহিত ষড়যন্ত্র ক'চ্চে। নবাব ঈশা খাঁর মন ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে, বিপক্ষ দলভুক্ত করেছে প্রজাদিগকে বিদ্রোহে মাতাবার চেষ্টা ক'চ্চে, দানের ছলনা করে রাজকোষ হ'তে ধন নিয়ে নিজের উদর পূরণ ক'চ্চে আপনার আদেশের অপেক্ষা, তাই পাপিষ্ঠ এখনও জীবিত; নৈলে এতক্ষণ ওর পৈশাচিক দেহ শৃগাল কুক্কুরের উদরে পরিপক্ক হ'ত। মহারাজ! আর সহ্য হয় না, আদেশ করুন, পাপিষ্ঠের মাথাটা কাঁধ হ'তে নাবিয়ে দি।

কেদার।—রাজারাম! শান্ত হও শ্রীমন্ত! তোমার কি এই উচিত? তুমি না ব্রাহ্মণ! তোমাদের আদর্শেই না ভারত চালিত?—তোমরাই না সর্ব্বোচ্চ জাতি?—যে জাতি, সকল স্বার্থ সকল প্রলোভন মল মূত্রের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করে, বন আশ্রয় করে, শুধু এক মুষ্ঠি ভিক্ষা নিজেদের জন্য রেখেছিল, সেই পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করে তোমার এ ঘৃণিত ব্যবহার কেন?—শ্রীমন্ত,—বংশের মর্য্যাদা, বংশের গৌরব ভুল'না। ব্রাহ্মণ হ'য়ে, শাস্ত্রকার হ'য়ে, শাস্ত্রের মর্য্যাদা, নিজেদের মর্য্যাদা নষ্ট করো না। তোমরাই বলেছ,—

ন ভারাঃ পর্ব্বতাভারাঃ, ন ভারাঃ সপ্তসাগরাঃ।
নিন্দুকশ্চ মহাভারা ভারা বিশ্বাসঘাতকাঃ

আবার বলেছে,—

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতকঃ।
তে সর্ব্বে নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ

শ্রীমন্ত! এমন কাজ করোনা, যা'তে চির নরকের পথ প্রশস্ত হয় অধিক আর কি বলব?—তুমি ব্রাহ্মণ;—ব্রাহ্মণ অবধ্য (শ্রীমন্তের বন্ধন খুলিয়া দিয়া) যাও, তোমায় ক্ষমা করলেম শ্রীমন্ত, মন পরিবর্ত্তন কর, এখনও আমি তোমায় কোলে করতে প্রস্তুত আছি শ্রীমন্ত, সব ভুলে যা'ও, দেশের হিত সাধনে রত হও, হৃদয়কে দৃঢ় কর

শ্রীমন্ত—(স্বগতঃ) ভুলে যাব, কি ভুলব? সব ভুলব—কিন্তু প্রতিশোধ ভুলব না। প্রাণ যায়—যা'ক, প্রাণের জন্য ভাবি না হৃদয় দৃঢ় করব?—হৃদয় দৃঢ় করেছি—তোমার এ রাজ্য উৎসন্ন দিবই দিব (প্রস্থান)

রাজা।—মহারাজ, কি করলেন?—

কেদার—রাজারাম! শোন, ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ, ব্রহ্মহত্যা করতে নাই। আমরা ধর্ম্ম পথে আছি বলে, এখনও অটুট আছি কিন্তু একবার অধর্ম্ম করলে, আমাদের প্রভাব আর থাকবে না; ভগ্ন বংশ কাচের ন্যায় অতি সামান্য আঘাতেই চূর্ণ বিচূর্ণ হবে

রাজা—তা যা'ই বলেন মহারাজ কাজ কিন্তু ভাল হ'ল না। তা' যা'ক এখন আমাদের প্রতি কি আদেশ?

কেদার।—শোন, মনোযোগ দিয়ে শোন, আমি রাজা—

তোমাদের সকলের শক্তি আমায় দান করেছ, তাই আমি রাজা, তাই আমি শক্তিমান্ নতুবা আমার শক্তি কোথায়?—এই পৃথিবীতে আমি অতি সামান্য, শুধু তোমাদের বলেই বলীয়ান্, তোমাদের গৌরবেই আমার গৌরব, আমার নিজের কিছুই নাই, সমস্তই তোমাদের (মুকুট উন্মোচন করিয়া) এই নাও এই মুকুট তোমরাই দিয়েছিলে, তোমরাই ফিরিয়ে নাও, হয় রাখ, নয় চূর্ণবিচূর্ণ করে অতল সাগর গর্ভে নিক্ষেপ কর বিক্রমপুরের নাম, পূর্ব্ববঙ্গের নাম চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হ'ক (মুকুট ভূমিতে স্থাপন)

কালু —মহারাজ যে মুকুট আপনার মস্তক অলঙ্কৃত করেছে, সেই মুকুট ধারণ করে কা'র সাধ্য?—মহারাজ খোদাকে সাক্ষী করে খোদার নামে শপথ করছি,—আপনার জন্য, বিক্রমপুরের জন্য, স্বদেশের জন্য—এই বঙ্গদেশের জন্য সমস্ত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে, এই জীবন দেশহিত ব্রতে উৎসর্গ করলেম্ যতদিন জীবন থাকবে শত্রুকে বিক্রমপুরের ত্রিসীমায়ও আসতে দিবনা —প্রাণপণ —

সকলে —প্রাণপণ —

কালু —এস ভাই সব, মহারাজের মস্তকে পুনরায় মুকুট পরিয়ে দি (সকলে একত্র হইয়া মুকুট পরাইয়া দেওয়া) খোদার কাছে প্রার্থনা, এই মুকুট অক্ষয় মুকুট হ'ক মহারাজ! এখন হুকুম করুন, কি করতে হবে

কেদার —ভ্রাতৃগণ —প্রজাগণ!—তোমরা সকলে একবার আমার সমক্ষে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন কর (সক-

লের আলিঙ্গন) আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি মন্ত্রি। যুদ্ধের আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত ?

মধু সমস্ত প্রস্তুত মহারাজ

কেদার —সর্দার! তুমি ও রাজারাম সৈন্য নিয়ে জলপথে যাত্রা কর আমি অপরাপর সৈন্য নিয়ে স্থলপথে যাত্রা কর্ব মন্ত্রি —তুমি রাজধানী রক্ষ কর একবার সকলে বল, জয় বঙ্গেশ্বরীর জয়—জয় মহামায়ার জয়।

সকলে, জয় বঙ্গেশ্বরীর জয়! জয় মহামায়ার জয়! জয় মহারাজ কেদাররায়ের জয়! (সকলের প্রস্থান)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

কমলা ও সহচরীগণ

সহচরীগণ,—জলে স্থলে শোভিছে কমল, আহা! কিবা মনোরম।
ভাবুক যে জন, সেই সে বোঝে, কেবা বেশী কেবা কম।
রূপ সরসীর রূপে ডুবে, আয়লো আয় আয় সবে
হেরবি শোভা অনুপম।
হাসছে কমল জলে স্থলে, ভ্রমর এসে জুটছে কোলে,
লুটছে মধু কুতুহলে মলয় এসে দিচ্ছে তুলে,
কিবা শোভা নিরূপম

(কেদাররায়ের প্রবেশ)।

কেদার।—লইতে বিদায় প্রিয়ে! আসিয়াছি তব
(পে

কমলা — — নাথ, কোথা যাবে, কিবা প্রয়োজন ?

কেদার —দস্যুদল ক্রমে ক্রমে হয়েছে প্রবল
অতি রচি দুর্গ রাঙা দুর্গাশ্রয়ে দেশ
করিছে উৎসন্ন অত্যাচারে, তেঁই যাব,
দমিতে দুর্মদ অরি সুদূর এ বাসে।

কমলা —সুদূর এ বাসে !—নিজে যাবে, রাজধানী
রক্ষা কে করিবে তবে ?

কেদার — — — মন্ত্রী সেনাপতি
প্রতি রাজধানী রক্ষা ভার সাবধানে
থেক সদা। নাহি ভয়, ফিরিব সত্বরে
দলি দস্যুদল অতি প্রবল দলনে।

কমলা —ভয় ?—ভয়, নাহি জানে কেদার-মহিষী
যদি হয় প্রয়োজন, অসি করে রণে
হব আগুয়ান ;—সংহারিণী মূর্ত্তি ধরি
ভীমা ভয়ঙ্করী যথা দৈত্য নিসূদনে
মহারাজ ! বড় সাধ মম রাজধানী
রক্ষাভার দাও মোরে, মন্ত্রী সেনাপতি
হ'ক সহকারী তব

কেদার — — পূরাব বাসনা
তব, কিন্তু নহে এবে, বাদসাহ সনে
প্রবৃত্ত হইব যবে প্রিয়ে ! হৃষ্ট চিত্তে
প্রদান বিদায় মোরে

কমলা — — — এস প্রাণেশ্বর !
নিজে আমি বীরসাজে সাজা'ব তোমায়। (প্রস্থান)

গান

সহচরীগণ,—যাওলো, যাওলো সখি, সাজা'তে মোহনে
রণসাজে বীরসাজে, রণ অভিযানে
বীরের রমণী তুমি বীর শ্রেষ্ঠ তব স্বামী
দাওলো সাজা'য়ে তারে নিজ হাতে যতনে
ভেবনা ভেবনা মনে, বিদায় দানিতে রণে,
দেশের কল্যাণে সখি, ধর্ম্মহিত সাধনে
(পটক্ষেপণ)।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সন্দীপ দুর্গ—নাচঘর।

পর্ত্তুগীজ লেডীগণ—বলডান্স

Hurrah Hurrah! Full of cheer!
From off and far; A land so dear
Across the water! We are here!
Whisky! Champagne! Brandy! Beer!
Sweet, charming very dear,
Fie! Fie Native Nigger
Kick Kick! Fear? No fear!
Ha Ha, Ha! Ha!
Ha! Ha Ha! Ha, cheer, cheer!
By wealth and treasure
Get on prosper, year by year!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সন্দীপ দুর্গস্থ—কক্ষ।

গঙ্গাদীশ ও ফ্রান্সীস্

গঙ্গা।—Now we've piospered and aie fortified. Step by Step go'ıg tc ıise! Ho Ho Ho!

ফ্রান্সী।—Yes go'ng to rise, gomg to prosper no doubt, but what's the gtaıantee that it will last?

গঙ্গা।—Guarantee no ıse ıse Prosper we must and no fall! Doubt you!—Ho, Ho! Ho nonsense, sı ly must you be.

ফ্রান্সী May be silly but mammon is,—

গঙ্গা।—But why doubt?

ফ্রান্সী।—Oh you tyrannous—blackguard speak of doubt? Looti ıg plunderi ıg and prosp'r-iıg can't go ha ıd in hand. Heaı me, Guve'-noı, ıf there s no change ın your pıinciple your foıtuı e must wither away shoıtly like yonder plant

গঙ্গা।—Look. How you stoım! Away with your *prognostications; you may as wel pıophesy* the s ı to f.y away f.om 't's orbit and fall into bottomless perditio ı Natives have money and I must have them; but how? not by looti ıg a ıd p u ıderıng? Preachi ıg of Gospels won t give you mo ıey, to be sure!

ফ্রান্সী।—But theıe's limit ın everything Even the lilly-lıvered lambs p ay the tigers when

driven to desperation Natives—innocent like so many lambs are not wanting in spirit. Once roused the waters of the seven oceans will not quench them.

গম্ৰা —Damn the Native niggers, those black skinned ruffians Hang them in the nearest gibbet! Guillotine 'em Have them pilloried Hear me, Francis! We are here thousands and thousands of leagues off from our native shores —shores of the beautiful "Tagus'—crossing the seas, amidst violent storms, thunder and lightning and all that for what? For pitying the natives, gathering the crusts leaving the loaves for them? No Francis I am none of those stupid rascals Gold! Gold! the most magnificent "thing"! Gold—(স্বর্ণ-সোনা) the name itself overpowers me, *Francis*; Damn your gospels, I must have gold by hook or crook! Fear the natives down with them, slap them, kick them burn them, bury them headlong—Fearing the natives, those oily coxcombs What can they do me?—Stupendous nonsense, a European fearing a native, the idea itself 's shocking!

ফ্রান্সী —Ah, Jesus, all your bloodshed goes for nothing,— a christian fretting in the snare of *Satan*,—Redemption, redemption—oh how?—

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ)।

গম্ৰা।—What, d' you want me here for!—তুমি কি চাহিতেছ?—

ভৃত্য।—একঠো বাবু আইছে।

গঙ্গা।—সে কি চাহিটেছে ?

ভৃত্য —সে বোলে 'গঙ্গা সাহেবকো" চাহি আউর কুছ নহি।

গঙ্গা।—Damn! Stupid! যাও, বোলা লেও

ফ্র।—What's the matter?

গঙ্গা —Can t understand

ফ্র।—Then, I may be off! Good bye! (প্রস্থান)।

গঙ্গা —Yes! Good bye! (ভৃত্য ও শ্রীমন্তের প্রবেশ)

শ্রীম —সেলাম সাহেব।

গঙ্গা —টুমি কে আছে ? টুমি কি চাহে ?

শ্রীম —সাহেব, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা বলিতে চাহি।

গঙ্গা।—বোল, বোল, কি বলিবে বোল। হামি শুনিটেছে

শ্রীম।—সাহেব সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসেছ কেন ? শুধু কি দস্যুবৃত্তিই করবে, না মনে আর কিছু আছে ?

গঙ্গা।—হামি টকা চাইছে Want gold! gold!—

শ্রীম।—সাহেব, রাজ্যস্থাপন কর, রাজা হও

গঙ্গা —হামি রাজা চাহে না Want gold! that precious thing gold;—টাকা কেমনে পাওয়া যায় বলিটে পারে ?

শ্রীম —আমার সঙ্গে যদি যেতে পার, অনেক টাকা দেওয়াতে পারি

গঙ্গা —অনেক টাকা ডিটে পারে, কোঠা যাইটে হোবে ?—

শ্রীম।—শ্রীপুর—শ্রীপুর—বিক্রমপুরের রাজধানী শ্রীপুর জান না ?

গঙ্গা।—হাঁ—শুনিয়াছে, সেখানে গেলে টাকা মিলবে ?

শ্রীম —হাঁ—সাহেব সেখানে অনেক টাকা আছে স কেক আমাকে কিন্তু অর্দ্ধেক দিতে হবে।

গঙ্গা।—হাঁ। টোমার কথায় হামি সেখানে যাই আর হামাকে কুকুরের মট গুলি করিয়া মারিয়া ফেলুক Damn Nigger—A son of a bitch

শ্রীম সাহেব! রাগ কেন? সেখানে কে আছে যে তোমাকে মারবে? আমি তোমাকে গোপনে নিয়ে যাব

গঙ্গা —Who is this Satan?—Diabolical Emissary of Satan indeed! What's his motive?—

শ্রীম —সাহেব কি ভাবছ? কোন ভয় নাই দুর্গ খালি, অল্পকতক প্রহরী আছে শুধু তারা তোমার কিছুই কর্‌তে পারবে না। রাজা যুদ্ধে গেছে

গঙ্গা।—রাজা যুড্‌টে গিয়াছে,—কোঠায়?—

শ্রীম তা জানি না; বোধ হয় আরাকানদের সঙ্গে।

গঙ্গা —Aracan Great Scott! Thank—thank you! Aracanese are the greatest obstacles to my prosperity দেখ টুমি এট খবর রাখিটেছ, আর রাজা কোঠায় যুড্ডে গিয়াছে, টাহা বলিটে পারিটেছ না হামার বড় doubt হইটেছে (ব্যস্তসমস্ত হইয়া দূতের প্রবেশ)। What's the matter?—

দূত।—সংবাদ বড় ভয়ানক।

গঙ্গা।—ভয়ানক। ভয়ানক কি? টুমি কি বলিটেছ—

দূত —সাহেব প্রায় বিশহাজার সৈন্য আমাদের ঘেরাও করেছে।

গঙ্গা।—Ah! What's that! Besieged! We are beseiged! কে ঘেরাও করিয়াছে?

দূত।—শ্রীপুর আর আরকানের রাজা।

শ্রীম—সর্ব্বনাশ, এখন উপায় ব্যাটা যদি আমাকে সন্দেহ করে, তবেই ত গেছি? মা কালী দুর্গা তারা, বগলা,

ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্ত আমার রক্ষা কর, রক্ষা কর, মা!
ভালকরে তোমার পূজা দেব

গঞ্জা —King of Sreepur then who is this? spy! yes spy no doubt! Sudden change, paleness sits on his face! Spy! Spy —শালা! টুমি ঠিক্ ঠিক্ বোলো তুমি শালা কে আছে? টুমি শালা sure গুপ্তচর আছে

শ্রীম —দোহাই সাহেব আমায় মেরনা সাহেব

গঞ্জা —শালা শূয়ার Are you come here to play tricks? টুমি শালা বজ্জাতি করিটে আসিয়াছে? হাম টোমাকে কুত্তা খাওয়াইবে শালা। (পদাঘাত)।

শ্রীম —মেরনা মেরনা সাহেব আমি আমি—বাবা সাহেব।

গঞ্জা —(মারিতে মারিতে) শালা, তুমি গুপ্তচর আছে বজ্জাতী করিটে আসিয়াছে, শালা;—শালা টোমাকে মারডে ডেবে।

(লাথি মারিতে মারিতে লইয়া প্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবির অভ্যন্তর

কেদাররায় নিদ্রিত।

(বঙ্গেশ্বরীর আবির্ভাব)

বঙ্গেশ্বরী।— গীত।

বিগত রজনী, ওঠ যাদুমণি, ঘুমা'ও না আর।
দেখা দেছে উষা, পর বেশভূষা, রণে কর মা'র উদ্ধার।
দীনা ক্ষীণা বিমলীনা জননী তোমার,

কত যে যাতনা, বলিতে পারিনা, কর তার প্রতিকার

(বাছা) রেখ' মনে সদাশক্তি, উপজিবে মহাশক্তি,

অনায়াসে পাবে মুক্তি, দূরে যাবে মহাভার

একে একে সব গেছে, কেহ আর নাহি আছে,

তাই বাছা তোর কাছে

এসেছি এবার, বাছারে আমার, দুরিবারে দুঃখভার (অন্তর্দ্ধান)।

কেদার।—(গাত্রোত্থান করিয়া)

পীযূষ পূরিত কণ্ঠে ছড়া'রে পীযূষ

রাশি, কেবা বিষাদিনী, মধুর ঝঙ্কারে

গাইছে বিষাদ গীতি, গগন বিতানে—

ঢালিছে একান্তে ঘোর হৃদি-দুঃখ-ভার,

উপদেশ দিতে দাসে?—কেবা তুমি, মাতঃ!

হৃদি-সরসিজ-শত-দল নিবাসিনী

কুল-কুণ্ডলিনী তুমি? অথবা দুর্ব্বার

অনন্ত যাতনা ক্লিষ্ট মস্তিষ্ক প্রসূত

ছায়া প্রতিকৃতি তুমি ভুবনমোহিনী?

কিম্বা স্বপ্ন সমুদ্ভবা স্বপন সুন্দরী?

বল, বল মাতঃ! বল কেবা তুমি? ঘোর

নিদ্রাতুরে নিদ্রা হ'তে দিলে জাগাইয়ে?

মা! মা! দাও পরিচয়, ঘুচুক সংশয়

ও কি! কে-ও? দীন শীর্ণা মলিন বদনা

আভরণ পরিহীনা, জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে

উপবিষ্টা, বিজয়ার জগদম্বা প্রায়

বসু মাতঃ! কেবা তুমি? দাও পরিচয়

।কঙ্করে করুণাময়ী, চিনেছি, চিনেছি,
বঙ্গমাতা তুমি! মাগো! প্রণমি চরণে,
অভাগা সন্তানে তব কর আশীর্ব্বাদ
একি! ম—ম,—অকস্মাৎ কোথা গেলে চলি?
দেখা দাও, দেখা দাও আর একবার—
একবার দরশনে তব, উদ্দীপিত মনে
উদ্দীপনা, বীরপনা, উল্লাস উৎসাহ
আদি বীরবৃত্তি যত বঞ্চন করনা
দাও দেখা পুনরায়, জননি! তোমার
অকৃতী সন্তান প্রাণে হ'ক সুগভীর
ভকতি সঞ্চার; ঘোর নিরানন্দময়
তামস হৃদয় হ'ক আনন্দে বিভোর!
দেশহিত ব্রতে মত্ত হ'ক জনে জনে,
ভুলি স্বার্থ ভুলি আত্মপর, ভেদাভেদ
ভুল, বঙ্গবাসী সব জাতীয় জীবনে
একতা গঠনে হক দৃঢ় অনুরত।
দিলিনি,—দিলিনি দেখা?—অকৃতী সন্তানে
ঠেলিলি চরণে মাতঃ! বল তবে কার
বলে হব বলীয়ান?—ক'র আশিস্'দে
মা তবে সকল বঙ্গ দুর্দ্দম উৎসাহে?
দেখা দে মা— (একজন প্রতিহারীর প্রবেশ)।

প্রতি—মহারাজ! আরাকান পতি আপনার অপেক্ষা ক'চ্চে।

কেদার।— — আরাকান পতি! জয়-জয়
কালী! জয়-জয় ম জননী ভগবতি! (প্রস্থান)।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবির সম্মুখ।

আরাকান পতি ও দুইজন আরাকানী সৈনিক

আ। প।—পর্ত্তুগীজ দস্যু হ'তে, দেশ ছারখার
প্রায় হাহাকারে পূর্ণ দেশগ্রাম ; বুঝে
লব এইবার দস্যু পরাক্রম   আজ
সম্মুখে উচ্ছেদ হইবিরে তোরা ; আর
নাহিক নিস্তার   হ'য়ে পার সুদুস্তর
লবণাম্বুরাশি, আসিয়াছ এই দেশে,
করিতে অর্জ্জন ধন অযথা উপায়ে ?
গৃহে গৃহে আগ দিয়ে করিছ লুণ্ঠন
সর্ব্বস্ব প্রজার ; নরহত্যা, নারীহত্যা
শিশুহত্যা, পশুহত্যা করিতেছ সদা
ঘৃণিত পিশাচ প্রায় অম্লান বদনে।
পূর্ণরূপে লব আজ প্রতিশোধ তার ;
ছি ছি ! ঘৃণা নাহি মনে—সাগরান্তবাসী
হ'য়ে আসিয়াছ হেথ, অত্যাচারে পীড়ি
হাসাইতে বাহিবেন্ নীচ ?—ডুবাইতে
পাশ্চাত্য গৌরব ঘোর কলঙ্ক সাগরে ?—

(কেদার রায়ের প্রবেশ)

আসুন, আসুন মহারাজ ! আছি হেথা,
আপনার প্রতীক্ষায়, বহুক্ষণ হ'তে
কেদার।—বহুক্ষণ ! নিজগুণে ক্ষমিবেন মোরে।

আরাকান পতি! বহুভাগ্যে পাইয়াছি
আপনার দরশন

আ-প — — মহারাজ! কেন
লজ্জা দাও বারবার বলি এই কথা?—
চলুন, রাজন্! সম্মিলিত সৈন্য ল'য়ে
দুর্গ আক্রমণে। লইবারে শঠে ঘোর
প্রতিশোধ বিলম্বের কিবা প্রয়োজন
স্বকার্য্য সাধনে? বৃথা কালক্ষয়ে হবে
অনিষ্ট সম্ভব।

কেদার।— — নাহি চিন্তা; ক'রিতেছি
নৌ'বল প্রতীক্ষা; ইচ্ছা মম জলে স্থলে
একযোগে আক্রমণ করিবার তরে;
কেহ যেন পলাইতে নাহি পায় পথ।

আ-প —অবরোধে আছে দুর্গ পলাবে কেমনে?
(নেপথ্যে সঙ্কেত ধ্বনি)
ওকি! ও কিসের শব্দ?—যুদ্ধ আরম্ভিল
কেবা?—

কেদার।—নহে যুদ্ধে। মোরে করিল সঙ্কেত
রাজারাম।

আ-প — — রাজারাম?—কে সে?—

কেদার — — — সেনাপতি
মম, জল পথে আসি পৌঁছিল এখন

আ-প —বটে, তবে বিলম্বিয়ে কিবা ফল আর?—
চলুন সত্বর, প্রাণ ব্যাকুলিত অতি

প্রতিবিধিৎসার তরে। স্মরি অত্যাচার
ধমনী মাঝারে উষ্ণ শোণিত প্রবাহ,
শ্রাবণ বন্যা ও দ্রুত তরঙ্গিনী সম
বহিছে প্রখর বেগে—অসহ্য যন্ত্রণা!—
কোষবদ্ধ অসি, শত্রু শোণিতের তরে
করিতেছে ধক্ ধক্;—বিলম্ব সহে না।

কেদার —আরাকান পতি! তব জলন্ত উৎসাহে
উত্তেজিত সৈন্যদল, ইরম্মদ বেগে
ছুটিছে শোণিত প্রতি শিরায় শিরায়;—
রঞ্জিত লোহিত আভা বদনে সবার।
প্রকাশিত ব্যাকুলতা ঘন দগ্ধ শ্বাসে,
নাচিছে হৃদয় প্রাণ শত্রু বধ আশে
বীরগণ! দেখ' মনে বীরকার্য্যে ব্রতী
মোরা সবে; করি প্রাণপণ বীরকার্য্য
কর সমাপন। বীর পরাক্রমে সবে
করি আক্রমণ কর শত্রুর নিধন
কীর্ত্তি, মান যশ সব করিছে নির্ভর
তোমাদের 'পরে। যাও, যাও সবে, দেখ'
রে'খ না কলঙ্ক কেহ পৃষ্ঠ দিয়ে রণে।
সতত রাখিও মনে, আত্মীয় স্বজন
ঘরে ঘরে করিতেছে ঘোর আর্ত্তনাদ।
শত্রুর সংহার কিংবা শরীর নিপাত
হ'ক অপমান।—যদি ফিরিঙ্গি পামরে
অবিলম্বে তাড়া দূর দেশের বাহির।

সকলে —করিয়ে দমন অত্যাচারিগণে দূর—
দূর করে দিব সব দেশের জঞ্জাল।

কেদার —আরাকান পতি! দক্ষিণের ভার রৈল
আপনার 'পরে বামে রহিলাম আমি,
রহুক পশ্চাতে সেনাপতি তব, আছে
রাজার ম, রং তরী ল'য়ে আগুলিয়ে
পুরোভাগ অবিলম্বে চলুন রাজন্!—
চালিয়ে বাহিনী এই ভাবে করি গিয়ে
আক্রমণ বল বল সবে জয় জয়
বঙ্গমাতা-বঙ্গেশ্বরী জয়, জয়, জয়
মহারাজ আরাকান পতি জয়, জয়

সকলে —(জয়ধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান)।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দুর্গদ্বার।

দূরবীক্ষণ হস্তে গঞ্জালীশ।

গঞ্জা।—Strange! The Bengalees are coming to fight! Ho! Ho! Hot victory!—Victory indeed (নেপথ্যে কামান শব্দ) Ah! What's that! With guns they proceed to Bombard the fort; (সম্মুখে একটা গোলার পতন) Oh! Mary Mary! Save me from the jaws of death. (বিজয়ধ্বনি, দুর্গ হ'তে দু'জন সৈনিকের আগমন।)

shut the gate ; watch carefully. (সকলের দুর্গাভ্যন্তরে প্রস্থান, ও দ্বার রুদ্ধ করা। কামান সহ একদিক হ'তে আরাকান পতি ও অন্যদিক হ'তে কেদার রায়ের প্রবেশ সৈন্যগণের জয়ধ্বনি; কেদার রায় ও আরাকান পতির আলিঙ্গন)

কেদার —বীরগণ! নাহি ভয়! প্রাণ পণে কর
আক্রমণ; অবিশ্রান্ত গোলার বর্ষণে
দুর্গদ্বার প্রাচীরাদি দাও উড়াইয়া

(দুর্গ হইতে গোলা বর্ষণ ও সকলের মৃত্তিকায় শয়ন)

উঠ, উঠ বীরগণ! কর আক্রমণ (গোলা বর্ষণ ও দুর্গ প্রাচীরের একাংশ ভগ্ন হওয়া, পুনঃ বর্ষণ ও পুনঃ ভগ্ন হওয়া। দ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক গঞ্জালীশ প্রভৃতির প্রবেশ, যুদ্ধ ও পলায়ন)

কেদার —বীরগণ! যাও ছুটে, বন্দী কর সবে।

(কতকজনের পশ্চাৎ অনুসরণ ও অন্যান্য সমস্তের দুর্গে প্রবেশ)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পথ

(গঞ্জালীশ প্রভৃতির যুদ্ধ করিতে ২ প্রবেশ ও প্রস্থান)

শ্রীমন্ত খাঁর প্রবেশ

শ্রীম —বাবা! প্রাণে প্রাণে প্রাণ বেঁচেছে, মরতে মরতে সেরে উঠেছি হাজার হ'ক ব্রাহ্মণ,—নেহাত ম্লেচ্ছের হাতে অপঘাত মরণ?—সেও কি হয়?—মা কালী রক্ষা করেছে; বাবা—ভাগ্যি গোলাটা সামনে পড়েছিল',—তাইতেই ত' রক্ষা হ'ল যেই গোলার আবির্ভাব সে ব্যাটাও, অমনি চিৎপাত,

সঙ্গে সঙ্গে শর্ম্মা ও ভোঁ দৌড়ে—তিরোভাব এত শীগ্‌গীর কি আমার মৃত্যু? এখন ও যে ঢের কাজ রয়েছে। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ আমার হৃদয়ে গেঁথে আছে। আমি কি মরতে পারি?—আমার দ্বারা নিশ্চয় কোন মহৎকার্য্য সাধন হবে। মরব মরলে প্রতিশোধ হবে কি করে! ব্যাটারা ক'ল্লে কি? —আঃ—দুর্গকে দুর্গই দখল করে বসলে?—অবাক্ অবাক্ করলে বাবা। এখন কোন পথে যাই?—আর থাকা উচিত নয় যদি ধরা পড়ি কি জবাব দিব?—মানে মানে সরে পড়াই ভাল। (জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)।

সৈ। মহাশয়! কা'দের জয় হয়েছে বলতে পারেন?—

শ্রীম। এ ব্যাটা আবার কে?

সৈ—মহাশয়! উত্তর দিন্ না?—

শ্রীম—কি উত্তর দিব? না, কোন উত্তর দেওয়া হবে না; পাগলাম করে ব্যাটকে তাড়া'তে হবে

সৈ।—মহাশয়! কি কালা?—

শ্রীম।—আপনি কি কাণা? -

সৈ—সেকি?—অকারণ গাল দিচ্ছেন কেন?—

শ্রীম—আপনি দিলেন কেন?—

সৈ—বেশ, কখন দিলেম?

শ্রীম—এই যে, বল্লেন কাল নাকি?—দিব্যি ফর্সা, গৌরবর্ণ আর আপনি বল্লেন কি না,—কাল

সৈ—আপনাকে কাল বলিনি, কালা বলেছিলুম

শ্রীম—বেশ করেছিলেন, আপ্যায়িত করেছিলেন তা'এত আপ্যায়িত করা কিজন্য?—

সৈ।—কা'দের "জয়" হয়েছে, জিজ্ঞাসা করলুম, কোন জবাব—

শ্রীম —তোমার কথার জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। আর ছাই যুদ্ধ কই, যে জয়

সৈ।—তবে এটা কি মশায়?—

শ্রীম —(বিকৃতস্বরে) তবে এটা কি মশায়!—

সৈ —মশায়! বলুন না কে হারলে?—

শ্রীম —আমি কি জানি? ইচ্ছা হয়—যারা হেরেছে, তাদের জিজ্ঞাসা করগে, যা—

সৈ —না হয় আপনিই ব'ল্লেন

শ্রীম।—কেন? আমি কি তোর বাবারকেলে চাকর-রে শালা।—যে' তোকে খবর বয়ে এনে দিব?—

সৈ —মশায়! রাগ করেন কেন? এত কথা বলতে পা'ল্লেন, আর কা'দের জয় হয়েছে বলতে পারেন না।

শ্রীম —তোর হুকুমে বলেছি কি?—ইচ্ছা হয়েছে বলেছি, ইচ্ছা না হয় বলব না।

সৈ —ক্ষেপেছেন নাকি?—

শ্রীম —হুঁ ক্ষেপেছি আবার যদি কিছু বলবি, ত' কামড়ে দিব। যা ব্যাটা-যা এখান থেকে সরে যা—!

সৈ।— (শ্রীমন্তের দিকে সরিয়া) এইত' সরে' যা'—সরে'ছি, এখন বলুন্ ত' আপনার নামটা কি?—

শ্রীম —নামে তোর দরকার?—

সৈ —দরকার একটু আছে বই কি?—আপনি এমন মহাশয় লোক, আপনার নাম জানলে, বিপদে আপদে ইষ্টি কবচের কাজ দেবে।

শ্রীম —তবে রে ব্যাটা—আমার সঙ্গে ঠাট্টা,—দাঁড়া, মজা দেখাচ্চি জানিস্ আমি কে ?—

সৈ —তা' আর জানিনা ?—যে রকম সকম দেখছি, তা'তে কি চিন্‌তে বাকি আছে ?—আপনি নিশ্চয়ই শ্রীমন্ত খাঁর বাবা—

শ্রীম —তবে রে ব্যাট—(কামড়াইতে যাওয়া ও পতন) বাবারে গেলুম রে শালার ব্যাটা শালা মেরে ফেল্লে রে —

নেপথ্যে —জয় মহারাজ কেদার রায়ের জয়।

সৈ —নিশ্চয় আমাদের জয় হয়েছে, জয় মহারাজ কেদার রায়ের জয় (প্রস্থান)।

শ্রীম —বাবা বাঁচা গেল, ভাগ্যি চিন্‌তে পারেনি, চিন্‌লেত' মুস্কিলই হয়েছিল আর কি পালাই বাবা, আবার হয়ত' কোন চেন' শ'ক'র সঙ্গেই দেখ' হ'য়ে য'বে প'ড়ে গিয়ে প'টায় একটু লেগেছ। (খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রস্থান)।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

সমুদ্র।

পর্ত্তুগীজ পোত ভাসমান, পোত পরি গঞ্জালীশ ও অন্যান্য সৈন্যগণ

গঞ্জা —Fire! Fire!—(সৈনিক কর্ত্তৃক গোলাবর্ষণ)।

নেপথ্যে রাজারাম —চালাও, চালাও গোলা চালাও, থেমনা— ধ্বংস কর—সমূলে ধ্বংস কর

(জাহাজের উপর গোলা পতন ও একাংশ ভগ্ন হওয়া)

গঞ্জা।—Life buoy!—Life buoy!—(পুনঃ গোলা পতন ও জাহাজের একাংশ উড়িয়া যাওয়া, পুনঃ পতন ও সম্মুখ

ভাগ ভগ্ন হওয়া, ও দুইজন সৈনিকের জলে পতন) Fire! constant fire—Never stop (পুনঃ গোলা পতন) Oh; God! God! save me, save me!—from the horrible ravages of death. (জলে ঝাঁপ দেওয়া, ক্রমে জাহাজ ডুবিয়া যাওয়া ও সকলের ইতস্ততঃ সন্তরণ)।

নেপথ্যে রাজারাম।—সরদার!—সরদার! শীঘ্র দুইখানা ছিপ নিয়ে অগ্রসর হও, দুরাত্মাদের বন্দী কর

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

সমুদ্রতীরস্থ পথ।

উদাসিনী।

উদাসিনী — গান

বঙ্গ গগনে উদয়ল ভানু আজু স্বাধীন জীবনে
হাসল উষা, হাসল প্রকৃতি স্বাধীন কিরণে॥
ধীরে বহল স্বাধীন অনিল, পরশে শীতল অঙ্গ হওল
বিবশ করল সুবাস ছাওল, খেলাহি মধুর ফুল সনে॥
কোহেলা পাপিয়া বোলে কুহু পিয়ী —
সুখে শিখিয়া পুচ্ছ তুলিয়া নাচিছে ঘুরিয়া আনন্দিত মনে॥

(প্রস্থান)।

ক্র ম্সীগ, রামশরণ ও কালু সর্দ্দারের প্রবেশ।

ক্র।—টোমরা হামাকে কোঠায় লইয়া যাইবে?—

রাম।—রাজার কাছে।

ক্র —কেন লইয়া যাইবে?—

কালু —তোমাকে সেখানে কোরবানি করবে

রাম —তুমি বন্দী 'কোন' জিজ্ঞাসার আবশ্যক নাই

ফ্র —হামি বণ্ডী?—Never.—হামি ইচ্ছা করিয়া বণ্ডী হইয়াছে। টাহা না হইলে বণ্ডী কারটে পারিটে না।

কালু —কেন স্থমুন্দি সাগর ডিঙ্গা'তে নাকি?—

রাম —তবে বন্দী হইলে কেন?—

ফ্রা —সে কঠা টোমার কাছে বলবে না

কালু —তবে তোমার কোন বাবার কাছে বলবে?—

রাম —তবে কোথায় লয়ে যাচ্ছ জিজ্ঞাসা কেন?—

কালু —তুমি চুপ কর, ব্যাটার সঙ্গে একটু আমোদ করি

রাম —কি আমোদ করবে?

কালু।—সবুর করনা। ব্যাটা কে বানর নাচাই। সাহেব তুমি ভাল নাচিতে জানে?—

ফ্র —Dance!—Devil Dance.—even a boy knows it, আমরা সকলেই নাচিটে জানিটেছে

কালু —সাহেব, আমি ভাল গান করিতে পারি, শুনবে?—

ফ্রা —Song! Sweet Song! আমি গান বড় ভালবাসে।

কালু।—গান শুনিবে?—

ফ্রা —হা শুনিবে, বড় খোস হইবে

কালু —রও শালা, তোমায় গান শুনাচ্ছি। সাহেব তোমাকেও আমার সঙ্গে নাচিতে হইবে।

ফ্র।—আচ্ছা আচ্ছা নাচিবে, টোমার সাঠে সাঠে নাচিবে।

কালু —সাহেব তবে নাচ আমি গান গাই। (সাহেবের অঙ্গ ভঙ্গ সহকারে নাচ ও কালু সর্দারের হাততালী দিতে দিতে)।

"নাচ নাচ নাচ দেখি, নাচ বাছা হনুমান
বেছে বেছে খেতে দিব পাকা রম্ভা মর্ত্তমান।"

ফ্রু —Ah 'What s that !—Is this song !—একি গান করিটেছে ? শালা টুমি আমার সহিট joke করিটেছে !—

কালু —সাহেব তোমার যে নাচ, তা'তে আবার কোন গান গাইব ?—"যেমন দেবতা তেমন নৈবিদ্দি।"

রাম —সরদার !—থাম চল সাহেব, রাজার কাছে যাই চল।

ফ্রা —Very wel . আচ্ছা চল। (সকলের প্রস্থান) নিশান হস্তে বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ — গান।

আয়রে আয় আয়রে চলে খেলি আজ সবাই মিলে।
বহুদিনে 'মা' আমাদের চেয়েছেন মুখটি তুলে
আমরা এবে সবাই স্বাধীন,
স্বাধীন খেলা খেল্‌ব নিশিদিন,
বল সবে "বন্দে মাতরম্‌" কুতূহলে
দেখ্‌ দেখ্‌ দেখ্‌ কেমন মজা।
পত্‌ পত্‌ পত্‌ উড়ছে ধ্বজা, হেলে হেলে মৃদুল অনিলে।
মা-মা-মা ওমা শ্যামা !—ঘোর ঘোরে আর থেকনা,
জাগিয়েছে ত' জাগিয়ে রেখ' এই কামনা চরণ তলে।

নবম গর্ভাঙ্ক।

দুর্গস্থ দরবার

কেদার রায়, আরাকাণ পতি ও সৈন্যগণ

কেদার।—আরাকান পতি! তবগুণে জয়ী মোরা।
অদ্ভুত বিক্রম প্রকাশিলে আজিকার
রণে। চির কৃতজ্ঞত পাশে বদ্ধ তব
কাছে চির ঋণে ঋণী মোরা তব ঠাঁই
মহারাজ! বড় সাধ, বিনিময়ি দোঁহে
দোঁহার উষ্ণীষ পরস্পরে বদ্ধ হই
বন্ধুতা বন্ধনে দৃঢ় পূরিবে কি সাধ?—

(উভয়ের উষ্ণীষ বিনিময়)।

আ-প —শত শত ধন্যবাদ করুন গ্রহণ
মহারাজ!—যে প্রশংস করিলে আমার,
তাহে যোগ্য নহি আমি, কেশরী বিক্রম
জলে জলে প্রকাশিল তব সৈন্যদল।
প্রদান প্রসাদ রাজা তাহাদিগে সবে।

(রাজারাম ও কালু সর্দ্দারের প্রবেশ)

রাজা —~~মহারাজ~~ আপনার আদেশ মত সমস্ত কার্য্য শেষ হয়েছে

কেদার —সাহেবের প্রাকবার ও বন্দী স্ত্রীলোকদের দেশে যাবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে?—

রাজা —আজ্ঞা, হঁ মহারাজ —

আ প।—মহারাজ! আপনার কার্য্যকলাপে যথার্থই আপনাকে দেবতা বলে জ্ঞান হয়। আজ আপনার নিকট কিরূপে শত্রুকে ক্ষমা করিতে হয় তা' শিক্ষা করলেম।

কেদার।—বন্ধুবর! কেন আমাকে লজ্জা দেন!—

আ-প—লজ্জা দি?—না, লজ্জ দিনি যথার্থই আপনি দেবতা আপনার সহবাসে পুণ্য আছে আপনার কার্য্য কলাপ দর্শনে প্রাণে বড়ই আনন্দ হচ্ছে, ইচ্ছা হচ্ছে—

কেদার।—বলুন, কি ইচ্ছা, সাধ্যানুসারে পূরণ করতে চেষ্টা করব।

আ-প বেশী কিছু নয়, আজ বড়ই আনন্দের দিন, এই আনন্দের দিনে একটু আমোদ উৎসব হ'ক, নাচ গান হ'ক

কেদার—তা'তে আপত্তা কি? কে আছ? নর্ত্তকীদের পাঠিয়ে দেও

আ প—সোকি! পাঠিয়ে দেবে কি? তারা এখানে আছে নাকি?—

কেদার—মহারাজ! আপনার সম্মান ও সন্তোষের জন্য পূর্ব্ব হ'তেই সমস্ত প্রস্তুত আছে

আ-প—মহারাজ! আপনিই সিংহাসনের উপযুক্ত আদর্শ-রাজা; আপনাকে শত শত নমস্কার ওরে তুই সব একবার উচ্চস্বরে বল, জয় মহারাজ কেদার রায়ের জয়

সকলে—জয় মহ রাজ কেদার রায়ের জয়।

কেদার—বল-বল সকলে জয় মহারাজ আরাকান পতির জয়।

সকলে।—জয় মহারাজ আরাকান পতির জয়।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

নর্ত্তকীগণ— গান

নব বসনে, নব ভূষণে, নব কিরণে, নব শোভনে
হের, শোভিছে দুঃখিনী বঙ্গ জননী।
হাসি হাসি বদনে, সব বঙ্গবাসিগণে
হাসিতেছে কিবা মধুর হাসনি।

গাওলো সুতানে, বিভোর পরাণে, নাচিয়ে মধুর নাচনি ॥
বাছি বাছি তুলি, ফুল্ল ফুল গুলি,
রচি মালা, দিব গলে তুলি,
এস সবে মিলি, মন প্রাণ খুলি,
কুতূহলে করি কে লাকুলি, স্বাধীন জীবনে ;—
পরশে পরশে, মনের উল্লাসে, মাতলো-মাতলো সজনি ॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দরবার।

কেদার রায় রঘুনন্দন, রাজারাম কমলশরণ ও কালু সরদার ইত্যাদি

কেদার।—মানসিংহ লয়ে দলবল আক্রমণ
করিতে শ্রীপুর সমাগত প্রায় কহ
কিবা যুক্তি প্রবোধিতে মানসিংহ সিংহে ?

রঘু।—মোর যুক্তি আগুবারি দিতে বাধা ;—নহে
উচিত বিধান—অগ্রসর হতে দিতে।

রাজা।—সিংহ!—মহারাজ! সিংহ কোথা ? কুলাঙ্গার
ক্ষত্রিয়-কলঙ্ক পরপদলেহী সিংহ ?—
মানসিংহ সিংহ যদি,—কুক্কুর কহিবে
তবে কারে ?—মানসিংহে সিংহ আখ্যা দিয়ে
ঘৃণা মাখিওনা, মহারাজ! সিংহ,মামুষ।

কমল —যথার্থই মহারাজ! মিওনা কলঙ্ককারী
সিংহ নামে মাতৃদ্রোহী কুলাঙ্গার
কভু নহে যোগ্য 'সিংহ' অভিধানে। 'জেন'
স্থির, এ'লে মান, যথাযোগ্য উপহারে
তুষিব তাহারে; সিংহগণ উঠ হইয়া
"কচু" বসাইয়া মান বাড়াইব তার।
ভগ্নী বেচি সিংহ আখ্যা, বিধর্মীর কাছে।

কেদার —কমলশরণ, ছি, ছি, হেন কথা শোভা
নাহি পায় তব মুখে; বীর তুমি, দুষ্ট
তুমি বীর অভিমানে, বীর অসম্মান
উচিত নহেত তব সত্য, মাতৃদ্রোহী—
কুলাঙ্গার মান, কিন্তু অতীব বিশ্বাসী;
এহেন বিশ্বাসী এ সংসারে কয়জন?—
বীর, ধীর, যোগ্য সেনাপতি; শুধু তার
বহুবলে প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্য।
হেন জনে কুৎসা নয় উচিত বিধান।
মানী,—মানীজন মান রাখয়ে সতত (দূতের প্রবেশ)।
কহ দূত! কি সন্দেশ এনেছ বহিয়া?

দূত —মহারাজ! মানসিংহ রাজমহল হ'তে রওনা হয়েছে।

কেদার।—কতদিন রওনা হয়েছে?

দূত।—চারদিন

কেদার —আর কোন সংবাদ আছে?

দূত।—আছে,—মানসিংহের নিকট হ'তে একজন দূত আপনার নিকট প্রেরিত হয়েছে, সে দ্বারে উপস্থিত আছে।

কেদার —দূত এসেছে—বেশ। বাদসাহ পক্ষে কত সৈন্য হবে ?

দূত।—লক্ষ সৈন্য হবে। নবাব ঈশা খাঁ, নবাব চাঁদগাজী প্রভৃতিও সসৈন্যে বাদসাহ পক্ষে যোগ দিয়েছেন ভূষণার রাজা স্বয়ং আসেনি কিন্তু সাহায্য করেছেন

কেদার।—তুমি যাও, বিশ্রাম করগে'। দূতকে পাঠিয়ে দাও

দূত।—যে আজ্ঞা' মহারাজ। (প্রস্থান)

কেদার —সবত' শুনলে, এখন পরামর্শ কি ?—

কমল —পরামর্শ আবার কি, পরামর্শ যুদ্ধ (দূতের প্রবেশ)।

দূত।—(নমস্কার করিয়া) মহারাজ! এই তরবারি ও শৃঙ্খল, রাজা মানসিংহ আপনাকে পাঠিয়েছেন, যেটি অভিরুচি গ্রহণ করুন। (তরবারি ও শৃঙ্খল প্রদান) আর এই পত্র গ্রহণ করুন। (পত্র প্রদান)।

কেদার —(পত্র লইয়া) মন্ত্রি পাঠ করত'।

রঘু।—ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাক কুলি চাকালী।
সকল পুরুষমেতৎ ভাগ যাও পলায়ি।
হয় গজনর নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি
বিষম সমরসিংহো মানসিংহঃ প্রযাতি।

~~রাজা।—"ভাগ যাও~~ পলায়ি" এত বড় আস্পর্দ্ধা, মহারাজ! অনুমতি করুন; এই পত্রের উত্তর আমরা দি' "ভাগ যাও" আচ্ছা দেখা যাবে কে ভাগে

সকলে —"ভাগ যাও" হুঁ হুঁ, "ভাগ যাও"।

কেদা।—চুপ্ কর। এ কথা মিথ্যা অসঙ্গত নয়। আমরাইত' আমাদের পায়ে কুড়ুল মেরেছি। নইলে দ্বাদশ ভূঞার একাদশ ভূঞাই আজ তার পদানত হবে কেন? সকলে

সমবেত হয়ে কার্য্য করলে, মানসিংহের কি সাধ্য বঙ্গদেশে প্রবেশ করে? যে রক্তমাংসে মানসিংহ গঠিত, সেই রক্ত মাংসে আমরাও গঠিত; তবে, আমাদের একতা নাই, পরস্পর পরস্পরের উন্নতি দেখ্‌তে পারি না, তাই আজ বঙ্গের এই দুর্দ্দশা। একে একে সবই গেছে, শুধু আমিই অবশিষ্ট;—কেন মানসিংহ এরূপ চিঠি না লিখবেন?—তা যা'ক্‌,—মন্ত্রি! এখনি পত্রের উত্তর লিখে দাও।

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে—
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ।"

(মন্ত্রী কর্ত্তৃক পত্র লিখিয়া কেদার রায়ের হস্তে প্রদান।)

কেদার।—(পত্র পাঠ করিয়া, পত্র প্রদান পূর্ব্বক।)

যাও দূত!—বল গিয়ে, সাধ্যমত যেন
দেখাতে বিক্রম ত্রুটি নাহি করে সিংহ
মানসিংহ তব। পশু ভিন্ন পশুরাজ
নহে অন্য কিছু। এই তরবারি আমি
করিনু গ্রহণ; হয় দ্বিখণ্ডিত ~~হবে~~
মম তার দত্ত তরবারে দ্বিখণ্ডিত
করে তারে দিব পূর্ণাহুতি এই রণ-
যজ্ঞানলে,—জেন স্থির প্রতিজ্ঞা আমার।

দূত।—তবে আসি মহারাজ! বিদায় এখন। (প্রস্থান)।

কেদার।—বীরগণ! দেখাইতে বীরপরাক্রম
উপযুক্ত অবসর এই. বীর্য্যবান

তোমরা সকলে, ভাগ্যক্রমে উপস্থিত
বীরবীর্য্য প্রকাশিতে মাহেন্দ্র-সুযোগ।
এহেন সুযোগ আর মিলিবেনা কভু
বীরকার্য্যে, বীরব্রতে, মাতৃভূমি রক্ষা
হেতু বীরোৎসাহে—সাজ বীরভাগ যাও,
যাও রাজারাম—মল্লগণ লয়ে হও
অগ্রসর ;—ঢালিসংতি কালীদাস ঢালী—
যাও পৃষ্ঠবল হ'য়ে   যাও, সেনাপতি
মানের দক্ষিণ ভাগ কর আক্রমণ
সম্মুখে রহিব—মন্ত্রী আমি ফ্রন্সীস্
আর গোলন্দাজ সৈন্য লয়ে   আক্রমিতে—
রঘুদাদি কালু সেথ হও অগ্রসর
নৌবল সমেত। যাও যাও অবিলম্বে
সবে, কর সিংহ সম মানসিংহ-গর্ব্ব খর্ব্ব।
বাঙ্গালী কলঙ্ক ঘুচে যা'ক্ তোমাদের
বাহুবলে   করি স্নান শোণিত-প্রবাহে—
উঠুক লোহিত রবি স্বাধীন জীবনে
দিগ[redacted]পিয়া জয় বাঙ্গালীর জয়
জয় বঙ্গমাতা. জয় হ'ক বিধে যিত

(কেদার ব্যতীত অন্যান্য সকলের জয়ধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান)

(গোঁসাঞি ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)।

কেদা।—একি!—গুরুদেব! (প্রণাম)

গোঁসা।—বৎস! কুশলে থাক

কেদা।—প্রভু   এ সময়ে কোথেকে?—

গোঁসা —কেদার শোন

কেদা —আজ্ঞা করুন।

গোঁসা —বাদসাহের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত ?—

কেদা —আজ্ঞে হাঁ

গোঁসা —যুদ্ধ করাই স্থির করলে ?—

কেদা।—তা, না করে আর কি করব ?

গোঁসা —কেন, যুদ্ধ ভিন্ন অন্য উপায় কি নাই ?

কেদার —আর কি উপায় আছে, আজ্ঞে করুন।

গোঁসা —কেদার ! শোন, যা বল্‌ছি তা শোন কিন্তু গুরু আজ্ঞা ভেব না। যুদ্ধের আশা ত্যাগ কর যুদ্ধে তোমার অনিষ্টের সম্ভাবনা। শুধু শুধু প্রাণীক্ষয়ে প্রয়োজন কি ?

কেদার।—গুরুদেব আপনিত' সবই জানেন আপনাকে আর বেশী কি বলব ? এখন এ দেশের যে অবস্থা তা'তে যুদ্ধ ভিন্ন উপায় নাই —আর, গুরুদেব ! আমি কে ?—আমি কিছুই নই, যার কাজ সেই করে, আমি উপলক্ষ মাত্র।

গোঁসা —সত্য, বৎস সত্য, যার কাজ সেই করে - কিন্তু, এ'টা জেন' যে, আকাশে ধূলি নিক্ষেপ করলে সেই ধূলি,—নিক্ষেপকারীর মস্তকে পতিত হ'য়ে তা'কেই ধূলিধূসরিত করে তবে এমন ধূলি নিক্ষেপে ফল কি ?—সংগ্রাম কর্‌তে গিয়ে পরাজিত হয়ে কলঙ্ক ক্রয় কর্‌বার আবশ্যক কি ? তার চেয়ে আমার মতে, যুদ্ধে ক্ষান্ত হওয়াই উচিত। বিশেষ শাস্ত্রে আছে :—

"সামদানেন ভেদেন সমস্তৈরথবা পৃথক্।
সাধিতুং প্রযতেতারীন্ন যুদ্ধেন কদাচন।"

সাম, দান, ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়ে, একত্রে বা স্বতন্ত্ররূপে, শত্রুকে বশীভূত করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু যুদ্ধদ্বারা নয় —'

কেদা —গুরুদেব —

গোঁসা —শোন, তারপর আবার বলেছে :—

বলিনা সহ যোদ্ধব্যমিতি নাস্তি নিদর্শনং।
তদ্‌যুদ্ধং হস্তিনা সার্দ্ধং নরাণাং মৃত্যুমাবহেৎ

বলবানের সহিত যুদ্ধ করবে এমন কোন নিদর্শন নাই, কেন না, হস্তীর সহিত যুদ্ধ করলে মনুষ্যের মৃত্যুই অবধারিত

কেদা —গুরুদেব! আমি নিতান্ত দুর্ব্বল নই

গোঁসা।—(সহাস্যে) তোমার ভ্রম হচ্ছে ;—বাদসাহ দ্বিসপ্ত কোটী কি তদধিক লোকের অধীশ্বর, আর তুমি দ্বিকোটিরও নও। এরূপ অবস্থায় তোমার বল কিছুই নয় তুমি কি নিশ্চিত বলতে পার যে, তোমারই জয় হবে?—না,—তা পার না। শোন দেবগুরু বৃহস্পতি বলেছেন :—

"সন্ধিমিচ্ছেৎ সমেনাপি সন্দিগ্ধো বিজয়ো যদি।"

যে স্থানে জয় সন্দেহ, সে স্থলে সম ব্যক্তির সহিত ও সন্ধি কর্ত্তব্য। বাদসাহ ত' তোমা অপেক্ষা বহুগুণে বলশালী

কেদা —বাদসাহ আমা অপেক্ষা বহুগুণে—বলশালী সত্য, কিন্তু আমার একটি বলই সকল বলের প্রধান, সেই বল জাতীয় বল ; আজ প্রজাগণ, আপনার আশীর্ব্বাদে, জাতীয় জীবনে প্রণোদিত, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর ; এই বল বাদসাহ বল অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ বাদসাহের বেতনভোগী সৈন্যগণ অর্থ লোভে প্রাণ দিতে এসেছে, আর আমার সৈন্যগণ স্বদেশের জন্য প্রাণ দিবে।

গোঁসা।—কেদার! বুঝ্লেম, কিন্তু শোন, শাস্ত্রকার বলেছেন:—

"যত্রাযুদ্ধে ধ্রুবো মৃত্যুর্যুদ্ধে জীবিত সংশয়ঃ।
তৎকালমেব যুদ্ধস্য প্রবদন্তি মনীষিণঃ"

যেখানে যুদ্ধ ব্যতিরেকে মৃত্যু স্থির নিশ্চয় কিন্তু যুদ্ধে সংশয় স্থল; এমত অবস্থায়ই যুদ্ধ করবে নচেৎ নয়—আর:—

"অযুদ্ধেহি যদা পশ্যেন্নকিঞ্চিদ্ধিতমাত্মনঃ।
যুধ্যমানস্তদা প্রাজ্ঞো ম্রিয়তে রিপুণা সহ।"

যদি যুদ্ধ বিনা মঙ্গলের সম্ভাবনা না দেখা যায়, তবেই যুদ্ধে শত্রুর সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে কিন্তু তোমার ত' তা' নয়,—বরং যুদ্ধেই তোমার আশঙ্কা অধিক। অতএব যুদ্ধে বিরত হওয়াই সঙ্গত!

কেদা।—গুরুদেব! আপনার বাক্য অলঙ্ঘ্য। যে মৃত্যুর জন্য আপনি এত সঙ্কুচিত হচ্ছেন, সে মৃত্যু কি আমার হবে না?—যুদ্ধে বিরত হলেই কি আমার মৃত্যু রোধ হবে?—না,—তা' নয় গুরুদেব!—যুদ্ধে হ'ক অযুদ্ধে হ'ক, একদিন মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'র্ত্তেই হবে, তবে দু'দিন অগ্র পশ্চাৎ, এই প্রভেদ যখন মৃত্যু অবধারিত, তখন স্বদেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, মাতৃভূমির জন্য প্রাণ দেওয়াই যুক্তি যুক্ত গুরুদেব। ক্ষান্ত হউন,—আপনার পায়ে পড়ি, ক্ষান্ত হউন;—আমায় সঙ্কল্প ভ্রষ্ট করবেন না। যে পথে চলেছি, সেই পথে চল্‌তে দিন। বরং আমার মঙ্গলের জন্য—অর্থাৎ বঙ্গদেশের জন্য যাগ যজ্ঞাদি পুরশ্চরণ যা' কিছু করতে হয় তার বিধান করুন

গোঁসা।—কেদার! যুদ্ধে ক্ষান্ত হ'লে তোমার অপযশ হবে না। কেন না শাস্ত্রে বলেছে:—

"সত্যার্য্যোধার্ম্মিকোঽনার্য্যো ভ্রাতৃসংঘাতবান্‌বলী
অনেক যুদ্ধ বিজয়ী সন্ধেয়াঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ।

সত্যবাদী, পূজনীয়, ধার্ম্মিক, অনার্য্য, ভ্রাতৃ সমূহ বিশিষ্ট, বলবান ও অনেক যুদ্ধ জেতা, এই সপ্ত ব্যক্তির সহিত সন্ধি কর্ত্তব্য কাজেই বাদসাহের সহিত সন্ধি কর্‌লে অপযশ হবে না,—কারণ সপ্তের অধিকাংশই বাদসাহে আছে

কেদার—গুরুদেব! (অধোবদনে অবস্থিতি)

গোঁ।—কেদার, বল, কি বলবে বল সঙ্কুচিত হচ্ছ কেন?—কি ভাবছ—গুরুবাক্য অবহেলা করা পাপ—এই চিন্তা ক'চ্চ কি?—না সে চিন্ত করো না, আমি "গুরু" এই ভাবে কোন কথ বলিনি, বন্ধুভাবে তোমায় উপদেশ দিয়েছি মাত্র; পালন করা না করা তোমার ইচ্ছা। আমি "গুরু" এই ভাবে বল্‌লে, এত কথা বলতে হ'ত না,—"কেদার!—আমার আদেশ, যুদ্ধে ক্ষান্ত হও।" শুধু এই বল্‌লেই যথেষ্ট হ'ত কেদার! মনে যা আছে অনায়াসে বল্‌তে পার আমার অসন্তোষের ভয় করো না।

কেদা।—গুরুদেব! নিশ্চয় জানবেন, যে পথে অগ্রসর হয়েছি তা' হ'তে আর ফিরতে পারবো না,—আপনার পুনঃ পুনঃ নিষেধে, মনে যে, কি এক ভাবের আবেশ হচ্ছে—তা' বলতে অক্ষম; মনে হচ্ছে যেন কি একটা অদ্ভুত বিপর্য্যয় ঘটবে কি যে হবে তা' বুঝতে পারছিনা। প্রভো! শত শত বিপদ মস্তকে নিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু যুদ্ধে ক্ষান্ত হ'য়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারবো না। আজ আবার আপনার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা ক'চ্চি,—

"উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্ বিভাগে
বিকশতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে,
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নি,
স্খলতি ন খলু বাক্যং নাথ তে সেবকস্য"
গুরুদেব! দিশাহারা করিওনা আজি
কিঙ্করে তোমার; সত্য রক্ষিবার তরে
দাও বল, দয়া করে কর আশীর্ব্বাদ,
যেন উদ্‌যাপিত হয় নিদারুণ ব্রত
জন্মিলে মরিতে হবে; কে পারে লঙ্ঘিতে
অলঙ্ঘ্য বিধির লিপি। অসম্ভব সন্ধি—
প্রভো! অসম্ভব, যদি চাহে প্রাণ, পারি—
অনায়াসে পারি দিতে; কিন্তু পারি নাক
সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হয়ে দাসত্ব শৃঙ্খল.
পরিতে গলায়;—প্রভো ক্ষম অপরাধ,
উপায় করিতে হবে দেশের কল্যাণে (পদ ধারণ)।

গোঁ—কেদার! পুনঃ পুনঃ তোমার মহৎ উদ্দেশ্যে বাধা দিতে ইচ্ছা করি না। তোমার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হবে তা বলতে পারি না তুমি আমার অতি প্রিয়, তোমার মঙ্গলের জন্য সকল কার্য্যই করতে প্রস্তুত আছি সম্প্রতি আর কি করব?— মহাকালীর পূজা ভিন্ন আর উপায় নাই। তা'র আয়োজন করে দিয়ে যুদ্ধে যাত্রা কর, আমার আশীর্ব্বাদে তুমি জয়ী হবে আজ সোমবার, ঠিক নবম দিবসে মঙ্গলবার হবে, সেই দিবস তোমার এখানে উপস্থিত হওয়া চাই

—সে দিবসই মহাকালীর পূজা হবে। তবে এখন আসি (কেদারের প্রস্থান)।—জয়শ্রী লাভ হ'ক। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

কমলা।

মাতঃ! ভগবতি! দীনে দিনগতি!
অশেষ করুণা তব, এ অধিনী প্রতি
তব আশীর্ব্বাদে, এ ঘোর বিপদে,—
পেয়ে ত্রাণ, নিরাপদে, সবে হৃষ্ট মতি॥
সবে ফুল্ল মন, ফুল্ল দিক গণ,
ফুল্ল নদ নদী-বন
গাইতেছে ফুল্ল গীতি, সুন্দর প্রকৃতি।
ফুল্লিত এ ভাব, না হয় অভাব,
(মাতঃ) করো বিস্তারি প্রভাব,
তোর পদে সদা দাসী করে এ মিনতি,—
নগেশ নন্দিনী হৈমবতী.

কমলা।—জয়শ্রী মণ্ডিত আজি প্রাণেশের মুখ।
বিমান পূরিত জয় নাদে; হাসিতেছে
প্রতি বঙ্গবাসী সুখে,—শান্তির সঙ্গীত
গাইতেছে ঘরে ঘরে আনন্দে মাতিয়া।
স্বর্গসুখ তুচ্ছ অতি এ সুখের কাছে।

(কেদার রায়ের প্রবেশ)

কম —মহারাজ! এতক্ষণে দিলে দরশন?—
রাজলক্ষ্মী, তব অঙ্কগত শুনি, ছিনু
বসে উল্লাসিত মনে মেঘমুক্ত নভে
ফুটিলে কৌমুদীচ্ছটা, সুধা আশে যথা
পিয়াসী চকোরী! বল, নাথ! কেন এত
বিলম্ব তোমার? দাসীরে কি নাহি মনে?

কেদা —প্রিয়ে! সদা তুমি জাগ মনে, জাগে যথা
চপলা বারিদ বুকে,—কিন্তু কি করিব?
লক্ষ্মী আর সিংহাসনে ভুজঙ্গী নকুলী—
কোথায় প্রণয় দোঁহে?—

কম।— — — কেন হেন কথা
শ্রীপুর ঈশ্বর মুখে—কোন্ চিন্তাজালে
ব্যথিত হৃদয় আজ? শ্রীচরণদাসী
ভাসিছে সতত পতিপ্রেম হিল্লোলে
নাথ! কিবা হেতু তব অস্থির হৃদয়?—

কেদ।—প্রিয়ে! মানসিংহ আসিতেছে আক্রমণ
করিতে আমায়, তাই অস্থির হৃদয় (দাসীর প্রবেশ।)

দাসী —মহারাজ! আপনাকে যাবার জন্য মন্ত্রী মহাশয় খবর পাঠিয়েছেন।

কেদা —যাচ্ছি; আসি প্রিয়ে! নারি বিলম্বিতে আর
মন্ত্রী সেনাপতি আদি, সুসজ্জিত হ'য়ে
সমবেত সবে, বাঞ্ছে উপস্থিতি মম। (প্রস্থান)।

কম —যাও নাথ! বিশ্ব প্রেমে মত্ত হ'য়ে, বিশ্ব
কুর আপনার অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ

দাসী প্রেম, শক্তি কোথা বাঁধিতে তোমায় ?

সহচরীগণের প্রবেশ

সহচরীগণ,— গান।

তোর সাথে, কেন, সুলোচনা, হৃদে বেঁধে রাখিলে না,
বেদনা সহিছ প্রাণে,—(কেন) ছেড়ে দিলে বলনা॥
যেমনি এল, তেমনি গেল, মুখের কথা না ফুটিল,
প্রেমে তোমার নাইক' বল, (তাই) ধরে রাখতে পারিলেনা।
যাব মোরা তোরই তরে, আনব লো সই তারে ধরে
দেখব, কেমন যায় সে ছেড়ে, না পুরিয়ে বাসনা। (প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

মানসিংহের প্রবেশ

মান।—একে একে অধীনতা পাশে বদ্ধ যত
বঙ্গ রাজগণ ; শুধু শ্রীপুর-ঈশ্বর
কেদার স্বাধীন সেই লক্ষ্যস্থল এবে ;
কার্য্য সিদ্ধি হয় মম অধীনতা পাশে
বাঁধিতে পারিলে তাঁরে। যেরূপ বিক্রম
শুনিতেছি তাঁর, অতিশয় সুকঠিন
তাঁহারে আয়ত্তকরা। যত প্রজা তাঁর
রণমদে মত্ত আজি, ভুলি স্বার্থ, ভুলি
আত্মপর ভেদাভেদ জ্ঞান, স্বাধীনতা
রক্ষা করিবারতরে দেশের কল্যাণে.

দৃঢ়ব্রত সবে ; এ সময়ে জয়লাভ
অতীব দুষ্কর দূত হয়েছে প্রেরিত,—
অনুভবে বুঝিতেছি, যে উত্তর দূত
আনিবে বহিয়া। হেরি শৃঙ্খল কৃপণ
উঠিবে জ্বলিয়, তুমি শাণিত কৃপাণ
কেশরী বিক্রমে সবে উঠিবে গর্জ্জিয়া
ভেদবুদ্ধি বিনে তাঁরে নারিব আঁটিতে

(নবাব ঈশা খাঁ ও চাঁদ গাজীর প্রবেশ ও শিষ্টাচার প্রদর্শন

ঈশা —মহারাজ! একি ভাব!—প্রভাত-তপন
বিভা তব কিবা হেতু আবরিত চিন্তা
মেঘে?—সদা যুদ্ধ কার্য্যে যাঁহার জীবন,—
আজীবন যুদ্ধ বিনা যেবা নাহি জানে,
চিন্তা ক্লিষ্ট সেই জন—বড়ই আশ্চর্য্য

মান —নবাব সাহেব সত্য, চিন্তা জাগে মনে!
প্রেরিত হয়েছে দূত সংবাদ নাহিক
তার ; চিন্তা সেই হেতু কতক্ষণে হব
পূর্ণকাম, সেই চিন্তা হৃদয়ে সতত

চাঁদ —মহারাজ! ভালরূপে শ্রীপুর ঈশ্বরে
চিনি আমি। সারল্যের খনি হৃদি-খানি,
আহা! মনো বিমোহন ছবি, প্রাণ হয়
শীতলিত হেরি অই ছবি ; মধুধারা
করে বরিষণ তাঁর অমিয় বচনে।
অসাড় নিষ্পন্দ হয়ে র'বে মহারাজ!

একবার যদি হের তাঁরে। যুদ্ধ চাও
তাঁর সনে?—যুদ্ধ আর হবে না করিতে

ঈশা।—নবাব সাহেব! বাঃ—বাঃ—সেলাম, সেলাম
ভাই! রূপ বর্ণনায়—মানিয়াছে হার
যত যত কবিকুল! মুগ্ধ মোরা সবে
বর্ণন কৌশলে তব; ভুলে গেনু মোরা
পুরুষ কি নারী মন হ'তেছে আকুল
মিটা'তে পিপাসা। ভাই! আর বর্ণনায়
নাহি প্রয়োজন; যদি ডাকে বিরহের
বাণ, থাকা হবে ভার, বিঘোর পাথারে
ঘুরে ঘুরে মরিব কি শেষে সবে মিলে?

চাঁদ।—কৌতুক করিছ ভাই! মিথ্যা কি বর্ণনা?—

ঈশা—আরে বাপ!—মিথ্যা কেন?—বর্ণন চাতুর্য্যে
নবাব সাহেব সুচতুর অতি; শত
শত ধন্যবাদ আপনারে। আইবুড়
বুঝি মহারাজ, তেঁই বাসনা অন্তরে
'সুন্দর নাগর রূপ করিয়ে বর্ণন
ভুলাবার তরে,—পক্বকেশ মহারাজে। (দূতের প্রবেশ)

মান—নবাব সাহেব! ক্ষান্ত দিন, কহ দূত
এত পরিশ্রমে কিবা করেছ সঞ্চয়

দূত—এই নিন্ মহারাজ, পত্রোত্তর তব। (পত্র প্রদান)
মহারাজ! ক্রোধে ফাটে বুক কি কহিব?—
হইনি কখন' হেন অসম্মান, দূরে
নিক্ষেপি লজ্জাপ পদাঘাতে সত্বরে

শাণিত কৃপাণ চুম্বি কহিল আমায়
যাও, কহ গিয়ে মানে লইনু কৃপাণ,
যজ্ঞ হবে অবসান তাঁর কিম্বা মোর
মুণ্ড পূর্ণাহুতি দানে রণ যজ্ঞানলে।

মান।—বটে;— (পত্রপাঠ)
"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ।"
"পশুরেব নান্যঃ" কি এত দূর!—
দূত আজ্ঞা দেহ সবে সুসজ্জিত হ'তে।
নবাব সাহেব! বীরবীর্য্য প্রকাশিতে,
সাধিবারে, বাদসাহ হিত উপযুক্ত
অবসর এই সবে, আসুন সত্বর
সুসজ্জিত হ'য়ে পূর্ণ দল বল ল'য়ে

নেপথ্যে।—রণ বাদ্য ও জয় বঙ্গেশ্বরীর জয়! জয় মহারাজ কেদার রায়ের জয়

মান।—বীরগণ! অই শোন,—অই শোন ঘন
ঘন তূর্য্য ধ্বনি, জয়ধ্বনি বঙ্গসেনা
দলে; চল, চল অবিলম্বে সবে মিলি—
নাহিক সময় আর;—অচিরে সবার
জয়ধ্বনি মিশাইতে ঘোর হাহারবে।
চলহ সত্বর, বল বল সবে,—জয়
বাদসাহ জয়, জয় দিল্লীশ্বর জয় (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পূজাবাড়ী -পূজামণ্ডপ।

মহাকালী স্থাপিত (পঞ্চমুখ অ ট হাত)।

পরিজনগণ ও বাদ্যকরগণ ইত্যাদি দণ্ডায়মান

পুষ্প ডালা হস্তে সখীগণের প্রবেশ।

সহচরীগণ — গান।

তাড়া'য়ে অলি এনেছি তুলি
বাছিয়া বাছিয় কুসুমগুলি
আয় সবে মিলে, মন-কুতূহলে
মহামায়া পদে দি'গে অঞ্জলি
জয় দে রামা বরদে বামা
জয় জয় জয় হর মনে রমা
বল বদন ভরি শিব নী শঙ্করী
শুভদে, বরদে, ব মদে কালী
বি'দ হারিণি, বিপদ নাশিয়ে
রাখিবে সবারে কোলেতে তুলি

১-লে —ওরে পূজার আয়োজন করেদে, গোঁ সাঞি ঠ কুর আসছেন

২-লো আজ্ঞে, সমস্তই প্রস্তুত আ ছে (পান চিব ইতে চিবাইতে খড়ম পা'য়ে গোঁ সাঞি ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ, সকলের প্রণাম)

গোঁসা —তোমাদের কামনা সিদ্ধ হ'ক পূজার সব প্রস্তুত?

১-লো —আজ্ঞে, সমস্তই প্রস্তুত

গোঁসা —(ফুল, বেল প ত্র ইত্যাদি একত্র করিয়া প্রতিমার চরণে

নিক্ষেপ পূর্ব্বক) নির্ব্বংশের বেটী তোর পূজ' ধর।
আশীর্ব্বাদ নে, কেদার কোথায়?—আশীর্ব্বাদ নিতে বল।

১ লো —প্রভু, পূজ' হ'ল?—

গোঁসা —হাঁ—আশীর্ব্বাদ নেও (আশীর্ব্বাদ প্রদান)
কই কেদার এ'ল না, বিলম্ব ক'চ্চে কেন?—(কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া) ওঃ—বুঝেছি, অবিশ্বাস—অবিশ্বাস—পূজা হয় নি,—মা'র পূজা হয় নি বলে অবিশ্বাস,—আমি পূজা করেছি তা'তেও অবিশ্বাস আমার প্রতি অবিশ্বাস, আমায় অভক্তি, গুরুর প্রতি অভক্তি?—হুঁ—হুঁ—কেদার! এতদূর হয়েছে? আমি গোঁসাঞি ভট্টাচার্য্যি—এই বঙ্গদেশে আম'য় কে না জানে? মাঞিপারের কালীবাড়ী কার কীর্ত্তি? —আমায় চেন না?—হারে মূর্খ! কার বলে এত বলীয়ান্?—মূর্খ, নয় দিন যুদ্ধে জয়ী হয়েছ—গর্ব্বে স্ফীত হয়েছ, চক্ষে দেখতে পাও না, গুরুকে গুরু বলে জ্ঞান কর না?—পাষণ্ড! তোমায় অনেক হিতোপদেশ দিয়েছিলেম, মদগর্ব্বে সে সমস্ত উপেক্ষা করেছ, তখনই জানি তোমার ইষ্ট নাই। চরমে উঠেছে—গর্ব্বের মাত্রা চরমে উঠেছে,—মূর্খ!—আমার নিজ তেজ—ব্রহ্মতেজ তোমায় অর্পণ করেছিলেম, যোগবলে—মহামায়া মহাশক্তি আকর্ষণ করে,—তোমায় অর্পণ করেছিলেম তাই যুদ্ধে জয়ী হয়েছ নৈলে তোর মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাধ্য কি যে, বাদসাহকে পরাজিত করে? রক্ষা নাই, তোর আর রক্ষা নাই—পাষণ্ড! দেখ—মা'র পূজা হয়েছে কি না—একবার চেয়ে দেখ—(কোশা লইয়া প্রতিমার বক্ষে আঘাত ও রুধির নির্গম)

সক।—হ—হা—কি করলেন ?—কি করলেন ?—সর্ব্বনাশ করলেন ?—(প্রস্থান)

গৌসা —হা—হা—হা—কি করলেম কি করলেম ? পাষণ্ডেরা একবার চেয়ে দেখ কি করলেম। পূজা হয়েছে কি না চেয়ে দেখ তোদের গর্ব্বিত মূর্খ রাজাকে যেয়ে বল পূজা হয়েছে কি না ? রুধির—রুধির রাজার রুধিরে রুদ্ধ হবে রুধির প্রবাহ বংশলোপ হবে, নির্ব্বংশ হবে, রাজ্য রাজধানী সব ধ্বংস হবে সব ছারখার হবে, কিছুই থাকবে না—লোপ—লোপ—সব লোপ হবে (প্রস্থান)।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

শ্রীমন্ত প্রবেশ।

শ্রীম —গিয়েছিনু বাদশাহ শিবিরে, নারিনু
প্রবেশিতে ; এনু ফিরে বিহ্বলিত হয়ে
প্রাণ ভয়ে, চতুর্দ্দিকে উঠিল গর্জ্জিয়া,
জয় জয় রবে বঙ্গ সেনাগণ, রোধি
গমন আমার হেন প্রচণ্ড আরাব
শুনিনি শ্রবণে কভু ;—পরাজি অযুত
অশনি সম্পাত বঙ্গসেনা গরজন
প্রাণে প্রাণে প্রাণ ল'য়ে হয়েছি সক্ষম
পলাইতে আজ আর কতদিন হেন
সশঙ্ক অন্তরে কাটাইব কাল ?—বৃক্ষ-

পত্র নড়ে যদি উঠি চমকিয়, চাহি
সভয় অন্তরে চারিদিকে ; শূন্য বিনে
দৃষ্ট নাহি হয় কিছু ; বহে বায়ু, মনে
হয়, কেহ বুঝি কিছু কহিছে আমায়,—
সন্তর্পণে পাতি কাণ শুনিতে কাহিনী ,—
কিন্তু শোনা নাহি হয়, শূন্যোদ্ভববাণী
মিশি বায়ু সনে পুনঃ শূন্যে মিশে যায়
কত ভাবি কেন হেন হয় ?—ভাবনায়
বাড়ায় ভাবনা, নাহি হয় স্থির কিছু
ভাবিতে ভাবিতে ভেসে ভাবনা সাগরে,
নাহিক ঠিকানা—কোথা হ'তে কোথা যাই ।
নূতন নূতন ভাবে মোহে কভু, কভু
সুখস্বপ্ন উঠে হৃদি পটে, তদগত
হয়ে, থাকি ডুবে, চক্ষু বুজে স্বপ্ন পাছে
ছুটে যায় কিন্তু, কোথা হ'তে আসি পুনঃ
দুর্ভাবনা ভেঙ্গে দেয় সুখ-স্বপ্ন ঘোর
শিহরি আতঙ্কে অতি সন্ত্রাসিত মনে
(ইতস্ততঃ পরিক্রমণ ও শ্রীমতীর প্রবেশ)

শ্রীমতী —একি, নাথ ! তুমি বসি হেথা ? বাল, প্রৌঢ়
স্থবির যুবক সবে মত্ত আজ, রঙ্গ
মত্ততায়,—আর তুমি শ্রীপুর অমাত্য—
নির্ভাবনে,—নিরজনে বসি নিজ কক্ষে ।

শ্রীম —ভাবনা !—ভাবনা !—শক্তি কোথা ও বিচার ?
অহরহঃ জ্বলিতেছে ভীষণ অনল—

পাপে,—প্রাণ পুড়ে ছাই,—প্রতিহিংসা আর
কিসে বা মিটাই ?—

শ্রীমতী — — — কই নাথ, নিরুত্তর
কেন ?

শ্রীম — কি উত্তর ?—উত্তরের আছে কি বা ?

শ্রীমতী —নাথ! শ্রীচরণে যাচে দাসী, বল তারে—
কিবা হেতু অন্যমনা এত ? কি হয়েছে ?

শ্রীম ৷ দাসী —কেবা দাস—কেবা দাসী —ভুয়োবাজী
সব কেবা চাকে কারে ? নিজ নিজ স্বার্থে
দৃষ্টি সবাকার কেবা স্বার্থ হীন ?—ঘোর
স্বার্থময় এ জগত তবু "স্বার্থ"—দুটী—
বর্ণ ঘৃণা উত্তেজক। পরস্পর একে
অন্যে "স্বার্থপর" বলি দেয় গালাগালি
সুন্দর বিচার—অধিষ্ঠিত উচ্চাসনে,—
রাজাসনে তাই তার নাহি কোন দোষ
শোভা পায় যাহা করে, রটয়ে সুনাম—
সুন্দর বিচার—উচ্চ আশা হৃদে পোষে,
করিবে অর্জ্জন উচ্চ যশ, স্থিরতর
রবে সিংহাসন; জয় জয় রবে পূর্ণ
হবে বসুন্ধরা, মহাবীর বলে হবে
খ্যাত; কত শত প্রাণ, নিরীহ প্রজার
দিবে বলি অবহেলে, তবে পরাজিবে
বাদসাহে; এও যদি নহে স্বার্থ তবে
স্বার্থ কিবা আর ?—বেশ সুন্দর বিচার,—

যাহা একে দেয়, শুধু তাহা অন্যে লয়েছে
আমি দোষী কিসে তবে জগতের কাছে?
"সিংহাসন আশা" যদি জাগে হৃদে, তাহে—
দোষ কেন হবে মোর?—"রাজা" নহি আমি,—
তেঁই দোষী আমি;—ধিক্ ধিক্ শত ধিক্
ধরণীর একধারা এহেন বিচারে —(পরিক্রমণ)।

শ্রীমতী —একি ভাব?—নাহি কথা, নাহি দেয় সাড়া!
মনে মনে কি ভাবিছে? নীরব ভাষায়
কি বলিছে কারে নারি বুঝিবারে কিছু
সুনিশ্চয় দুর্বাসনা জাগিছে হৃদয়ে
তাঁর, নহে কেন হেন ভাব?—আত্মহারা
হ'য়ে, আছে ডুবে ঘোর চিন্তা পারাবারে।
কলের পুতলি প্রায় চলিছে ফিরিছে;—
হেন কি গভীর চিন্তা, বাহ্য জ্ঞান হারা
যাহে? (গা ঠেলিয়া) প্রাণেশ্বর! আজ একি ভাব তব?

শ্রীমন্ত।—(চকিতে) কে, শ্রীমতি! কিবা চাহ? হেথা কেন তুমি?
ভোগ লালসার হবে সময় যখন
দেখা পাবে মম, যাও এবে নিজ কক্ষে।

শ্রীমতী।—প্রাণেশ্বর!—

শ্রীমন্ত — — প্রাণেশ্বর, ধরণী-ঈশ্বর,
শ্রীপুর-ঈশ্বর, বঙ্গেশ্বর, দিল্লীশ্বর
অনেক ঈশ্বর শুনিয়াছে কানে, আর
নাহিক বাসনা শুনি ঈশ্বর ঈশ্বর,—
বিনে এক শ্রীমন্ত খাঁ শ্রীপুর ঈশ্বর

শ্রীমতী —দাসী—

শ্রীম।— — দাসী, মাসি, পিসি, আসি, রসি, শশী,
রাশি, রশি, দোষী, হাসি, খুসী, বাসি, বাঁশী,
শুনিয়াছি অনেক "সি" আর "সি"তে নাহি
প্রয়োজন। নিজ স্থানে করহ গমন।

শ্রীমতী।—নাথ—

শ্রীম।— — ফের কহ বাত্, মার দেগা লাথ্

শ্রীমতী —হায় ভগবান! একি,—একি ভাব আজ?—
অস্থিরতা উন্মত্ততা হেন দেখি নাই
কভু;—কোন কুহকের বলে হেন দশা
পতির আমার কিছু বুঝিতে না পারি
মাতঃ ভগবতি! দীনে দীনগতি দেখ
পায়ে কিঙ্করীরে ঠেলনাক' দুহিতায়।
প্রাণেশ্বর! কোন দোষে দোষী তব দাসী?—
কেন এত ঘৃণা মোর'পরে? কি হয়েছে?—

শ্রীম —না-না-হেথা মোরে আর দিলে না থাকিতে।
সুখ চিন্তা সরে সুখে ছিনু সাঁতারিতে
ভেসে ভেসে;—কত আশা, উচ্চ আশা যত্নে
বাঁধিনু হৃদয়ে কল্পনার সুমোহন
সূত্রে—দিলে সব ছিঁড়ে দিলে।—এতক্ষণ
বসে বসে, ভাবি ভাবি সঙ্কল্প করিনু
যাহা, সব—সব দিলে উলটি পালটি
হায়! কত কত সুখ অট্টালিকা, কত
কত রম্য উপবন, কত কত দুর্গ

প্রাচীর পরিখা যত্নে করিনু নির্ম্মাণ ;—
বসিলাম সিংহাসনে চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য
পেয়ে করিলাম তুষ্ট কত শত জনে —
আহা ; কি মধুর রব চাকুম্ চাকুম্
চক্ চক্ হপ্ হাপ্ জুড়া'ল' প্রাণ! —
কত নদ, নদী, গিরি, বন, দেশ, গ্রাম
করিনু ভ্রমণ চতুর্দ্দোলা'পরে, মৃগ,
মৃগশিশু আদি কত করিনু হনন ,—
জয় জয় রবে পূর্ণ দিক দেশ যত ;—
হেন কালে, নারী বিষধরী অকস্মাৎ
ঢালি বিষ ছারখার করে দিল মোর
কল্পনা সম্ভূত যত সোনার স্বপন
হারে—নারী !—এ সময়ে কেন হেথ এলি ?—
কেন ছিঁড়ে দিলি, এক এক করে যত্নে
ধরা কল্পনার অতি সূক্ষ্ম সূত্রগুলি ?—
প্রেম শয্যা বিনে নারী মুখ দেখিবার
নাহি হয় প্রয়োজন ; যারে নারী দূর হ'য়ে।—
চিন্তা শক্তি নাহি যার ;—কেবা চাহে তারে ?—
চিন্তা শক্তি নাহি যার, তার সনে বাদ
প্রতিবাদে কি মীমাংসা হ'তে পারে স্থির ?—
যতেক জঞ্জাল নারীকুল স্থপদের
পদে পদে। হেন তেন যুক্তি হীন শত
শত কথা কয় ;—ভাবে তারা, তারা বোঝে
সব ; নহে যুক্তি হেন নারী সঙ্গ আর। (গমনোদ্যত

শ্রীমতী —কোথা যাও, শুনে যাও—(বাধা দেওয়া)

শ্রীমন্ত — — — শুনিবার নহে

এ সময়, যেতে দাও, কার্য্য গুরুতর

অতি ; হবে দেখা, পুনঃ, অবসর মতে (প্রস্থান)

শ্রীমতী —চলে গেলে,—চলে গেলে ফাঁকি দিয়ে চলে
গেলে ? খুলিলে না তব মনের কবাট ?—
প্রাণেশ্বর ! ভেবেছ কি মনে, বোঝে নাই
দাসী ?—যদি বুঝিবার শক্তিই না হবে—
তবে দাসী কিসে তব ?—কিসে অর্দ্ধাঙ্গিনী ?—
তব অন্তস্থল ভেদী অন্তরের ভাব
নিতে যদি শক্তিমতী নাহি হব, তবে
অর্দ্ধাঙ্গিনী এ গৌরব কেমনে করিব ?—
তব ভাবে ভাবময়ী, লুকাবে আমারে ?—
প্রাণের যতেক কথা লইব প্রাণের
টানে টানি। কুহকিনী পাপ উচ্চ আশা
ভুলা'য়ে তোমার তব হৃদে লইয়াছে
বাসা —তন্ময় করি রেখেছে তোমায়।
হবে রাজা,—সিংহাসনে বসি রাজ্য ভোগ
করিবে সম্ভোগ ?—ছি ছি ?—হেন পাপ আশা
হৃদয়ে তোমার ?—দয়া, মায়া, স্নেহাদিতে
পূর্ণ হৃদি ; দান, ধ্যান, যাগ, যজ্ঞ ব্রত,—
দেব-দ্বিজে পূর্ণ ভক্তি ; হেন দেব তুল্য
রাজা, তাঁর অমঙ্গল বাসনা তোমার ?—
তাঁর সিংহাসনে আশা ?—এই মনুষ্যত্ব

তব ? এই কৃতজ্ঞতা ? ছি, ছি নাথ ! কোথ
প্রাণপণে রাজহিত করিবে সাধন ;—
প্রাণপণে রাজকার্য্য, রাজ আজ্ঞা সদা
করিবে পালন,—র'বে রাজ-অনুগত
জীবনে মরণে ;—তা'না করে, ঘুরিতেছ
নীচ পশুপ্রায় তাঁর অহিত চিন্তায়—
কর্ম্ম ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে ! হবে নাক'
তাহা যতদিন দাসী জীবিত থাকিবে।
কেমনে ফিরাই, কোথা যাই, কার্য্যসিদ্ধি
কেমনে বা করি !—"পতিরেব গুরুঃ স্ত্রীণাং"
পতি গুরু—পতি শ্রেষ্ঠ—পতিই দেবতা,
বিরুদ্ধে তাঁহার আজি চলিব কেমনে ?
কি করি এখন ? তাঁরে কেমনে নিবারি ?
পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে লভেছি জনম,
তাঁর হিতে হিত মম অহিতে অহিত
ফিরাব, ফিরাব তাঁরে, সুনিশ্চিত পাপ
পথ হ'তে মাতঃ ভগবতি বল দাও
শক্তি দাও, ফিরাইতে পতি মন-গতি।
দেখ দেখ গো মা ! রেখ মোর মুখ, সতী
হয়ে, সতী গর্ব্ব যেন খর্ব্ব করোনাক' (প্রস্থান)।

পটক্ষেপণ

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

লোহিত কক্ষ।

কোচের উপর কেদার রায় শয়িত, পদতলে কোচে হেলান দিয়া
রাণী নিদ্রিতা —শূন্যে বঙ্গমাতার আবির্ভাব

বঙ্গমাতা— গান।

এ সময়ে কাল সমরে, যেওনারে যদুমণি,
দুঃখ দিয়ে মম প্রাণে
অভাগিনী ভাগ্যদোষে সকলেই গেছে ছেড়ে
মিশে কাল কাল সনে।
ব্রহ্মশাপ, গুরুশাপ আছে বাপ তোরে ঘিরে,
নিদারুণ মনস্তাপে অকালে নাশিবে তোরে
সদা এই উঠে মনে, বহে ধারা দু'নয়নে (অন্তর্ধান)

কেদা —গেল, গেল, সব গেল, যাব নাকি আমি?
যাব না—যাব না কেন? কীর্ত্তি, যশঃ, মান
সম্ভ্রম, সম্পদ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সব যদি
গেল,—কেন আর রব আমি? কা'র তরে
র'ব? নিবারণ—কার নিবারণ কেবা
শোনে? সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফলে যায়
আসে কার' মুখাপেক্ষা করেনি কখন'
কেহ কত পতি, পত্নী শোকে হাহাকার
করে;—কত মাতা কত পিতা একমাত্র
পুত্রশোকে করে হাহাকার, ঢালে অশ্রু

অবিরল ধারে ;—কই, কবে শুনিয়াছে
কেব কার হাহাকার ?—কবে আসিয়াছে
কেব নিবারিতে অশ্রুধার ? মরে রাজা—
সর্ব্বদেশময় উঠে হাহাকার ধ্বনি
অহরহঃ হাহাকার চলিছে পৃথিবী
ব্যাপি ; কা'র "হাহা" কেবা শুনিয়াছে কবে ?
নশ্বর জীবন তবে রাখি কার তরে ?—
ছিছি! যশ বিনিমিয়ে অপযশ আজ
করিব সঞ্চয় ? না-না এ তিজ্ঞা লঙ্ঘন
হবে না আমার কালি প্রাতে মহামায়ে
করি নমস্কার অগ্রসর হব রণে (শয়ন)

কম —একি! কেন হেন ভাব ? মহারাজ! একি—
নিদ্রাগত! এইমাত্র উঠি বিচরণ
করি পুনঃ নিদ্রাঘোরে ঘোর অভিভূত!
নিদ্রাঘোরে স্বপ্নমোহে করিছে প্রকাশ
মনের আবেগ যত! হবে কি উন্মাদ ?

কেদা —হা-হা-গুরুদেব! গুরুদেব! একি কর,
একি কর ? কার প্রতি খড়্গ উত্তোলন ?
আঘাত করিবে কারে ?—কারে ?—মহাম য়া
বক্ষে ?—ন না করো'নাক' হেন কাজ! যাঁর
মায়াবলে হইয়াছে সংসার সৃজন ;
যাঁর কৃপাবলে হেরি সংসার সুষমা ;—
যাঁর কৃপাবলে সুখে কাটি'তেছ কাল ;—
যাঁর নামে মহাবিদ্যা সিদ্ধি লাভ তব ;—

প্রভো! যাঁর কৃপাবলে গৌরব অর্জ্জন ;—
যাঁর শক্তি শ্বাসে শ্বাসে কোটী কোটী জীব
উৎপত্তি বিলয় ;—যাঁর প্রতি লোম কূপে
অনন্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের স্থান ;—
সেই জগৎ-প্রসূ, জগন্মাতা মহামায়া
আদ্যাশক্তি নারায়ণী বক্ষ'পরে দেব !—
করিবে আঘাত ?—না না, গুরুদেব ! পায়ে
ধরি তব, কভু করোনাক হেন কাজ (হাঁটু গাড়িয়া বস)
(উঠিতে২) শুনিলেনা, শুনিলেনা, করিলে আঘাত !
গেল—গেল—সব গেল ;—ওরে কে আছিস্
কোথ ?—পালা, পালা শীঘ্র রাজ্য ছাড়ি সবে,
হায়! এ রাজ্যের আর নাহিক নিস্তার (কাঁদিতে২ শয়ন)
কম।—উন্মাদ লক্ষণ ! কিবা করি এবে ? দগ্ধ
হৃদি অনুতাপানলে স্মরি গত কথা।
নারী আমি, জ্ঞান বুদ্ধি হীনা ; কেমনে বা
দূরি বল স্বামী-হৃদি ভার মানসিংহ
কেশরীবিক্রমে বসে দ্বারে ; প্রাতে যুদ্ধ ;
সৈন্যগণ বলহারা হবে, মহারাজে
দেখিতে না পায় যদি। কে রাখিবে সবে ?
কে দিবে উৎসাহ ?—নিজে পারি সব, কিন্তু
কা'র 'পরে দিয়ে যাব মহারাজ ভার ?—
মহারাজ ! এ সময়ে ধীরতা, সমতা
বিসর্জ্জন দিয়ে উন্মত্তের প্রায়, হলে
দিশাহারা ? হায় ! নারী কি করিতে পারি ?

মা—মা! তারা, দুঃখহরা সঙ্কটনাশিনি!—
কোথা তুমি?—মাগো! কৃপাময়! আশুতোষ
মনহরা—তোর কৃপা বিনে এ দুস্তরে
উপায় নাহিক আর—কৃপাবারি দানে
রাখ, রাখ গো মা তারা! এ দীন সন্তানে।

কেদা।—ও কি! ও কি রক্তবর্ণ অতীব ভীষণ—
ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ বেগে, ও কি ব'য়ে যায়?
রুধির—রুধির তাই রুধির, রুধির—
কার, কোথা হ'তে আসে?—ও কি, ক্ষীণ ধারা
পুষ্ট ক্রমে—ক্রমে পুষ্ট কলেবর—বেগ
বাড়িছে ক্রমশঃ, উর্দ্মিদল ফেণরাশি
করিতেছে উদ্গিরণ ঘাত প্রতিঘাতে।
ক্রমেই ভীষণাকার ধরিছে প্রবাহ—
প্রলয় পয়োধি জল তরঙ্গের প্রায়
কত দেশ, কত গ্রাম ভাঙ্গি চূর্ণি, প্রতি
তরঙ্গ আঘাতে অতি খরতর বেগে
চলিছে বহিয়া। ও কি!—ক্রমে অগ্রসর
এই দিকে কেন?—ঐ যা;—ভাসিল শ্রীপুর—
হায়! হায়! রাজা, প্রজা, রাজধানী সব
দিশ ছারে খারে যত প্রজাগণ, সবে
উঠিছে নাবিছে প্রতি তরঙ্গে তরঙ্গে,
হাবুডুবু খেয়ে, রুদ্ধশ্বাসে করিতেছে
ভীষণ চীৎকার। হায়!—কেমনে রে রক্ষা
করি সবে?—ধিক্ ধিক্—শতধিক্ মোরে।

রক্ষিতে আপন প্রজা শক্তি নাহি মোর।
পারিনা পারিনা আর দেখিবারে হেন
ভীষণ দর্শন মা—মা! রক্ষ কর রক্ষা
কর মোরে;—লও—লও মাগো রাঙা শির
রাজরক্তে রুদ্ধ করি রুধির প্রবাহ—
রক্ষা কর,—রক্ষা কর প্রজাকুল প্রাণ (পুনঃ পতন)

কম।—কি করি এখন হায়—মাগো! মহেশ্বরি!
তুমি বিনে অধীনের নাহিক উপায়।

গান।

এ সময়ে কোথা শ্যামা ডাকিছে দুহিতা তোমা
দয়া করে দিয়ে দেখা, হর দুঃখ দুঃখ-হরা
বল মাতঃ! কিবা তরে, ঘুরে ফিরে বারে বারে
ফেলিছ বিপাকে মোরে, দিয়ে দুঃখের পসরা
বারে বারে তোমা ডাকি, যদি গো মা! দিবে ফাঁকি,
তুলে নে মা প্রাণ পাখী, কর নাক' পতি ছাড়া
পতি মম ধ্যান জ্ঞান, পতি মোর প্রাণের প্রাণ
করিয়ে করুণা দান, তার তাঁরে, ওমা তারা॥

দেওয়াল ফাটিয়া মহামায়ার পুনঃ আবির্ভাব।

মহা।—বৎস! শক্তি কোথা দেখা দিতে? রুষ্ট গুরু
যার, দেখা দিতে তারে নাহি অধিকার।
গুরু কৃপা বিনে নাহি হবে প্রতিকার
গুরুরোষ প্রতিকারে কর প্রতিকার। (অন্তর্ধান)।

কম।—মা—মা—কি কহিলি? গুরু কৃপা বিনে নাহি
হবে প্রতিকার? হায়! কোথা পাব তাঁরে?

সে যে গেছে চলে, পায়ে ঠেলে আমাদিগে।
গুরুদেব! গুরুদেব! অন্তর্যামী তুমি,—
একবার দেখ এসে শিষ্যের দুর্দ্দশা।
তোমার আশ্রিত হয়ে তব কৃপা ছায়া
হ'তে, কোন্ ভাবে যাপিতেছে দিন। প্রভো!
কৃপা করে দেখা দিয়ে কর প্রতিকার।

কেদা। —অনল—অনল, লকলকি জিহ্বা মেলি,
ঐ দিকে আমায় বেড়ি চারিদিক —করি
আস্ফালন আসিতেছে ভীম গর্জ্জনে
ভীষণ অনল রাশি বিভীষণ বেগে।
ক্রোধানল, ক্ষুধানল, দেবী কোপানল,
সমর-অনল সব হয়েছে একত্র—
পরস্পর পরস্পরে সাহায্য কারণ
হায়! কোথা যাব? কিসে হবে পরিত্রাণ?—
ওকি! কিও!—আবির্ভাব অনল-সাগরে
কার?—এ যে মহাবিদ্যা!—সুসজ্জিত সব
পর পর অহো শোভা অতি চমৎকার!—
কি সুন্দর, কি সুন্দর, আহা, কি সুন্দর!—
কে প্রবেশে?—কে প্রবেশে মন্দিরে?—কেদার?—
বেশ, বেশ, মাতৃভক্ত তুমি, তুমি পার
প্রবেশিতে কর স্তব, স্তবে তুষ্ট কর
মহামায়া; ছিন্ন-মস্তা—ছিন্ন-মস্তা-পদে
কর নমস্কার হবে সমর কল্যাণ।
ওকি! ত্রিমূর্ত্তির আবির্ভাব পুনঃ—কারা

এরা ?—অস্ত্র হাতে কেন ?—কে তোমরা ?—কিবা
হেতু হেথা আগমন ?—বিধর্ম্মী দু'জন,—
হিন্দু একজন   কে—কে এরা ?—শ্রীমন্ত খাঁ !—
শ্রীমন্ত ! শ্রীমন্ত ! ব্রহ্মবংশোদ্ভব হ'য়ে,
মায়ের মন্দিরে প্রবেশিলে বিজাতীয়
সহ !—ছি ছি !—একি রীতি তব ?—ধর্ম্মাধর্ম্ম
জ্ঞান নাই তব ?—কোন্ কার্য্য সাধিবারে
চাও ?—কি ইঙ্গিত করিতেছ তুমি ?—ওহো !—
বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি আসিয়াছ হেথা
গুপ্ত হত্যা তরে ?—যাও—যাও—চলে যাও—
নাহত কেদার মাতৃপদে গুপ্ত হত্যা—
নহে এসময়। ও কি কর ?—ও কি কর ?—
ঐ যা—সর্ব্বনাশ হলো—ভূপাতিত মাতৃ-
পদতলে মহারাজ কেদার ভূপাল
হাঃ—বঙ্গের শেষ আশা—শেষ দীপ গেল,
নিভে গেল, ফুরাইল সব চির-তরে।
শ্রীমন্ত ! শ্রীমন্ত ! পুনঃ একি অভিনয় !—
রাজহত্যা করি মিটেনিকি আশা ?—ছিন্ন—
মুণ্ড লয়ে করিতেছ পলায়ন !—ওরে—
কে আছিস্ ধর ধর, রাজমুণ্ড চুরি
করে নেয় মানসিংহে করিতে অর্পণ !—
এলনা, এলনা কেউ মুণ্ড উদ্ধারিতে —
ধিক্-ধিক্-শতধিক কুজন্ম সংসারে। (পুনঃ মূর্চ্ছা)
[illegible]—একি ! কহে রাজা ?—একি মনের বিকার—

প্রলাপ বচন?—কিম্বা প্রকাশিছে, যত
প্রহেলিকা রাশি ভবিষ্যৎ গর্ভে যাহা
আছয়ে নিহিত　কি ভীষণ পরিণাম
অবশেষে বুঝি এই আছে ভালে?—হায়—
গুরুদেব! গুরুদেব　আজ্ঞ আছে তব
দাসী প্রতি, দিবে দেখা বিপদ সময়ে
পতিত বিপদে ঘোর; কৃপা করি দাসী
প্রতি, দেও দেখা, একবার শুধু এক—

(গোঁসাঞি ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

গোসা—ম—

কম।—গুরুদেব—গুরুদেব!—রক্ষা কর—রক্ষা
কর মোরে　দেখ চেয়ে শিষ্যের দুর্দ্দি॥
তব, কোন অবস্থায় কেমনে চরিছে
কাল　রক্ষা কর গুরুদেব।—তব কৃপা
বিনে শান্তি নাহি আর, বিকৃত মস্তিষ্ক
অবিরত কহিতেছে প্রলাপ বচন
সুস্থ কর, শান্তি দাও শিষ্যে তব; নহে
জানিও নিশ্চয় প্রভু—অর্শিবে তোমায়
নারী হত্যা—শিষ্য হত্যা পাপ　মুক্ত কর—
মুক্ত কর সবে প্রভু　শান্তি-বারিদানে
ধরি তব পায় কৃপা কর অধীনীর
প্রতি, কর প্রত্যাহার অভিশাপ তব।

গোসা।—বৎসে, শোন, আমার বাক্য অন্যথা হবার নয় বিশেষতঃ দেবী রক্তে রঞ্জিত যে পুরী, সে পুরীর মঙ্গল হতে পারে

না। রাজবংশ নিশ্চয় লোপ হবে, কিন্তু, কীর্ত্তি, যশঃ সমস্তই অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। তবে তোমার অনুরোধে তোমার পতিকে আমি মুক্ত করে দিচ্ছি (কেদারের মস্তকে হস্ত প্রদান ও অন্তর্ধান)।

কম।—একি! প্রভু, অকস্মাৎ কোথা গেলে চলে?

কেদা।—ভেঙ্গে গেল সুখ-নিদ্রা, প্রভাত সমীর
বহিতেছে ঝির্ ঝির্ শীতল শরীর
কাকলীর কল নাদে ফুল্ল মন প্রাণ
বিভু গুণ গানে মত্ত জনে জনে, বিভু
বিভা-প্রকাশিত দেবী উষার ললাটে
ফুল্লিত প্রকৃতি, নব উষা—নবভাবে
জীব কুল রত সবে আপন আপন
কাজে। যাই, প্রাতঃকৃত্য করি সমাপন,
হইগে' প্রস্তুত, মহামায়ে! নমস্কার
কার স্মরি দুর্গানাম রণ-স্থলে দিতে
ঝাঁপ (গমনোদ্যত)

কম — — কোথা যাও? আজ যেওনা সমরে।
ক্ষুধিত কেশরী সম ব্যাদিত বদনে
কালরূপী-কাল এ সময় লইবারে
তব প্রাণ।' ক্ষান্ত দাও রণ, আজিকার
তরে শুধু। যেও কাল করিব না মানা।

কেদা।—একদিনে কোন ইষ্ট হইবে সাধন?
মৃত্যু তরে কেন ভীত, মৃত্যু কি হবে না
আমার?—আজ বা কাল মৃত্যু কোলে যেতে
হবে মোরে। প্রিয়ে, শুরু যারে বাম, ইষ্ট

তার নাহি এসংসারে। দেবীর প্রসাদ
নাহি ভাগ্যে তার শত শত বর্ষ যদি
মা-মা বলে, মাথাকুটে, চীৎকারে-চীৎকারে
বিদারে গগন, তবু হবে নাক' দয়া
তাঁর। তবে বৃথা কেন কাল দিব ? যায়,
দিন যায়। পূর্ণ হ'ক—পূর্ণ হ'ক—গুরু—
অভিশাপ, রণ যজ্ঞ হ'ক অবসান।—
রুদ্ধ হ'ক মহামায়া রুধির প্রবাহ
রাজার রুধিরে

কম — — প্রাণেশ্বর! মৃত্যু ভয়ে
নহি ভীত। জানি মৃত্যু হবে একদিন
ছিল ইচ্ছা লভিবারে দেবীর প্রসাদ।
তাহে যবে নাহি তব মন, পূর্ণ হ'ক
বিধির লিখন যাও, দিলাম বিদায়
নাথ, আপনার কার্য্য সাধিব আপনি (উভয়ের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

মানসিংহ ও শ্রীমন্তের প্রবেশ।

মান।—দেখ; কোন প্রকারে সেনাপতি বা মন্ত্রীকে হাত করতে পারেন?

শ্রীম।—ও বাবা!—তা' পারি না,—যদি রাজার মুণ্ড এনে দিতে বলেন, তা' পারলেও পারতে পারি; বিষ খাওয়াতে যদি বলেন বোধ হয়, তাও পারি, কিন্তু ও কাজ পারি না।

মান —কেন পারেন না কেন?—রাজাকে বিষ খাওয়াতে পারেন আর এটা পারেন না?—

শ্রীম —মহাশয় জানেন না তাঁরা যে গোঁয়ার, প্রস্তাবের অর্দ্ধেক মুখ হ'তে বেরুতে না বেরুতেই মাথাটি বেশ লুন কষে হতে নেবে পড়ে পা'য়ের ধূলায় গড়াগড়ি যাবে আর তার যে বিনামী, নিচুকেও সে কারও হবে না (স্বগতঃ) আমিও একদিন বিশ্বাসী ছিলেম—কিন্তু—

মান —কি ভাবছেন?

শ্রীম —ভাবছি কি,—আমার মনে একটা আশার উদয় হয়েছে।

মান কি আশা শুনতে পারি কি?

শ্রীম —অবশ্যই পারেন চেষ্টা ক'রলে বোধ হয় পারবো

মান —কি মেরে ফেলতে পারেন?

শ্রীম —আজ্ঞে হাঁ, তাও, তাই পারি

মান —শুনুন, আমার ইচ্ছা নয় তাঁকে বন্দী করাই আমার উদ্দেশ্য, তা' পারেন কি? যদি পারেন, রাজ্যের অর্দ্ধেক জায়গীর পাবেন

শ্রীম :পারবো না খুব পারবো শ্রীমন্তের অসাধ্য কি আছে? সে ইচ্ছা করলে কি না করতে পারে?

মান (স্বগতঃ) অর্থ লোভ বড় লোভ স্বার্থ না থাকলে কেউ কোন কাজ করতে চায় না। (প্রকাশ্যে) বড়ই সন্তুষ্ট হ'লেম; কার্য্য শেষ হলে আপনি পুরস্কার পেয়েছেন, জেনে রাখুন।

শ্রীম তা আর জানিনে? সে আর বার বার আপনাকে বলতে হবে না।

মান —যান, - আপনার কি আবশ্যক, বলুন।

শ্রীম —দু জন লোক আমার সঙ্গে দিন, তা হ'লেই হবে

মান —দু'জন লোকেই হবে ?

শ্রীম —আজ্ঞে, দু'জনেই হবে।

মান —দু'জনের সাহায্যে, কাজ সমাধা করবেন, বলেন কি ?

শ্রীম —আশ্চর্য্য হবেন না, গুপ্ত বিষয় আপনি কিছুই অবগত নন, বরং বেশী লোকে জানা না হবারই সম্ভব।

মান — কি কৌশলে সমাধা করবেন ?—

শ্রীম —মহারাজ, প্রতিদিন প্রাতে দশমহাবিদ্যার মন্দিরে যান; সে সময় অপরের প্রবেশ নিষেধ, দশমহাবিদ্যা প্রণাম না করে মহারাজ কোন কাজই করেন না, সে সময়ই প্রশস্ত সময়, কারণ তখন কোন লোকই সঙ্গে থাকে না।

মান —কোন গোল হবে না ?—

শ্রীম।—আশঙ্কা করবেন না, নিশ্চিন্ত থাকুন, যে কোন রকমে, কি যে কোন অবস্থায়ই হ'ক তাঁকে এনে হাজির করবই করব, এ আমার প্রতিজ্ঞা।

মান —কে আছ ?—(প্রহরীর প্রবেশ) দু'জন বিশ্বাসী বলবান সৈন্য এর সঙ্গে দাও (শ্রীমন্তের প্রতি) আপনি এর সঙ্গে যান, লোক পাবেন। কিন্তু, সাবধান—জীবিত চাই।

শ্রীম —মহারাজের যেমন আদেশ, তবে আমি এখন (স্বগতঃ) এইবার বাসনা পূর্ণ করো মা, কালী, দুর্গা, তারা, বগলা, ভুবনেশ্বরী, দশমহাবিদ্যা মুখ রেখ' মা'।—মুখ রেখ'। (প্রস্থান)

মান —এতদিনে যদি বাসনা পূর্ণ হয় তোমাদের মত আর দু'চারটী বীর থাকলেই প্রভুত্ব হ'ত আর কি।—অনেক যুদ্ধ করেছি, কিন্তু এমন কৃতিত্ব কোথাও দেখি নাই

এর সঙ্গে যুদ্ধে হারলেও গৌরব আছে। হারলে—কি ?—হারত' স্থির। সম্মুখ যুদ্ধে কেদারকে পরাস্ত কর্ত্তে পারে এমন বীরত' দেখি না বোধ হয়, সমস্ত ভারতও যদি কেদারের বিপক্ষে' অস্ত্র ধারণ করে, কিছু করতে পারে কিনা সন্দেহ কেদার যেমন কৌশলী, তেমন বুদ্ধিমান্, তেমন যোদ্ধা ধন্য কেদার !—তোমায় শত শত ধন্যবাদ। কেদার, প্রতাপ হ'তেও তুমি বীর ; প্রতাপ সমস্ত বঙ্গদেশ একত্র করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল বঙ্গদেশের সমস্ত রাজাই প্রতাপের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিল কিন্তু, তুমি একা—শুধু, নিজ বাহুবলেই আমাকে পরাস্ত করেছ। তোমার এ জয় আমাকে জয় নয়,—ভারতবর্ষ জয় !—ধন্য কেদার,—ধন্য তুমি !—(চরের প্রবেশ) কি সংবাদ ?—

চর।—সুসংবাদই বটে !—

মান।—বলে যাও

চর।—মহারাজ ! পর্ত্তুগীজ ফ্রান্সীস্ আর কালু সর্দ্দার এক রকম সম্মত

মান।—এক রকম, কি রকম ?—

চর।—তাঁরা আর দু'দিন পর আমাদের সঙ্গে যোগ দিবে। তবে তাঁরা এ দু'দিন অস্ত্র ধরেও ধরবে না প্রতিশ্রুত হয়েছে

মান।—দু'দিনের যুদ্ধে আগে ত' বাঁচাও, তা'র পর যা হবা'র হবে যাও, বিশ্রাম করগে' (চরের প্রস্থান) কেদার ! তোমায় কি বলে যে প্রশংসা করব বলতে পারি না জানি না তুমি কে ?—জানি না তোমার মধ্যে কি মোহিনী শক্তি আছে, যার বলে, অধীন কর্ম্মচারীদিগকে এমন দৃঢ় বাঁধে

বেঁধেছ যে, এত চেষ্টা ক'রেও, একজন সামান্য সৈনিকও হাত করতে পারলেম না। কোন বুদ্ধিতেও কেদারের কিছু করতে পারব না। সকল সূত্রই ছিন্ন হয়েছে, শুধু একটি ক্ষুদ্র সূত্র বর্ত্তমান—সে সূত্র শ্রীমন্ত খাঁ। কিন্তু সে আশাও দুরাশা। আর কি করব?—বাহুবলের উপর নির্ভর ব্যতীত আর উপায় নাই। পুনঃপুনঃ আবার যুদ্ধ করব, দেখি ভগবানের মনে কি আছে, তিনি মানসিংহের মান রাখেন কি না?—(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দশমহাবিদ্যার মন্দির

দশ মহাবিদ্যা শ্রেণীবদ্ধরূপে পরপর সজ্জিত।

শ্রীমন্ত খাঁর প্রবেশ।

শ্রীম।—মা করুণাময়ি আশ পূর্ণ করো। দেখ' মা এ অভাগা সন্তানের চির আশা নিরাশাসাগরে ভাসিয়ে দিওনা মা! ব্রাহ্মণকে অপমান করেছে, তার প্রতিশোধ নিতে দিস্ মা—তোর চিরসেবক আমি, মা! দয়া করে সেবকের প্রার্থনা পূর্ণ ক'রো। রাজাকে জীবন্তে, ধরা বড় সহজ নয়। কি করব?—শেষ করব কি?—শেষ করাই উচিত; কেন না শাস্ত্রে আছে—ব্যাধির শেষ, অগ্নির শেষ, শত্রুর শেষ রাখতে নাই; ওসব আপদ একেবারে নির্মূল করাই উচিত—তাই শাস্ত্রের বচন। বিশেষতঃ প্রজারা, রাজা বেঁচে আছে জানতে পারলে, প্রাণপণে রাজাকে উদ্ধার করবার জন্য যুদ্ধ করবে। সুতরাং ধরা না

সব উভয়ই তুল্য —কিন্তু শেষ করলে, সে আশঙ্কা থাকবে না, শত্রুরা ভগ্ন মনোরথ হ'য়ে ফিরে যাবে (চিন্তা করিয়া) ভাল কথা, রাজাকে জীবিত রাখলে, রাজা যদি সন্ধি করে, তবেও আমার রাজ্য লাভ হবে না —না—শেষ করতেই হবে—শেষ করাই কর্ত্তব্য এখন গোপনে গো' অবস্থান করি, পরে সুযোগ মত উপস্থিত হ'য়ে কার্য্য শেষ করব (প্রস্থান) (কেদার রায়ের প্রবেশ)

কেদা —মা! করুণাময়ি তোর অকৃতি সন্তান,
যাচে পদে তোর, তোর পদছায়া টুকু,—
তোর স্নেহময় কোল অন্তিম সময়ে
দেখ' গো মা! অভাগায় কর'না নিরাশ
বড় হতভাগ্য আমি নিজ কর্ম্ম ফলে,
হারায়েছি গুরু কৃপা; হায়! এ সংসারে
ইষ্ট কোথা তার, গুরু বাম যার; মাগো!—
তোর সর্ব্বজীবে সম দয়া পাপী, তাপী,
ধনী, দুঃখী চোর, সাধু, অসাধু, দরিদ্র
সবে সমভাব তাই তাই আসিয়াছি
মাগো! তোর শ্রীচরণে লইতে আশ্রয়
দয়াময়ি! অভাগার ভাগ্যদোষে, তোর
দয়াময়ী নামে যেন কলঙ্ক না হয়।
মাতঃ, ভিক্ষা-মন্ত্রে —যাচি তোর পদে, দিও
পদ দু'টি যবে দেহ হ'তে যাবে প্রাণ—
অভাগার শিরে মাগো, কর আশীর্ব্বাদ
তোর কোলে মাথা রেখে,—দেখিতে দেখিতে

তোরে, হয় যেন এ দেহের অবসান
একি-একি-মাতঃ! একি মূর্ত্তি! একি মূর্ত্তি!—
তীব্র অট্টহাসে দিক্ বিভাষিত, ঘোর
রোলে দিক্ দেশ গ্রাম পূর্ণিত স্তম্ভিত।
আঁখি তারা ঘূর্ণ্যমান,—ধাঁধিয়া নয়ন
ছুটিতেছে তীব্র জ্যোতিঃ অতি তীব্রবেগে,
প্রকৃতি বিস্ময় সাধিবার তরে। লক্
লকি লোল জিহ্বা, ঘন সঞ্চালিত, কেন-
কেন-মাতঃ! কিবা হেতু—কিবা হেতু তোর
শোণিত পিয়াসা এত?—নিজ শির কাটি
ঝলকে ঝলকে রক্ত করিতেছ পান,
তবুও নিবৃত্তি নাই? এতই? রু-
ধির!—আর' রক্ত? উহু! উহু ভয়ঙ্করী
তৃষ্ণা তোর?—বিশ্বগ্রাসী মিটেনা পিয়াস?—
অনন্ত অর্ব্বুদ কোটি শিরোরক্ত ধারা
নিত্য করিতেছ পান,—তবু কিসে তোর
ভীষণ দুর্দ্দমনীয় পিপাসা মিটেনা?—
নাচ মা লোহিতাম্বরা, রক্তলিপ্ত মুখে,
হাসি অট্টহাসি, ঘোর ভৈরব হুঙ্কারে
নাচ মা রুধির প্রিয়া:—এস রঙ্গভূমে,
নিবারিব তৃষ্ণা তোর রুধির প্রদানে!—
নাচ জগদম্বে, নাচ, লও জিহ্বা পাতি
উষ্ণ রুধিরের ধারা, দিব শির কাটি—
তৃপ্ত হও, মহেশ্বরি!—সার্থক কেদার!—(বসিয়া)

সকল ভয় নিহন্ত্রী কল্পান্তে যাং বিলোক্য
কর ধৃত খর খড়্গৈঃ খণ্ড মুণ্ডাং ভবেশঃ
বিরচিত নরমুণ্ডাং বক্ষসা ভীম কাঞ্চীং
মনুজ কর কদম্বৈ ছিন্নমস্তে নমস্তে (গাইতে গাইতে)

শ্রীম।—উপযুক্ত অবসর উপস্থিত ঘাতক আর বিলম্ব কেন? শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর কাজ শেষ কর

১ম ঘা।—যথা আজ্ঞা—(ঘাতক কর্ত্তৃক তলবারে আঘাত ও রাজদেহ বিখণ্ডিত হওয়া)।

শ্রীম—জয় মা-কালি!—জয় মা দুর্গা!—মা, মা, আজ তোমায় লাল জলে স্নান করালেম, সিংহাসনে বসে তোমায় আবার পবিত্র গঙ্গাজলে স্নান করাব আর এখানে থাকা উচিত নয়। (মুণ্ড লইয়া) চল, চল, শীঘ্র পালিয়ে চল, বিলম্ব করো না (সকলের প্রস্থান যোদ্ধৃবেশে কমলার প্রবেশ)।

কম—

গীত।

দেখিস্ ওমা, শ্যামা—উন্মাদিনী রণ রঙ্গিনী
চলিছে সমরে, দুহিতা তোর, মাতঃ মাতঙ্গিনী॥
ওমা ত্রিনয়না! রক্তবর্ণা বিলোল রসনা
নর মুণ্ড করা শবকর বসনা—শ্মশান বাসিনী,
তার গো সঙ্কটে ওমা! সঙ্কট নাশিনি

ভক্তিভাবে নিকট অগ্রসর হইতে২ ছিন্নশীর্ষ রাজাকে দেখিয়া

কম।—একি! একি! একি দেখি?—ধুলায় লুণ্ঠিত
ছিন্নশীর্ষ মহারাজ, ওরে, কে করিল
হেন কর্ম্ম? কে করিল হেন কাজ? ওহো!
বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি—এ কি অভিশাপ

মহাবজ্র কালবজ্র হয়েছে নিপাত —
গুরুদেব।— গুরুদেব। —দেখ এসে পূর্ণ
তব অভিশাপ। রাজদেহ মহামায়া
পদতলে গড়াগড়ি যায় (অগ্রসর হইয়া) মুণ্ড কোথা?—
মুণ্ড নিলে কেবা?—তবে এত আত্মহত্যা
নয়। গুপ্তহত্যা! গুপ্তহত্যা আততায়ী
প্রবেশি মন্দিরে গুপ্তভাবে গুপ্তহত্যা
করি, রাজমুণ্ড লয়ে করেছে প্রস্থান!
কে আছ কোথায়?— এস, এস শীঘ্র হেথা —
সর্বনাশ,— সর্বনাশ হইয়াছে ঘোর

সহচরীগণ ও অনেক প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহ।— কি হুকুম মহারাণি!—

কম — — — হুকুম— হুকুম—
অতি শীঘ্র, অতি দ্রুতগামী অশ্বারোহী
কয়জন প্রেরি সংস্থক অভিমুখে
আততায়ী গুপ্ত হত্যা করিয়ে সাধন—
প্রবেশি মন্দিরে, করিয়াছে পলায়ন
রাজমুণ্ড লয়ে, মুণ্ড করহ উদ্ধার
অশ্বরোধি গতি

প্রহ। — রাজমুণ্ড! সেকি হতঃ!

কম —রাখ কথা অতি মূল্যবান্ এ সময়;
শোক বা কথার নহে এ সময় দেখ
ছিন্ন শির্ষ রাজদেহ ধূলায় লুণ্ঠিত।
উদ্ধার সত্বরে মুণ্ড শত্রু হস্ত হ'তে

প্রহ —হায়! ভগবান্! কি করলে—কি দেখালে? (প্রস্থান)।

সখী —একি হ'ল, হায়! মহারাজ—মহারাজ!—

কম —ক্ষান্ত হও, শান্ত হও সবে; ঢালিবারে
শোক অশ্রু নহে এ সময়। শোক যত
মম, নহে কার' তত পাষাণে বাঁধিয়ে
প্রাণ,—অবরোধ করিয়াছি শোক দ্বার—
কর্ত্তব্যের কঠোর অর্গলে। চাহি চাহি
মুক্তোদ্ধার আগে, পরে অন্য যত কাজ
কালানল—বজ্রানল—নিব আকর্ষিয়ে,—
মহামায়া মহাশক্তি, দেবের দেবত্ব,
শিবের শিবত্ব আর বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব,
যত—যত মহাবল নিব আকর্ষিয়ে
সব সতীত্বের বলে দেখিব কেমনে
মানসিংহ রাখে মান। দেখিবে ভারত,
দেখিবে জগত,—বঙ্গনারী মহাশক্তি,—
বঙ্গনারী পারে কি না অস্ত্র ধরিবারে।
জানিও নিশ্চয়—আজি হ'তে হস্ত শোভা
যত দিন রাজমুণ্ড না হয় উদ্ধার—
আয়স নির্ম্মিত খর শাণিত কৃপাণ,
করিবে বর্দ্ধন হবে শত্রুর শোণিতে
শোকদগ্ধ হৃদয়ের ভীষণ তর্পণ
যাও, যাও সবে অবিলম্বে, এস, এস,
সুসজ্জিত হ'য়ে, রণ বাসনা যদ্যপি।

সহ।—জয় মহারাণীর জয়!—জয় বিক্রমপুরের জয়। প্রস্থান।

(রঘুনন্দন ও রাজারাম প্রভৃতির প্রবেশ)

রঘু —কোথা মহারাজ সৈন্যগণ নিরুৎসাহ
অতি ;—আছে ঊর্দ্ধশ্বাসে, পথপানে চেয়ে
একি! কারে করি সম্ভাষণ! একি বেশ!—
কেবা তুমি?—মহামায়া কেদার মহিষী?—
স —হঁ! এলি কি রক্ষিতে অভাগা সন্তানে
এ ঘোর বিপদ হতে?—আর কারে ভয়?
উদিত আপনি মহামায়া ঘুচাইতে
মহাভার রণভার বল, বল সবে
উচ্চ রবে একতানে এক প্রাণে—জয়
মহামায়ার জয় জয় বঙ্গেশ্বরী জয়
সকলে —মহামায়া জয়—জয় বঙ্গেশ্বরী জয়!—
কম —কেদার মহিষী?—সত্য কেদার মহিষী
কিন্তু, নহি পার্ব্বতীয়া কেদার সহচরী।
রঘু —একি, মহারাণি! স —মা, একি বেশ তব?—
যে রুদ্রবেশ কেন মাতঃ!—মহারাজ কোথা?
কম —মরি! রাণী মহারাণী! সত্য মহারাণী
কিন্তু, আজ রাজাশূন্য রাণী তোমাদের।
মহারাজ কোথা?—হের,—অই মহামায়া
পদতলে ছিন্ন শির্ষ বিগত জীবন—
সুকৌশলী আততায়ী অস্ত্র শস্ত্র ঘাতে—
শ্রীপুর গৌরব রবি অস্তাচলে হায়!
সক —একি সর্ব্বনাশ! মহারাজ—মহারাজ!—
রঘু —কারে কর সম্ভাষণ? কে দিবে উত্তর?

হায় মাতঃ—বঙ্গেশ্বরি স্বাধীনতা সুখ
নাহি তব ভালে, চির নিগড় আছয়ে
অদৃষ্টে তোমার নহে, কেন হারাইবে
দেবোপম বীর্য্যবান্ শ্রীপুর ঈশ্বরে?
হায় মহারাজ, কেন, ত্যজি আমা সবে
গেলে চলে?—সঙ্গে কেন নিলে না মোদের?—
রাজারাম! কিবা করি, না দেখি উপায় —

রাজা।—উপায় নাহিক আর; শির শূন্য মোরা
এবে শির শূন্য অঙ্গ ও তাদের শক্তি
কোথ কিছু করিবার? মোর মত, শ্রেয়ঃ—
প্রাণ বিসর্জ্জন, এ কুল করি ক্ষয়
রাখিব জীবন আর কার তরে? যাঁর
আদরে জীবন—যাঁর অন্নে যাঁর স্নেহে
পালিত বর্দ্ধিত, হত সুখ যাঁর আজ্ঞা
করিতে পালন, পিতৃসম গণি তায়—
যাঁরে, সেই যদি গেল চলে, কোন সুখে
থাকিব আমরা আর? চল চল শীঘ্র
শাণিত কৃপাণ রঞ্জি দ্বিষদ শোণিতে
করি গিয়ে সবে মিলি রাজার তর্পণ।

রঘু।—রাজারাম প্রাণ বিসর্জ্জনে কিবা ফল?
নিরাশ্রয়া রাণী, কে রক্ষিবে তাঁরে?—

রাজা — — — মন্ত্রি।—
কি করিতে চাহ তবে, কিবা অভিলাষ?

রঘু।—গেছে রাজা, ক্ষতি কিবা তাহে? আছে রাণী,

আমরা কি পারিব না চালাতে সমর
রাণী অনুমতি ল'য়ে? পারিব না রাজ্য,
রাজধানী রক্ষা করিবারে?—বাহুতে কি
নাহি বল? কৃপাণে কি নাহি ধার? বীর
শূন্য হয়েছে কি বঙ্গমাতা ক্রোড়?—না—না—
রাজারাম এখনও বীরশূন্য নহে
বঙ্গভূমি বৃথা এ-াং বিসর্জ্জন আশা
করোনাক', কেন' স্থির,—হওনা হতাশ—
বঙ্গের গৌরব রবে অটুট অচল
নাহি হব পরাধীন থাকিতে জীবিত।

কালু —মোর মতে সন্ধি করা উচিত বিধান।

কম।—কি কহিলে? সরদার! সন্ধি? রাজমুণ্ড
বিনিময়ে চাহ সন্ধি করিবারে? বদ্ধ
হ'য়ে অধীনতা পাশে চাহ সন্ধি?—ছি ছি!
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ বীরত্বে তোমার।
ধূলায় লুণ্ঠিত রাজ কলেবর, ভূমি
রঞ্জিত রুধিরে ঘাতকের গুপ্তাঘাতে;—
অপহৃত রাজমুণ্ড শত্রুকর হ'তে
না করি উদ্ধার তাহা, প্রতিশোধ তার
না লইয়ে, চাহ সন্ধি?—চোরের মত পালিয়ে,
চাহ সন্ধি?—সরদার অযুক্ত একথা!
হায়! নারী মোরা, আর পুরুষ তোমরা,
এই বুঝি পুরুষত্ব তোমা সবাকার?
নারী প্রাণে যে শকতি আছে, নারী প্রাণে,

যেবা পরিমাণ জাগে মান অভিমান,
তা'ও নাহি তোমাদের? পুরুষ তোমরা? —
পুরুষ পুরুষকার করিতে প্রকাশ
পশ সবে অন্তঃপুরে, স্বর্ণ অলঙ্কার
পর দেহে, ঢাক মুখ চিকণ বসনে,
শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশহ রন্ধন শালায়
দাও, দাও আমা সবে শাণিত ক্ষুরার
অস্ত্র যত, আমরাই করিব উদ্ধার
অপহৃত রাজমুণ্ড শত্রুকর হ'তে

সক।—অপহৃত রাজমুণ্ড, মাতঃ, অপহৃত

রাজা।—অপহৃত রাজমুণ্ড! মাতঃ! অপহৃত
রাজমুণ্ড হায় আর সহ্য নাহি হয়
মন্ত্রিবর এখনও রয়েছ দাঁড়ায়ে—
ধমনীতে রক্তস্রোত এখনো শীতল?
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসানল জ্বলেনি কি
প্রাণে?—

রঘু —, — রাজারাম অতিক্রোধে বাক্‌রোধ
হইয়াছে মম অতি দুঃখে ফাটিতেছে
বুক আজ ক্লীব মোরা হবে, তাই কেন
চুরি; ধিক্-ধিক্ শত ধিক্ আমাদের

কম।—মাতঃ! শোক প্রকাশের নহে এ সময়
পাইবে সময় আমৃত্যুকালাবধি শোক
প্রকাশিতে, রাজমুণ্ড উদ্ধারের পরে।
কর্ত্তব্য আপন সাধ আগে; অরি গর্ব্ব

খর্ব্ব করি, রাজমুণ্ড করহ উদ্ধার।
সাজ সবে বীরমদে বীর আস্ফালনে,
বীর-পদভরে থরথর ঘন ঘন
কাঁপুক মেদিনী সিংহনাদে-সিংহনাদে
করহ বধির শত্রু শ্রবণ বিবর
করহ ঘোষণা রাজ্যময় প্রতি ঘরে
ঘরে, শক্তিমান্ অস্ত্র ধরিবারে,—
যেন, হয় অগ্রসর যে শুধু ভক্ত
হ'য়ে কিবা যুবা কিবা বৃদ্ধ মনে হয়
একদিন রাখিনী শুভ ভরসা চি
রাজপদে, বলেছিল পূরাবে বাসনা
এতদিনে সে বাসনা পূরিল আমার
কঠোর বিধির অতি কঠোর বিধানে।
যাও যাও অবিলম্বে, নাহি ভয়, নিজে
যাব আমি নিজে আমি চালিব বাহিনী।

সকলে —জয় মহারাণীর জয়! জয় বিক্রমপুরের জয় জয় বঙ্গেশ্বরীর জয় (প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর সম্মুখ

যোদ্ধৃবেশে সহচরীগণ

গীত।

চলগো চলগো চলগো সবে চলগো সমরে
সিংহ সম সিংহ দল দলন করিবারে
বীরের রমণী, বীরের ঘরণী, বীরাঙ্গনা বীর অভিমানী,
আমরা সঙ্গিনী, রণেতে রঙ্গিনী সেজেছি, তরবারি ধরি করে
দেখরে জগৎ দেখরে চেয়ে, বঙ্গনারী রণে চলিছে ধেয়ে,
কেবা শক্তিমান, হবে আগুয়ান, এ সমরে, ভীম অসি করে

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

শিবির

মানসিংহের প্রবেশ

মান — কই! এখনও কেন নাহি দেখা তার?—
কিবা হেতু হইতেছে বিলম্ব এতেক?
নিস্তব্ধ সকলি,—হেন নিস্তব্ধতা নহে
ভাল। নিস্তব্ধতা প্রকাশিছে, পূর্ব্বাভাস
অতীব ভীষণ ঝটিকার। সবে
প্রলয়াস্তকর মূর্ত্তি ধরি অচিরাৎ

উঠিবে গর্জ্জিয়া গরজিয়ে বজ্রধ্বনি
সারা মহারবে ; ছড়াইয়া দিবে সব
ভারত বিজয়ী নাম ডুবিবে হায় —
সিংহ সম নাম হবে টুটিবে অচিরে —
কলঙ্ক কালিমা রেখা হবে অঙ্কিত
চিরতরে ; অযোধ্যার রাজপুত নাম
ডুবাবে কি বঙ্গদেশে বাঙ্গালী সমরে —
এত পাপ কেন করি হায়? ভগবান!
শেষকালে এই বুঝি করেছ বিধান
অদৃষ্টে আমার শতগুণ মৃত্যু শেষঃ
পলায়ন ছেড়ে দেব দেবতাদের!
মিনতি আমার হয় জয়, নয় মৃত্যু
যাহা ইচ্ছা রূপ করি করিও বহন

(জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীমন্ত খাঁর প্রবেশ)

শ্রীমন্ত শ্রীমন্ত, বল, বল শীঘ্র, শুভ
কি অশুভ? উৎকণ্ঠা পরিপূর্ণ প্রাণ

শ্রীম — মহারাজ, কমল মিঞা একবারে কাবু
হাসিল — পূর্ণকাম আর কোন চিন্তা নাই।

মান — পূর্ণকাম! পূর্ণকাম কই — কই কোথা
শ্রীপুর ঈশ্বর? কই হেথা আন তারে

শ্রীম — এই নিন্ মহারাজ, — আপনার পদে,
এতদিনে আমার প্রতিহিংসা প্রতিশোধ হ'ল।

মান — একি! একি দেখি? মুণ্ড! কা'র — কা'র মুণ্ড
এনেছ শ্রীমন্ত, — মুণ্ড কেন চায়? বল

শীঘ্র কোথা বীর শ্রেষ্ঠ শ্রীপুর ঈশ্বর?

শ্রীম — মুণ্ড কার?—আবার কার হবে, শ্রীপুর
ঈশ্বর কেদার রায়ের, আবার কার হবে

মান। কেদার! শ্রীপুরেশ্বর নিহত? শ্রীমন্ত!—
কেদার নিহত? কেদারের মুণ্ড দিতে
এসেছ আমায়?—কার আজ্ঞা কার আজ্ঞা
বলে হেন নীচ কাজ করিলে অধম
বিশ্বাসঘাতক দুষ্ট আততায়ী প্রায়?

শ্রীম — মহারাজ —

মান চুপ কর [illegible] করেছ
আজ্ঞা মম চাহ পুনঃ করিবারে বাদ
প্রতিবাদ? আজ্ঞা মম করিলে লঙ্ঘন,
জান কিবা দণ্ড তার? প্রাণদণ্ড, মূর্খ,
নৃশংস বর্বর, প্রাণ দণ্ড তার প্রতি
বিহিত আদেশ। কে বলেছে গুপ্তহত্যা
করিতে সাধন?—কার আজ্ঞা—আজ্ঞা কার?—

শ্রীম — হায় হায়! এখন দেখছি আমার একুল ওকুল দুকুল
যায়!—মা কালি! তোর মনে এই ছিল!—

মান —(কেদার রায়ের মুণ্ড লইয়া চুম্বন করিতে২)
আহা মরি মরি, কি সুন্দর! কি সুন্দর!—
শরীর শোভা বাহু বদন মণ্ডল।
এমন সুন্দর যাঁর বদন, কেমনে
নিধন করিলে তাঁরে? কেমনে উঠিল
অস্ত্র তাঁর পরে?—পরে না মানবে কভু

করিবারে হেন কাজ চণ্ডাল—চণ্ডাল
সেইজন সেইজন পিশাচ অধম
শ্রীমন্ত। পিশাচে নাহি পারে যাহে, নাহি
পারে চণ্ডালেও যাহে—অম্লান বদনে
কোন প্রাণে তুমি তাহ করিলে সাধন?—
অনুজ্ঞা কি মোর দিবারে তরে?—আমি,
যদিইবা দিয়ে থাকি আজ্ঞা,- তুমি তাঁরে
কেমনে বধিলে ঘৃণ্য আততায়ী প্রায়?
আজীবন যাঁর অন্নে হয়েছ পালিত,
আজীবন যার অন্নে হয়েছ বর্দ্ধিত,
আজীবন যাঁর অন্নে পুষ্ট কলেবর
একমাত্র যাঁর কৃপাবলে উচ্চাসনে
"শ্রীপুর অমাত্যপদে" হয়েছ উন্নীত—
কেমনে করিলে তুমি তাঁর প্রতি দুষ্ট
ব্যবহার?—সঙ্কোচ কি হলো না হৃদয়ে—
কাঁপিল না প্রাণ? ওহো কি কঠিন প্রাণ
তব! যাও যাও দূর হয়ে হেথা হতে
ব্রাহ্মণ! চাহিনা আর ওমুখ দেখিতে
শ্রীম —এই কি বিচার? যাচ্ছি মহারাজ কিন্তু
মান —কিন্তু—কিন্তু—বুঝিয়াছি চাও পুরস্কার?
অবশ্য—অবশ্য পাবে তাহ, মানসিংহ
অঙ্গীকার ব্যর্থ নাহি হয় কভু। শোন,
বলেছিনু অর্দ্ধরাজ্য দেব পুরস্কার
জীবিত কেদারে বন্দী করে এনে দিতে

পার যদি এই বুঝি জীবিত কেদার ?—
থা'ক্ জীবিতের নাহি প্রয়োজন হা-হা
পড়িতেছে মনে, বলেছিলে, দিবে এনে
কেদার ভূপালে যেই অবস্থায় হ'ক
তাই দাও—তাই দাও চাহিনা জীবিত
শুধু মুণ্ড কেবা চাহে ? যাও 'দেহ' এনে—
দিলে নিয়ে যাও প্রতিশ্রুত পুরস্কার
অবধ্য ব্রাহ্মণ !—ওহো ! অবধ্য ব্রাহ্মণ—
নহে এতক্ষণ, স্কন্ধচ্যুত হয়ে শির
লুটা'ত ধরায় (শ্রীমন্তের পলায়নোদ্যোগ)
কোথা যাবে পুরস্কার
নিয়ে যাও তব। কেবা আছ হেথা, এস
শীঘ্র (প্রহরীর প্রবেশ) নিয়ে যাও এই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণে
মস্তক মুণ্ডন করি দূর করে দাও
দেশ হ'তে

শ্রীম — — মহারাজ !—

মান — — — —পুনঃ মহারাজ !
বিশ্বাসঘাতক—নরাধম তোর কথা
শুনিতে চাহিনা আর মূর্খ, যেই কার্য্য
করেছ সাধন, তাহে পেলে অব্যাহতি,
ব্রহ্মবংশোদ্ভব, তেঁই বড়ই সাহস—
এখন' বাসনা হৃদে পেতে পুরস্কার ? *
তস্কর !—ভয়ঙ্কর অতি তুমি ; সিংহ
ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জন্তু যত, নাশে প্রাণী

জীবিকার তরে, অ র তুমি নরপশু ;—
পশু —কোন আশে বিনাশিলে মহারাজ,—
কেন ? ভূপালে ?—কে ন আশে নিভাইলে
বঙ্গের উজ্জ্বল দীপ ?—কোন আশে শিশু
হ'লে মাতৃদ্রোহী পাপে ? নির্মম নিষ্ঠুর !
জীবিকার অভাব কি হয়েছে তোমার ?
বঙ্গের গৌরব রবি তোর তরে চির-
অস্তমিত। উদিবে না আর অধীনতা
তিমির দূরিতে। হেরি তোর ব্যবহার
অপমান হইতেছে মম ; নিজ প্রাণে
জন্মেছে ধিক্কার নিজ হ'তে। না-না আর—
সহ্য নাহি হয় ; রক্ষি, কি দেখিছ আর
শীঘ্র নিয়ে যাও এই পশু ব্রাহ্মণে,
অবিচারে অ জ মম করহ পালন।

শ্রীম —মা ! দুর্গে তারা ! কালি ! শেষে কি মা এই কপাল ?—
আমার একুল ওকুল দুকুল গেলি ?

(শ্রীমন্তকে লইয়া প্রস্থান ও অপর একজন প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহ —মহারাজ ! সর্বনাশ উপস্থিত। এক
নারী সঙ্গে সহচরী, সুসজ্জিত সবে
রণ আভরণে ; দূর দরশনে, তাঁরে
কৈলাসবাসিনী চণ্ডমুণ্ড-বিনাশিনী
উগ্ররূপা উগ্রচণ্ডা বলে হয় ভ্রম
তরুণ অরুণ প্রায় লোহিত রঞ্জিত
প্রদীপ্ত বদন তাঁর ; ধবক্-ধবক্-ধবক্

জ্বলিছে নয়ন দুটী মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড
সম হয় অনুমান, দানবের তেজে
ভস্মীভূত হবে সব — থাক্, থাক্, বামা,
চাহিছে ও দিকে, কেবা জানে কি দেখিছে ?—
যার অসি করিতেছে আস্ফালন, কোথা
মানসিংহ মানসিংহ কোথা ? চাহি তারে
কই বলে বামা মত্ত ছাড়িছে হুঙ্কার
ধাবমান পশ্চাতে—ইহার বেগে
শক্তি নাহি হয় কার রোধিতে বামারে
হয় পুরুষের মত। ফিরে মোর বেশ
বামনা নামায় অই অই হারাজে
অই আসিতেছে বামা ভীমা বিভীষণা। (প্রস্থান)
(কালী, সহচরীগণ, কমলা ও কাপালিক প্রভৃতির প্রবেশ)।
কম —কই সে পাপাত্মা মানসিংহ ? গুপ্তহত্যাকারী
আততায়ী কাপুরুষ কোথা লুকাইয়া ?—
এস, এস শীঘ্র যুদ্ধং দেহি, নরাধম,—
বুঝে দেখি কত বল বাহুতে তোমার ?
মান —মাতঃ কেবা তুমি ? কিবা পরিচয় তব ?—
কম ।—কেবা আমি ?—কেবা আমি ?—কিবা পরিচয় ?—
কেদার মহিষী আমি, শ্রীপুর ঈশ্বরী,
নরাধম—কাপুরুষ দুরাত্মা চক্রে
হইনু বিধবা। তার প্রতিশোধ নিব,
উদ্ধারিব পতিমুণ্ড নিজ বাহুবলে,—
দেখি কেবা শক্তি রাখে রোধিতে আমায় ?—

কে ও, কোথা নরপশু সেই মানসিংহ?—
তাঁরে চাই শুধু তাঁরে চাই একবার

শক্ত, সত্য, সত্য কাপুরুষ ছিলাম পশু আমি,
সত্য রাজপুতকুলে কুলাঙ্গার আমি
ছি ছি! ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ মোরে —
আজ হ'তে শুধু বীরশূন্য বীরভূ—
এ ভারতভূমি আজ হ'তে ভারতের
উজ্জ্বল প্রদীপ যত সব নির্বাপিত
জন্ম মম জন্মভূমি আত্মীয় স্বজন
শোণিতে জলাঞ্জলি দিব বীর তরে
নরকেও নাহি স্থান মম মা! মা! চাহি
ক্ষমা, ক্ষমা কর মোরে, আমি মানসিংহ

রাজা —মানসিংহ! আপনি কি মানসিংহ? কোন
মানসিংহ?—যার ভগ্নী নিজ তির করে?—
কোন্ মানসিংহ? ক্ষুদ্র যাহার হৃদয়
মোগল [illegible] বলি? [illegible]
দাসত্ব শৃঙ্খল নিজ হাতে পরে যেবা?—
কোন্ মানসিংহ যার বাহুবল, যার
তরবারি নিয়ে এত সাধ স্বদেশের
নিধন সাধনে?—সেই কুলাঙ্গার পশু
নরপশু কাপুরুষ ক্ষত্রিয়-কলঙ্ক
মানসিংহ আপনি কি? এই বুঝি ক্ষত্র
ধর্ম তব? —কোন ধর্মে শেখে অতি নীচ
দস্যু প্রায়, অন্যায়ে ঘৃণ্য গুপ্ত হত্যা।

করিবে সাধন? কীর্ত্তি রাখিবে অতুল
বি [illegible] হয়
মনে, [illegible] মুক্ত [illegible]
দিগ্বিদিক [illegible] অস্ত্র নিতে —
কলঙ্ক [illegible]
মান —মাতঃ! দেখি আর কেন? যথেষ্ট হয়েছে
দিগুণ [illegible] আর যুদ্ধ [illegible]? যুদ্ধ
কে করিবে?—[illegible] নাহিক বাসনা।
মাতঃ [illegible] চাহি যদি
কম —ক্ষমা [illegible] অসম্ভব [illegible] শাস্ত্রের বিধান
নাহি করি [illegible] প্রতি; ক্ষমা—
অতি অসম্ভব [illegible] বাঁধিলে না
কেন তাঁরে [illegible] দ্বৈরথ সমরে?
সম্মুখ সমরে কেন বাঁধিলে না তাঁরে?
সম্মুখ সমরে কিম্বা দ্বৈরথ সমরে
যদি [illegible] তাঁরে পেতে পুন ছি ছি —
দস্যু সম আচরণ [illegible] সে কেমনে
চাহে ক্ষমা?—কেবা কবে দস্যু প্রতি ক্ষমা
করিয়াছে? [illegible] হেন
[illegible] সে অসম্ভব যাহা
নহে [illegible]?—
[illegible] মুণ্ড তার
না করি উদ্ধার সাধ! [illegible] প্রলাপ —
[illegible] নয়নে সন্ধি

ক্রোধ ?—কেন ? কোন্ কষ্ট সাধিবার তরে ?
হইবে স [illegible] তোমা সহ কথা ? দূত—
পাপ [illegible] পাশ ?—না না হবে নাক
তাহা, কভু হবে নাক তাহা [illegible] মানসিংহ,
অস্ত্র [illegible] ধরি করে দেখ—একবার
দেখ, বঙ্গনারী ভুজে কত বল ধরে ? (অস্ত্র নিষ্কাশন)
রাজপুত [illegible] করিয়া
আজি বঙ্গনারী [illegible] নিশ্চয়

মান। মাতঃ! মম [illegible] চারিতে নহে
[illegible] আমার [illegible] তাঁরে জীবন্তে করিতে
বন্দী [illegible] মম [illegible] কিন্তু, বধ [illegible]
[illegible] শ্রীমন্ত [illegible]
করিয়া হেন ধৃত প্রবেশ মন্দিরে
অলক্ষিতে গুপ্ত হত্যা করেছে সাধন
[illegible] অগোছে আমার
আজ্ঞা নি, [illegible] আচরণে তার
সমস্যাতে [illegible] মুণ্ড মস্তকে করেছি
ধারণ [illegible] মুণ্ড অতীব যতনে

কম—শ্রীমন্ত শ্রীমন্ত ওহে হেন কাজ তব ?

রাজা—শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত,—ওহো পাপিষ্ঠ এখন
মরেছে [illegible] ধিক্ ধিক্ আমা সবে।
ধিক্—ধিক্—শত ধিক্ বাঙ্গালী জনমে
অসহ্য অসহ্য—ওহো অসহ্য যন্ত্রণা
মাতঃ! আজ্ঞা দাও,—আজ্ঞা দাও মুণ্ড তার

করিয়ে ছেদন, পদাঘাতে পদাঘাতে
চূর্ণ করি [illegible] সুকুমার
(মুণ্ডিত মস্তকে শ্রীমন্তকে লইয়া রক্ষীর প্রবেশ)
বিশ্বাসঘাতক! [illegible] তোর নাহি আর—
বিনা অস্ত্রে পদাঘাতে বিনাশিব তোরে। (পদাঘাত

শ্রীম —(মাটিতে পড়িয়া উঠিতে২ রাণীকে দেখিয়া)
[illegible] মা—মা, শ্রীপুর ঈশ্বরি,
পাষণ্ড দুর্জ্জন আমি দয়া কর মোরে

কম —শ্রীমন্ত! ক্ষমা—ক্ষমা? আমি কি ক্ষমিব?—
উর্দ্ধে দেখ বিশ্বনাথে চাহ ক্ষমা [illegible]
বুঝেছ কি সর্ব্বনাশ করেছ সাধন?
আমার অনিষ্ট যদি করিতে কেবল
অনায়াসে পারিতাম ক্ষমিতে তোমায়
ক্ষতি শোকে নহে শুধু ব্যক্তিগত অপরাধ—
অন্তর বাহিত মম দেশের কারণে
বল দেখি কোন আশে কোন প্রলোভনে
করিলে সাধন হেন নীচ কাজ—নিজ
কুলে কলঙ্ক মাখায়ে। [illegible]—দুষ্ট
তোমার কারণ আজি নহে [illegible] গৌরব
বঙ্গ-স্বাধীনতা রবি অস্তমিত শুধু
তোমার কারণে উদিবে না, উদিবে না
আর কভু বিতরিতে স্বাধীন কিরণ!
যাও হে এক্ষণ! আমি ক্ষমিনু তোমায়,—

অবধ্য তোমরা, চাহ মায়ের চরণে
অপার করুণা ভিক্ষা যমের তাড়নে
(মানসিংহের ইঙ্গিত ও শ্রীমন্তকে লইয়া রক্ষিগণের প্রস্থান)

কম　মানসিংহ বাদশাহ যে প্রতিনিধি
দাও পতি-মুণ্ড এনে নতুবা সমর,
বিলম্ব না সহে, প্রাণ হোক সুশীতল

মান　—মাতঃ! পতিমুণ্ড তব অবশ্য পাইবে
কিন্তু, চাহি সন্ধি —

কম　— — সন্ধি? কোন সর্ত্তে সন্ধি?
বাদশাহ অধীনতা করিয়ে স্বীকার?—
কখন হবে না তাহা থাকিতে জীবন

মান　—মাতঃ অধীনতা শুধু নামে অধীনতা,
কর দিতে নাহি হবে রাজ্য রাজধানী
রহিবে তোমার সব স্বভাবে তোমার
শ্রীরঘুনন্দন রাজারাম কালুসেখ
কমল শরণ আর ঢালী কালিদাসে
হইবে সর্ব্ব প্রভু　কহ মাতঃ কিবা মত?—

কম　কেদার মহিষী পারিবে না অধীনতা
করিতে স্বীকার　হয় রণ, নয় মুণ্ড
চাহি আমি সন্ধি চাহে কেবা? রাজপুত!—
মুণ্ড দাও, নয় অস্ত্র ধর, বাহুবলে
অপহৃত পতিমুণ্ড, উদ্ধারিব আমি

রঘু　—মাতঃ!—

কম — ক্ষান্ত হও, মন্ত্রি! রাখহ প্রবোধ
সে কি নাকি, হীন জ্ঞানে মানসিংহ যাচে
সন্ধি? নারী হীনজ্ঞানে চাহে প্রকাশিতে
দয়া? দয়া কেবা চায়? থাকিতে শকতি
শত্রু দয়া কেবা আশা করে? হীনশক্তি,
সেই জন অতি,—হীনচেতা— দুর্বলতা
নারী নহি আমি;— এই ভুজে আছে শক্তি
আছে বল, রাজপুত জানিও নিশ্চয়
বীরের ঘরণী আমি, বীরাঙ্গনা, বীর
অগ্রগণ্য বীরশ্রেষ্ঠ ছিল পতি মম,—
চালিতে বাহিনী অস্ত্র চালন কৌশল
জানি বিধি মতে নহি হীনা, শোকাতুরা
ভীতা নারী তবে হীন তার কিবা হেতু
শত্রু দয়া প্রতি, বল করিব নির্ভর?—
পারিব না অধীনতা করিতে স্বীকার
চাহিনা সাহায্য, একা আমিই যুঝিব

রঘু মাতঃ কার সাধ নিতে গলে অধীনতা
পাশ; কিন্তু, এও যেন' অসাধ্যসাধন
নহে সম্ভাবিত কভু মানবীয় বলে
যুদ্ধে অপারগ নাহি মোরা —সৈনিক
নির্ভীক নায়ক হবে, রহিবে জীবিত
মোরা যত দিন এক চিত্ত ছিল, মোরা
নায়ক বিহীন হ'য়ে হইয়াছে দল

সেই স্থানে অভিষিক্ত করিবে তোমায়

মাতঃ প্রাঙ্গণে তোমা চালাব সঙ্গে

কুম —হুঁহুঁ, তুই বড় সাহসী রাজপুত।

হয় দাও মুণ্ড, নয় ধর অস্ত্র দেখি—

মান —মাতঃ চাহ মুণ্ড? মুণ্ড নাও, কিন্তু জেন

নহে যুদ্ধ, যদি মম রক্তিম প্রার্থনা (মুণ্ড কাটিয়া)

নাও মাতঃ অপরাজিত প্রতিমুণ্ড তব (মুণ্ড প্রদান)

কুম —কই, কই দাও, দেও (মুণ্ড লইয়া) নাথ প্রাণেশ্বর—
(মূর্চ্ছা)।

সকলে হায়! একি হলো? মহারাণি,—মহারাণি

(সকলের রাণীকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান)

(যবনিকা পতন)।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

প্রিয় সুহৃৎ, শ্রীযুক্ত [illegible] মোহন মিত্র শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] দাস, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণমোহন দাস বি এল, শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] দাস সেন বি, এ, ও শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বর্ম্মণ ও শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মোহন সেন এবং আমার ভাগিনেয় শ্রীমান [illegible] মুস্তাফীর [illegible] তাঁহারা আমার চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলেন

গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতীত, এই গ্রন্থের কোন অংশ কিম্বা কোন গান এবং কি সমস্তই উদ্ধৃত করিয়া ব্যবহার করা নিষেধ

এই পুস্তকের গানের রাগিণী ও নৃত্যাদি সমস্ত ক্লাউন কোম্পানীর অধ্যক্ষ ও ডান্সিং মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] চন্দ্র বসাক মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। ইতি

গ্রন্থকার।